লুৎফ-উন্নিসা

'স্নেহলতা' 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী প্রণীত।

কলিকাতা, ৪১নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশিত।

১৩১২

 মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কুন্তলীন প্রেস,
৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

1967

সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত,

দেবোপম, অগ্রজ

শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণে

আমার এই সর্ব্বসুন্দরী,

অভাগিনী লুৎফ-উন্নিসাকে,

সস্নেহে আদৃতা হইবার আশায়,

অর্পণ করিলাম।

তাঁহার চিরস্নেহের

ভগিনী।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা" অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত পুস্তক পাঠ করিবেন।

মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী।

সূচী।

লুৎফ-উন্নিসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রহস্য!

"দাদা, কেমন দেখিতেছেন?"

"বাহবা, বাহবা! কেয়া তারিফ্! বড়ি খপ্‌সুরৎ, বড়ি খপ্‌সুরৎ।"

"আবার এদিকে, এই কক্ষে আসুন!—কেমন? মনোমত হইয়াছে ত, দাদা?"

"তাজ্জব কি বাৎ! দাদু, তুমি দুনিয়ায় বেহেস্ত্ বানিয়েছ! এ আধার মনোমত হইবে না? আমাদের বৃদ্ধ মাথায় কি এমন পছন্দের কারুকার্য্য আসিত? এখন তোমার এ বেহেস্তের হুরি লুৎফ-উন্নিসাকে দেখাও; ক্লান্তি দূর করি।"

"ও দাদা, তুমিও সে পরীর প্রেমের ফাঁস গলায় পরিতে চাও? তবে এই মহলে প্রবেশ কর।"

নবাব আলিবর্দ্দী নয়নানন্দ, প্রিয় দৌহিত্রের সহিত অপূর্ব্ব সুবিস্তৃত কক্ষমধ্যে সহর্ষে প্রবিষ্ট হইলেন; অমনি বাহির হইতে, সুবৃহৎ, কঠিন কপাট দৃঢ়রূপে অর্গলাবদ্ধ হইয়া গেল! যৌবনোন্মুখ সিরাজ করতালী দিয়া, সেই সমুন্নত প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন!

আলিবর্দ্দী সবিস্ময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—তিনি গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ হইলেন;—সিরাজ বাহিরে দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া সকৌতুকে হাস্য করিতেছেন! প্রিয়তম দৌহিত্রের আনন্দ দেখিয়া তিনিও সকৌতুকে, হাস্যাননে দ্বার হইতে দ্বারান্তরে, নির্গমণের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে সেই বিস্তৃত কক্ষের অষ্টাদশটী কপাট ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রম বিফল হইল। সকলগুলিই দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ! তখন তাঁহার স্নেহপ্রবণ রাজহৃদয় ঈষৎ ভীতির আভাসে আন্দোলিত হইল; আনন্দের হাসি অপ্রতিভতায় পরিণত হইল; তিনি ভিতর হইতে মমতাময় কণ্ঠে কহিলেন, "দাদু, সিরাজ, কপাট খুলিয়া দাও।"

"দাদা, তুমি এখন প্রেমরাজ্যে বন্দী! পণ সম্পন্ন না করিয়া কি কেহ বন্দীকে মুক্তি দেয়?" সুচতুর সিরাজ হাসিয়া উঠিলেন।

সমগ্র বাঙ্গালার অধিপতি, রাজাধিরাজ আলিবর্দ্দীর হৃদয় সত্যই বিষাদ-মসিতে ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি

পুনর্ব্বার কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, এ রহস্য কেন? কপাট খুলিয়া দাও।"

"তোমার আজ্ঞা অমান্য করে কার সাধ্য দাদা? এ দুনিয়ায় কে তোমায় আবদ্ধ করিতে পারে? তুমি স্ব-ইচ্ছায় আজ আমার বন্দী! যদি বন্দী হইয়াছ,—অমনি কেন ছাড়িব, দাদা?"

"বালক, অবিলম্বে দরজা খুলিয়া দাও! সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং রাজন্যবর্গ আমার সহিত তোমার দ্বারস্থ। আমার অপেক্ষায় বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। আমার বিলম্ব দেখিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন। আমারও এত বিলম্ব অকর্ত্তব্য হইতেছে। বিদ্রূপ করিও না,—এখন কপাট খুলিয়া দাও, দাদা।"

"রাজন্যবর্গের সকলকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। শুধু তোমায় বন্দী করিয়াছি,—অথবা স্নেহের নিগড় তুমি নিজ হাতে গলায় পরিয়াছ! বিনামূল্যে কে তোমায় মুক্ত করিবে? এখন রাজাদিগকে বলিয়া পাঠাও; তাঁহারা মূল্য দিয়া তোমায় মুক্ত করুন।"

এইবার যথার্থই নবাব আলিবর্দ্দীর সুপরিপক্ক মস্তক, বালকের কৌতুকের পরিণাম দৃষ্টে আলোড়িত হইল। তাঁহার বীর হৃদয়ে অবসাদ আসিল, নয়নদ্বয় ক্রোধে বিস্ফারিত হইল! তিনি রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "সিরাজ, এ কোন্ রহস্য; আমার সম্মুখে কি তোমার এরূপ বুদ্ধি শোভা পায়?"

"দাদা, এ দুনিয়ার মালিক তুমি। আমি তোমার পালিত সামান্য বালক মাত্র। আমার কি সাধ্য ?—কিন্তু দাদা, তুমি মূলে স্নেহ-বারি সেচন করিয়াছ, তাই ত আমার এত বৃদ্ধি! যখন বৃদ্ধি পাইতে দিয়াছ; তখন অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। বিনামূল্যে আমি কিছুতেই মুক্তি দিব না। তোমার প্রীতি-প্রদত্ত এ প্রাসাদ আমারি রাজ্যাধিকারভুক্ত! এ স্থানে আমার আজ্ঞা অপ্রতিহত ভাবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বলিয়া পাঠাও, রাজন্যবর্গ তোমায় মূল্য দিয়া মুক্ত করুন।"

"তাও কি সম্ভব? এও কি হয়?—ছি সিরাজ, খুলিয়া দাও!"

"তোমার আজ্ঞায় তোমাকে মুক্ত করিবে, ইহাতে কি সংশয় আছে?"

নবাব আলিবর্দ্দীর আজন্মরাজ্যপরিচালনে অভ্যস্ত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আজ সিরাজের বালকবুদ্ধির নিকট পরাভব মানিল! তিনি ঈষৎ দুঃখে ও ক্রোধে চঞ্চল হইয়া, কক্ষমধ্যস্থ কিংখাপমণ্ডিত মতিখচিত সোফায়, ক্ষোভযুক্ত ক্লান্ত শরীরে বসিয়া পড়িলেন এবং গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মুক্তি-মূল্য কত চাও?"

"ব্যক্তি বিবেচনায় মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, ইহাই রীতি। কিন্তু দাদা, তোমার উপযুক্ত মূল্য সংসারে কে দিতে পারিবে? রাজাদিগকে বলিয়া পাঠাও, তাঁহারা তোমাকে স্মরণ করিয়া সামর্থ্যানুসারে মূল্য নির্দ্ধারণ করুন।"

আলিবর্দ্দী, সেই নির্জ্জন গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া, গভীর রবে ডাকিলেন, "রহিম!"

শরীররক্ষক, প্রভুভক্ত রহিম খাঁ অবনতমুখে গৃহান্তরে দণ্ডায়মান ছিল; নবাবের আহ্বানে, "খোদাবন্দ, দাস হাজির!" বলিয়া কুর্নীশ করিয়া, আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় গবাক্ষ-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি আগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, এবং রাজন্যবর্গকে গিয়া জানাও,—সিরাজের নিকট আমি বন্দী! তাঁহারা যথোপযুক্ত মূল্য দিয়া আমায় মুক্ত করুন।"

"যো হুকুম!" বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া, কুর্নীশ করিতে করিতে রহিম চলিয়া গেল।

রহিম খাঁ বহির্দ্দেশে আসিয়া, সসম্মানে রাজন্যবর্গের নিকট নবাবের আজ্ঞা প্রকাশ করিল। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীর অত্যধিক-স্নেহ-পালিত, যৌবনোন্মত্ত, ভাবী নবাব সিরাজের স্বভাব রাজা জমীদার প্রভৃতি অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন। বহির্ব্বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল! সকলেই মহা উদ্বিগ্ন চিত্তে, ম্লান মুখে, মৃদু ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা রামনারায়ণ, রাজা মাণিকচাঁদ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া, পরামর্শানন্তর পাঁচ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, লালা মোহনলাল দ্বারা নবাব আলিবর্দ্দীর মুক্তি-মূল্য স্বরূপ প্রতাপান্বিত, প্রতিভাশালী বালক সিরাজের সমীপে প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ অর্থগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক, ঈষৎ হাস্য করিয়া সবিনয়ে মোহন লালকে কহিলেন, "আপনি রাজাদিগকে আমার সম্মান জানাইয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলুন ; আমি শীঘ্রই নবাবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইতেছি।" মোহনলাল সহর্ষে কুর্নীশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সিরাজ স্বীয় কোষাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্ব্বক অর্থগুলি সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। তৎপরে কক্ষান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক বহুমূল্যবস্ত্রাভরণাবৃতা, প্রথমযৌবনোন্মুখী, মাধুর্য্যময়ী, চতুর্দ্দশবর্ষিয়া বেগম লুৎফ-উন্নিসাকে সঙ্গে লইয়া, ত্বরিত-হস্তে চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, সুন্দর সুদৃঢ় কপাটের কাঞ্চন-শৃঙ্খল খুলিয়া, সেই সুদৃশ্য শিল্পাঙ্কিত মচ্ছলন্দের উপর, দাদার দুই পার্শ্বে উভয়ে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন বৃদ্ধ নবাবের স্নেহপ্রবণ হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া, দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু গণ্ড বহিয়া শ্বেত শ্মশ্রু সিক্ত করিল।

সিরাজ ভক্তিবিনম্রকণ্ঠে ডাকিলেন, "দাদা !"

নবাব সস্নেহে উত্তর করিলেন, "কি দাদা, এখন ত কামনাসিদ্ধি হইয়াছে ?—আমার পথ ছাড় !"

লুৎফ-উন্নিসা বীণালাঞ্ছিত, সলজ্জ স্বরে কহিলেন, "দাদা, কি অপরাধে আমায় ভুলিয়া গিয়াছেন ?"

"আরে মেরি পিয়ারি ! তোর দর্শনাশায়ই ত বন্দী হইয়াছি ! যুবা হৃদয়ই ভুলিয়া যায়, বৃদ্ধ হৃদয় কি ভুলিতে পারে ? এ পুরাতন

জানের সঙ্গে তুমি চিরদিন গাঁথা আছ। কিন্তু দেখিও দিদি, সিরাজ যেন তোমায় না ভোলে!”

সিরাজ পুনর্ব্বার অবনতমুখে ডাকিলেন, “দাদা!”

“কি দাদা?—আর অপেক্ষার সময় নাই। বহির্ব্বাটীতে সকলে প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

সিরাজ লজ্জাবিকম্পিত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, “ক্ষমা!”

রাজাধিরাজ আলিবর্দ্দী বিচারের কথা শুনিয়া চকিত হইলেন; তাঁহার প্রসন্নমুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; আয়ত নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত হইল; প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত হইল।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া, আকর্ণবিশ্রান্তনয়না লুৎফ-উন্নিসা, ইন্দুবদন উত্তোলন পূর্ব্বক নবাবের মুখের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি করিয়া, ধীরে ধীরে ডাকিলেন, “দাদা!”

সে মধুময় স্বরে রাজ্যেশ্বর চমকিত হইলেন! তাঁহার প্রেমোদ্বেল হৃদয় হইতে প্রত্যুত্তর হইল, “কেন দিদি!”

“তুমি কি সিরাজের উপর রাগ করিয়াছ?”

নবাব আলিবর্দ্দী প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহী হৃদয় বালক সিরাজের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং অপূর্ব্ব রহস্য-কৌশলে স্বার্থোদ্ধার দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। তাঁহার সুপরিপক্ক বুদ্ধি সিরাজের অপরিণতমস্তকোদ্ভূত কৌতুক-কৌশল-মন্ত্রণায়

পরাজিত হইয়াছিল। তিনি সিরাজের কার্য্যের পরিণাম দৃষ্টে বিস্মিত হইয়াছিলেন; কার্য্যফল দর্শনে সিরাজের প্রতি শেষে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে গম্ভীর বচনে কহিলেন,—"সিরাজ, অন্যায় কাজ করিয়াছ। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য তুমি সতর্ক হইবে; আর যেন এরূপ অন্যায় কাজ তোমায় কদাচ করিতে না হয়!"

সিরাজ অবনত মস্তক আন্দোলিত করিয়া জানাইলেন, তাঁহা কর্তৃক আর কদাপি এরূপ কার্য্য হইবে না। তৎপর সবিনয়ে মৃদু বচনে কহিলেন, "কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজাদিগকে জানাইয়া-দিলে ভাল হয়;—এই পরিমাণ অর্থ বাৎসরিক অতিরিক্ত রাজকর রূপে ধার্য্য হইল। ইহার অন্যথা যেন না হয়।"

নবাব গমনোদ্যত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন; সিরাজ ও লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার পাদুকা চুম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দিবাকর স্বীয় প্রখর প্রভা লইয়া আকাশান্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছেন। সান্ধ্য-ছায়া অপরাহ্ণ অবসানে ধীরে ধীরে সকল দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, অবনীদেহে শীতলতা বর্ষণ করিতে অবতীর্ণ হইতেছে। সান্ধ্য-সমীরণ সুস্নিগ্ধ জাহ্নবী-সলিলে স্নাত হইয়া, প্রশস্ত-গবাক্ষ-সংলগ্ন সুচিক্কণ রেশমী যবনিকা আন্দোলিত করিয়া, কক্ষ-মধ্যস্থ কারুকার্য্যপূর্ণ কনকনির্ম্মিত পুষ্পাধার হইতে বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ কুসুমসৌরভ চুম্বন করিয়া, গৃহস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের সুখলালিত

লাবণ্যময় তনু আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নানাবর্ণের দীপাধারে সুগন্ধি দীপ প্রজ্বলিত হইল।

স্বর্ণচুমকী-বিজড়িত ফিরোজ-বর্ণের ওড়্নাবৃত লুৎফ-উন্নিসার সুধাংশু-বদনখানি নবাবের নয়নে বড়ই প্রীতিকর লাগিতেছিল! নবাব সস্নেহ-হৃদয়ে লুৎফ-উন্নিসার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "পিয়ারি, এখন তবে আসি? আবার সত্বর একদিন আসিব।"

লুৎফ-উন্নিসা সলজ্জ চারুবদনখানি অবনত করিয়া, অমিয় বচনে কহিলেন, "দাদু, দাসীকে ভুলিবেন না, অবশ্য আবার আসিবেন।"

নবাব হাস্যাননে সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া "অবশ্য আসিব" বলিয়া, সিরাজ-সমভিব্যাহারে বহির্ব্বাটীতে—যে স্থানে রাজন্যবর্গ উদ্বিগ্নচিত্তে নবাবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন সেই স্থানে—উপস্থিত হইয়া, প্রীত মনে সকলকে সবিনয়ে সম্মান প্রদান পূর্ব্বক রত্নমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার আগমনে প্রফুল্লমুখে, সসম্মানে ও সহর্ষে গাত্রোত্থান করিলেন। সেই সুসজ্জিত অত্যুজ্জ্বল আলোকাকীর্ণ সভাগৃহ মহানন্দে পূর্ণ হইল!

প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিমান্, কুমার সিরাজদ্দৌলা হাস্যাননে ও মধুর সম্ভাষণে সমবেত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দকে বিশিষ্টরূপে পরিতুষ্ট করিলেন। তাঁহার সরলতাময় সদ্ব্যবহারে, তিনি যে কিছুমাত্র অপ্রিয় আচরণ করিয়াছেন, তৎকালে ইহা কাহারও মনে আসিল না। হাস্যামোদে

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, নবাবের ইঙ্গিতে সভা ভঙ্গ হইল। তৎপরে বিদায়কালীন সম্ভাষণ করিয়া, যানারোহণে সকলে আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন। নবাবও প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা যৌবনে পদার্পণ করিলে, নবাব আলীবর্দ্দী তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধন-হেতু, রাজধানী মুর্শিদাবাদে পূতসলিলা জাহ্ণবীসৈকতে হীরাঝিল নামে মর্ম্মরপ্রস্তর-খচিত, অপূর্ব্ব প্রমোদ-প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। সিরাজ মনোহর প্রাসাদ পাইলেন, প্রয়োজনীয় যোগ্যবৃত্তি পাইলেন,—বিলাস-সাগরে নিমগ্ন হইবার ইচ্ছায় দলবল লইয়া প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানে উদ্যানে, কুঞ্জে কুঞ্জে, ফলে ফুলে, বাপী-ঝিলে, এবং প্রতি হর্ম্মতলে বিলাস-বিভবের অট্টহাস্য দিগ্‌বিদিক্‌ আলিঙ্গন করিয়া ফিরিতে লাগিল এই প্রমোদশালা যেন সংসারের জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অতীত রাজ্য হইয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বচরদিগের প্ররোচনায় সিরাজের প্রতিবন্ধকবিহীন হৃদয়-তরঙ্গিণী দিন দিন, প্রবল বেগে, অপ্রতিহত ভাবে, বিলাস-সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিল। কিন্তু মাতামহ-দত্ত নির্দ্দিষ্ট অর্থে আর কুলায় না। ইচ্ছানুরূপ পাপলিপ্সা চরিতার্থ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন সুচতুর সিরাজ স্থিরমস্তিষ্কে অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তা উদ্ভাবন করিলেন! হীরাঝিলের নূতন প্রাসাদ দর্শনার্থ পূজ্যপাদ মাতামহ নবাব

আলিবর্দ্দী খাঁ এবং তাঁহার অধিকারভুক্ত রাজা মহারাজদিগকে, ও সম্ভ্রান্ত জমীদারবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। অভ্যর্থনার ত্রুটি নাই; সকলে আমোদ-কৌতুকে ও বিশ্রম্ভালাপে, শান্তমনে, যথেচ্ছা বিশ্রাম ও বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন সুচতুর বালক সিরাজ আলিবর্দ্দীকে অন্দরমহল পরিদর্শনার্থ লইয়া গিয়া, যেরূপ কৌশল-চাতুর্য্যে স্বার্থোদ্ধার করিলেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমোদ।

"মিয়া মীরজাফর, আর এক পেয়ালা তীক্ষ্ণ সীরাজী ভর!"

মীরজাফর ত্বরিত হস্তে কাঞ্চননির্ম্মিত, মণিখচিত পেয়ালায় সুরা পূর্ণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার মাদক-সঞ্চালিত শিথিল হস্তে সসম্ভ্রমে অর্পণ করিলেন। সিরাজ অত্যুজ্জ্বল-হীরকাঙ্গুরী-শোভিত অঙ্গুলী দ্বারা হীরারত্নজড়িত পেয়ালা ধারণ পূর্ব্বক এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পেয়ালাটা দীপালোকে আপন অঙ্গশোভায় ঝক্‌মক্ করিতে করিতে, সিরাজের নবাবী কেতা দেখাইয়া, ভিত্তি-গাত্রে প্রতিবন্ধক পাইয়া স্থিরভাব ধারণ করিল। বিচিত্র-প্রস্তর-চিত্রিত, সুবিস্তৃত প্রমোদগৃহ-প্রাঙ্গণ কুকীর্ত্তিপরায়ণ হীনজীবী ব্যক্তিগণের বিভৎস উচ্চহাস্তে, এবং অসভ্য ভাষায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! সিরাজ সিরাজী-প্রভায় বিভোর হইয়া, জড়িত স্বরে কহিলেন, "মিয়া মিরজাফর, আজিকার নূতন বিবি কোন্ মহলে?"

"নূতন বিবি নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া গঙ্গায় জান্ দিয়াছে!" মীরজাফর এই কহিয়া দ্বিতীয় পেয়ালা পূর্ণ করিল।

আব্দুল খাঁ কহিল, "কাফের বিবিগুলা বড়ই বদ্‌রসিক! তাহাদের নশিবে সুখ নেই! তাহারা কথায় কথায় জান্ দেয়, তবু এই সুখের সাগরে প্রাণ দেয় না!"

মীরমুন্সী অঙ্গ হেলাইয়া কহিল, "হ্যাঁ! কি মন্দ নশিব! এই বেহেস্তের সুখ চায় না? তাজ্জব কি বাৎ!"

ইয়ার লতিব বোতল সমেত সুরা নিঃশেষ করিয়া, বেসুরে সুর ভাঁজিয়া কহিয়া উঠিল, "কুচ্‌পরোয়া নেই, কুচ্‌পরোয়া নেই! এখনি শত খপ্‌সুরৎ কাফের বিবি জনাবের সেবায় নিয়োগ করাব!"

সিরাজ মত্ততায় টলিতে টলিতে অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "নূতন্ চাই, নূতন চাই! নূতন বিবি আন! বহুত্ খপ্‌সুরৎ, বেহেস্তের হুরি চাই! করিম, ভর পেয়ালা,—দাও, খাও,—ভরপূর হও!"

করিম টলিতে টলিতে ত্রস্ত পেয়ালা পূর্ণ করিয়া সিরাজের হস্তে অর্পণ করিল। সিরাজ একচুমুকে পেয়ালাস্থ সুরা শেষ করিলেন। পেয়ালা সিরাজের অবশ হস্তচ্যুত হইয়া আপনি পড়িয়া গেল।

সিরাজকে ক্রমশঃ বিহ্বল দেখিয়া, মীরজাফর তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "রজনী দ্বিতীয় প্রহর; কোন্ বিবির মহলে যাইবার মর্জ্জি?"

সিরাজ জড়িতস্বরে কহিলেন,—"সোফি,—সোফিয়া বিবি—সুরা দেয়! সোফিয়া বড়ি পিয়ারি!"

মীরজাফর সহচররূপে সিরাজের হস্ত ধরিয়া সোফিয়া বিবির মহলের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিলেন।

সোফিয়া বিবি আপন কক্ষে সুন্দরী সহচরীগণ বেষ্টিতা হইয়া, মখমলমণ্ডিত সোফায় আপন অবশ ক্ষীণ তনু হেলাইয়া, সুখ-স্বপনে বিভোর হইতেছিলেন। কক্ষস্থ স্বর্ণপুষ্পাধার হইতে বহু বর্ণের বহুবিধ পুষ্পসৌরভ তাঁহার নাসারন্ধ্র তৃপ্ত করিতেছিল। সেই বিলাস-হাস্য-উদ্ভাসিত, আলোকাকীর্ণ সুসজ্জিত কক্ষে, সিরাজ অস্থির পদে প্রবেশ করিলেন।

সিরাজকে আগত দেখিয়া, সোফিয়া সুন্দরী ত্রস্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহাস্য-বদনে অতি আদরে সিরাজের হস্ত ধরিয়া সোফায় বসাইলেন। সিরাজ সোফিয়ার বদনের প্রতি পরিতুষ্টি দৃষ্টিতে চাহিয়া, প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "সোফি! প্রাণেশ্বরি! আজ তোমায় পাইয়া আমি বড় খুসি হইলাম!"

"প্রাণেশ্বর, আমার সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? আজ বড় সুখের দিন! আজ কত দিন পরে তোমায় পাইয়াছি!" সোফিয়া মৃদুমধুর কণ্ঠে ইহা কহিয়া, হাস্যাননে যৌবনোচ্ছ্বাসপূর্ণ নীলোৎপল নয়নে সিরাজের প্রণয়োন্মত্ত কমনীয় বদন প্রতি দৃষ্টি করিলেন।

সিরাজ সোফিয়ার গোলাপী গণ্ডে একটী চুম্বন দিয়া প্রেমাবেগে কহিলেন, "সোফি, পিয়ারি,—সুরা দাও।"

সোফিয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অসংযত বেণী এবং সোণালী বর্ণের ওড়্না দোলাইয়া, গোলাপী হস্তে, কনক পাত্রে গোলাপ-মিশ্রিত সুরা ঢালিয়া, সিরাজের হস্তে সাদরে অর্পণ করিলেন। সিরাজ সুরাপান করিলেন, পাত্র শিথিল-হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া আপনি পড়িয়া গেল। সিরাজ সোফিয়াকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে সোফিয়া, এখন বাজাও বীণা ; গাও—গাও !"

সোফিয়া সখীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "মতিয়া, সিরাজী দাও!"

মতিয়া সত্বর হস্তে স্বর্ণ পেয়ালায় সিরাজী ঢালিয়া সোফিয়ার হস্তে অর্পণ করিল। সোফিয়া সিরাজী পান শেষ করিয়া মতিয়ার হস্তে পেয়ালা অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বীণা আন।"

মতিয়া বীণা আনিয়া দিল। সোফিয়া সিরাজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, হাস্যাননে বীণায় ঝঙ্কার দিয়া, বীণানিন্দিত কণ্ঠে গাহিলেন,—

(আমি) আপন ভুলে', ভালবেসে'
বিকাইছি প্রাণ।
নাইবা তুমি চাইলে মোরে, চাইনাক
নাথ, প্রতিদান !
আঁধার হৃদয়-গগন'পর
তুমিই আমার শশধর ;—
(আজ) মনোরাজ্যে তোমায় লভি'
ভুলেছি সব অভিমান !

সেথায় তোমার কিরণ-স্রোতে
ফুট্‌ছে কুসুম শতে শতে ;—
(সেই) মাধুরীতে সকল ব্যথা
(মোর) হ'য়ে গেছে অবসান !
(আমি) আপন ভুলে', ভালবেসে'
বিকাইছি প্রাণ।

সোফিয়ার তাল-লয়-যুক্ত সঙ্গীতলহরী গৃহ কাঁপাইয়া উচ্চে উঠিল, মধ্যমে নামিল, নিম্নে থামিল, মধু বর্ষণ করিয়া সিরাজ-হৃদয় আকুল করিয়া, ধীরে সুধীরে পুনঃ সুকণ্ঠে লীন হইয়া গেল !

সিরাজের কমনীয় শিথিল দেহ সুকোমল সোফায় এলাইয়া পড়িল। সিরাজ মাদক-উন্মত্ত প্রাণে, জড়িত মুগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "সোফিয়া, সোফি,—পেয়ালা ভর ! গীত গাও !"

সোফিয়ার ঈঙ্গিত মাত্র মতিয়া স্বর্ণ পেয়ালা মদিরা পূর্ণ করিয়া সোফিয়ার হস্তে অর্পণ করিল। সোফিয়া সিরাজ-হস্তে প্রত্যর্পণ মাত্র সিরাজ মুহূর্তে নিঃশেষ করিয়া, পেয়ালা নিক্ষেপ করিলেন। মতিয়া পুনঃ পেয়ালা পূরিয়া দিল। সোফিয়া পান করিয়া সুচিক্কণ রেশমী রুমালে তাম্বুল-রঞ্জিত ক্ষুদ্র ওষ্ঠযুগল মুছিয়া কহিলেন, "যামিনা, মতিয়া, এইবার তোমরা গাও।"

সখীবৃন্দ সমবেত হইয়া, বাদ্য-সংযোগে সমকণ্ঠে সুস্বর মিলাইয়া গাহিলেন,—

প্রমোদ-তরঙ্গিণী তুলিছে তুফান ;
পিরীতি তরণী তায়, দুলিছে মধুর বায়,
প্রেমিক জনায় শুধু দিবে তায় স্থান !
এসোগো সুন্দর বঁধু ! সুখে যাই ভাসিয়া ;
খেলিব প্রেমের খেলা, চুমিবে হৃদয়-বেলা,
নয়ান মিলিবে আসি', মুগ্ধ নয়ান ।

তাহাদের আনন্দোৎসারিত নৃত্যগীতে সেই আলোকবিভূষিত গৃহপ্রাঙ্গণ পূরিয়া গেল ! সিরাজ বিহ্বল হৃদয়ে, অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "সুরা—সুরাপান কর ; বহুৎ খুসি করিয়াছ ! খাও ঢাল—ঢাল খাও ।—আমায় দাও !"

মতিয়া আবার পেয়ালা পূরিয়া দিল। সিরাজ মদিরাপাত্র শেষ করিয়া, অনুরাগরঞ্জিত নেত্রে সোফিয়ার আনন্দোৎফুল্ল, প্রস্ফুটিতগোলাপপুষ্পানুপম মুখের প্রতি চাহিয়া ডাকিলেন, "প্রিয়ে ! সো ফয়া !"

সোফিয়া মধুর কণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন প্রিয়তম !"

"বড় সুখ !—আজ বড় সুখী !"

"সত্যই আজ বড় সুখ ! সিরাজ ! প্রিয়তম !—তোমারি জন্য এত সুখ !"

সিরাজ যতনে সোফিয়ার বিধুবদনে একটী অনুরাগরঞ্জিত চুম্বন অঙ্কিত করিলেন ।

সহচরীগণ ক্রমে মাদকোন্মত্ত প্রাণে, প্রমোদ-বিক্ষিপ্ত পুষ্পের ন্যায়, স্খলিত সজ্জায় ও অবশ দেহে, গৃহপ্রাঙ্গণে স্থানে স্থানে ঢলিয়া পড়িল।

মখমলের সুকোমল উপাধানে মস্তক রাখিয়া, প্রেমবিজড়িত কণ্ঠে আবার সিরাজ ডাকিলেন, "সোফিয়া! প্রেয়সি!"

সোফিয়া অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে, আধঘুমঘোরে প্রত্যুত্তর করিল, "কেন প্রাণনাথ!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লুৎফ-উন্নিসা।

নগ্ন গাত্রে চাঁদনী মাখিয়া, প্রকৃতিরূপসী আজ বড়ই শোভা বিস্তার করিয়াছে। নীলাকাশের গায়ে গায়ে, সোনার তারাগুলির প্রতি প্রভায়, বৃক্ষের শাখায় শাখায়, লতার প্রতি পাতায়, তরঙ্গিণীর কুলে কুলে,—সমুদয় জলে স্থলে, সুস্নিগ্ধ, শুভ্র জ্যোৎস্না আনন্দে ঝরিয়া পড়িয়াছে। বাসন্তী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মহানন্দে, ধরণীর প্রতি স্তরে, জাহ্নবীর প্রতি লহরীতে, বাঁশরীর করুণ তানে, সঙ্গীতের প্রতি কম্পনে, পিকের প্রতি ঝঙ্কারে সুধা লিপ্ত করিয়া দিতেছে।

মুর্শিদাবাদে, ভাগিরথীসন্নিহিত নবনির্ম্মিত 'হীরাঝিল' রাজ-প্রাসাদের একটী দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষে, পুষ্পাকীর্ণ মাধবীলতার ন্যায় দেহলতা হেলাইয়া, একটী প্রথম-যৌবনোদ্ভাসিতা অনুপম-লাবণ্যময়ী সুন্দরী পলকবিহীন হইয়া প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। কনক-কমল-খচিত নীল বর্ণের সূক্ষ্ম ওড়্‌নায় যুবতীর সুকোমল দেহ আবৃত। আবেণীবদ্ধ কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম

হেলিয়া দুলিয়া, বঙ্কিম ললাট স্পর্শ করিয়া, পৃষ্ঠদেশ ঘনরূপে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যুবতীর কমনীয় মুখখানি তারকাখচিত নীলাম্বর-মধ্যস্থ কৃষ্ণমেঘস্পর্শী পূর্ণেন্দুর ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী সুবিশাল নীলোৎপল-নয়নদ্বয় নীলাকাশ-স্থিত ত্রিভুবন-বিমোহন শশাঙ্কের প্রতি স্থাপিত করিয়া, যেন তাঁর কোন চিরবাঞ্ছিত চন্দ্রবদনের চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার বিভোর প্রাণ স্পর্শ করিয়া, জ্যোৎস্না-পুলকিত তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা আন্দোলিত করিয়া, সুমধুর বংশীস্বরে সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে, কোন প্রেমিক ধীরে পান্সী বাহিয়া চলিয়া গেল। কোকিল কুলায় বসিয়া ঘুমঘোরে ঝঙ্কার করিল।

ইনি সিরাজ-প্রিয়তমা লুৎফ-উন্নিসা। লুৎফ-উন্নিসা বহুক্ষণ প্রমোদ-গৃহের নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া, সহচরীদিগকে বিদায় দিয়া, একাকিনী আপন শয়ন-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ নেত্রে দেখিতেছিলেন। বিনা আহ্বানে, গাম্ভীর্য্যময়ী লুৎফ-উন্নিসার সন্নিহিতা হইতে সখীগণের মধ্যে কাহারও সাহস হয় না;—তাই এই নীরব রজনীতে নির্জ্জন কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা একাকিনী। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধা লুৎফ-উন্নিসা বাঁশরীর তানে ও পাপিয়ার গানে সচকিতা হইয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃদু-মন্দ মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "হা জগৎ-পতি, এত সৌন্দর্য্য দেখাইয়াও ত অতৃপ্ত প্রাণে তৃপ্তি দিতে পারিলে না? তোমার এই অপার সৌন্দর্য্য যে আরো তৃষায়

কাতর করিল প্রভু! একা কি কখনও সুখ-সম্ভোগ করা যায়? প্রাণ-প্রিয়তম বাঞ্ছিতে বঞ্চিত হইয়া জগৎ-সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যের ভোগেও কে কোথায় সুখী হইয়াছে?—শূন্য—শূন্য! জীবনবল্লভ! তোমা ছাড়া লুৎফ-উন্নিসার সকলি শূন্য! তোমা ভিন্ন এ হৃদয় আর কিছুই চাহে না! এই সুন্দরতম সুখের রজনী!—আমি একাকিনী!—তুমি কোথায় নাথ!"

অশ্রুনত চারু বদন ফিরাইয়া, কেশরাশী ও ওড়্না দুলাইয়া, আর একটী উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, লুৎফ-উন্নিসা গৃহতলস্থ সুকোমল গালিচার উপর উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আপন মনে আবার কহিলেন, "কি করি? সখীরা কি সব ঘুমাইয়াছে?" লুৎফ-উন্নিসা ঈষৎ উচ্চে কোকিল-কণ্ঠে ডাকিলেন, "জেহন!"

জেহন প্রভৃতি দুই-চারিটী প্রিয় সহচরী বেগমের শয়ন-কক্ষের পার্শ্বস্থ গৃহে শয়ন করিত। নিদ্রাভারাক্রান্তা জেহন যুবতী, বেগমের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় সসম্ভ্রমে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "সুর-বাঁধা বীণা আনিয়া দাও।"

জেহন করজোড়ে কহিল, "নিদ্রার সময় উপস্থিত!"

লুৎফ-উন্নিসা মৃদুহাস্যে কহিলেন, "বাঁদ্‌রি, তোর চক্ষে উপস্থিত; তাতে আমার কি?—দে, বীণা দে!"

জেহন বেগমের হাতে বীণা দিয়া, স্বর্ণপাত্রস্থ নিষ্প্রভ সুগন্ধ দীপগুলি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

লুৎফ-উন্নিসা জেহনের মুখের প্রতি হাস্তাননে চাহিয়া কহিলেন, "যা, এখন তোর ঘুমের সাধ মিটাগে যা।"

জেহন কহিল, "আপনার কথায় আমার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমায় গীত শুনিতে অনুমতি হউক।"

"তোর ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস, আপন ঘরে বসিয়া শোন্ গিয়া।"

"বেগম সাহেবের যা মর্জ্জি।" এই বলিয়া জেহন কুর্নীশ করিয়া, স্খলিত রেশমী রুমাল অঙ্গে আঁটিতে আঁটিতে কক্ষ-নিষ্ক্রান্তা হইল।

এতারে ওতারে, চম্পক-অঙ্গুলী-সংস্পর্শে, সুরবাঁধা সপ্তস্বরা সুমধুর বীণা প্রথমে ঝঙ্কার করিল। পরে সুকোমল করুণ স্বরে, কাঁপিয়া কাঁপিয়া সঙ্গীতালাপনে মাতিয়া উঠিল। ক্রমে সেই স্বরে, বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর ধীরে সুধীরে সম্মিলিত হইল। কম্পনে কম্পনে মিলিল, পরদায় পরদায় নামিল, তারে তারে খেলিল। লুৎফ-উন্নিসা গাহিলেন,—

হৃদয়কি রাজা হামারি,
মেরি জানকি পিয়ারি!
দেল দুনিয়ামে সুরত সুন্দর,
আউর কোই নেহি হ্যায়—
প্রেমকি পিয়ারি!

আ মরি! মরি! লুৎফ-উন্নিসার অমিয়কণ্ঠনিঃসৃত গীত, সেই নীরব মধুর যামিনী-অঙ্গে ফুৎকারে ফুৎকারে সুধার ধারা উৎসারিত করিয়া, আকাশের গায়ে লিপ্ত হইয়া, সুদূরে মিশিয়া গেল! সপ্ত-স্বর-সম্মিলিত মধুর স্বর সপ্তমে উঠিল, পঞ্চমে নামিল, ক্রমে কোমলতর কলকণ্ঠে বিলীন হইল! সেই স্বরশোভান্বিত গৃহপ্রাঙ্গণে যেন বীণাপাণী সপ্তরাগিণী সাধিয়া ত্রিদশালয় বিমোহিত করিতেছেন! লুৎফ-উন্নিসার সুবঙ্কিম গৌর ললাট চুম্বন করিয়া, ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, কুণ্ডলিত হইয়া, স্তবকে স্তবকে আশেপাশে ঘিরিয়া, মৃত্তিকা আচ্ছাদিত করিয়াছে। সুশোভন-ভ্রূদ্বয়-নিম্নে আকর্ণ-বিস্তৃত, উদ্দীপ্ত মৃগ-আঁখি-যুগল, টল-টল ছল-ছল করিয়া হৃদগত অব্যক্ত ভাবরাশি ভাসাইয়া তুলিতেছে। সুগঠিত নাসিকা, বহুমূল্য-মতিহার-শোভিত, উন্নত বক্ষ স্ফীত করিয়া, পুষ্প-সুঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছে, এবং সুধীরে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। গোলাপ-গণ্ড যেন প্রিয়তমের চুম্বন আশায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। লোহিতাভ, ঈষৎ হাস্যময়, প্রেমরাগরঞ্জিত, স্ফুরিত ক্ষুদ্রওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যগত শুভ্র দন্তাবলী, মুকুতাপাঁতির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অতি সূক্ষ্ম ওড়্না নীল-নবনীত-অঙ্গ-বিচ্যুত হইয়া, শিথিল ভাবে গালিচায় পড়িয়া আছে। কাঞ্চন-সংলগ্ন চুনী-পান্না-জড়িত পেশোয়াজ ক্ষীণ কটী আবদ্ধ করিয়া, সুন্দর চরণ ছুঁইয়া রহিয়াছে। নীলকান্ত মণি ও অত্যুজ্জ্বল

হীরক সংযোগে গ্রথিত হইয়া, সুদৃশ্য কণ্ঠি তাঁহার ঈষতুন্নত কণ্ঠের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে; এবং ঐ সকল উজ্জ্বল-রত্ন-জড়িত দুই গাছি বালা তাঁহার নবনীত-সুকুমার হস্তের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছে। তিনি এক হস্তে পুষ্পমণ্ডিত বীণা ধারণ করিয়া হীরকাঙ্গুরী-শোভিত চম্পক-অঙ্গুলী-সংস্পর্শে বীণার তার আন্দোলিত করিতেছেন। তাঁহার মৃদু অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে, মস্তকোপরিস্থ মণিমুক্তা-বিমণ্ডিত উষ্ণীষের মধ্যে, সূর্য্যাকৃতি অত্যুজ্জ্বল মহার্ঘ হীরক প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। তাঁহার জ্যোৎস্নালিপ্ত শুভ্র গৌরবর্ণ চন্দ্রকিরণে একীভূত হইয়া গিয়াছে!

সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা যুবতী লুৎফ-উন্নিসা সঙ্গীত শেষ করিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস সহ বীণা রাখিয়া দিলেন। পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার নয়নদ্বয় আবৃত করিল। তিনি স্বীয় কোমল-করে সেই প্রার্থিত হস্ত আয়ত্ত করিয়া,—"ছিঃ ভাই, আজন্মপরিচিত হস্ত-যোগে কি গুপ্ত খেলা খেলে?"—মধুর হাস্যের সহিত এই বলিয়া ত্রস্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সিরাজ প্রেমোৎফুল্ল মুখে লুৎফ-উন্নিসার গণ্ডে একটী চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিয়া সন্নিহিত একখানি সোফার উপরে উপবেশন করিলেন।

সিরাজ সানুরাগে লুৎফ-উন্নিসার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "লুৎফ, হৃদয়েশ্বরি, এই নীরব নিশীথ মোহিত করিয়া গাহিতেছিলে কোন্ সৌভাগ্যের লক্ষে? কে তোমার হৃদয়-স্বর্গের রাজা?"

লুৎফ-উন্নিসা হাস্য-রঞ্জিত, লজ্জা-উদ্ভাসিত, পূর্ণেন্দু-বদন উত্তোলন করিয়া, সিরাজের নবোদ্ভাসিত কৃষ্ণ-শ্মশ্রু-মণ্ডিত, তেজ-সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডলে নধর অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া, বীণা-লাঞ্ছিত কণ্ঠে, সোহাগ ভরে কহিলেন, "প্রিয়তম! শুধু তুমিই ত এ হৃদয়-রাজ্যের রাজরাজ্যেশ্বর! অধীনা দাসীর তুমি ভিন্ন এ দুনিয়ায় আর কে আছে, প্রাণাধিক?"

সিরাজ মুগ্ধ অন্তরে ভাবিলেন, "আ মরি, কি মধুমাখা কথা! এত ত আছে, কিন্তু এমনটী আর কোথায়?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রাণাধিকে, তুমিও এ হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী!"

"সত্যই কি সিরাজ, তোমার সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ হৃদয়ের কোন অন্তরতম স্থান হইতে কখনও এ অধীনার প্রতিবিম্ব দৃষ্টি করিয়া থাক?—ওঃ, আমি কি অতুল ভাগ্যবতী!"

"সে কি সখি? সিরাজ ত চিরদিনই তোমার প্রেম-নিগড়ে আবদ্ধ;—তবে এ প্রশ্ন কেন?"

"কৈ সখা? এ ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্য কি তোমায় বাঁধিতে পারে?"

"প্রেয়সি, যেখানেই যাই, সকলেই জানে, আমি তোমারি প্রেমে বন্দী। যেখানে যাহা কিছু দেখ, সে সকলি সিরাজের কৌতুকী প্রাণের পুতুল খেলা!—নিশাশেষে দলিত পুষ্পের ন্যায় পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু তুমি সিরাজের প্রাণময়ী, আজন্ম-সহচরী!—লুৎফ, মনে পড়ে, সেই সুখের বাল্যখেলা?"

"আহা! সে সুখের স্মরণে অতুল আনন্দ পাই যে সিরাজ! সে কি ভুলিবার কথা?"

"এখন তুমি ষোড়শী যুবতী, আমি সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক! যখন তুমি আট বৎসরের বালিকা ও আমি নয় বৎসরের বালক, তখন মাতামহ মহানন্দে, বহু সমারোহে আমাদিগকে উদ্বাহ-বন্ধনে চির-আবদ্ধ করিলেন। ক্রমে আমাদের উভয়ের একত্র গীতবাদ্য, বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল। আমরা হাসিতাম, নাচিতাম, এই দুনিয়ায় স্বর্গের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব, উভয়ে বলাবলি করিতাম। উদ্যান হইতে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া উভয়ে উভয়ের সুকুমার দেহ সাজাইতাম। আমি ফুল তুলিয়া দিতাম, তুমি চম্পকাঙ্গুলীতে বাছিয়া বাছিয়া মালা গাঁথিতে। তুমি ছিলে, শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমতী বালিকা;—আমি অশান্ত চপল বালক।"

"আর মনে পড়ে, সেই কাঁদাবার কথা?"

"পড়ে বইকি; তোমার সুন্দর সাজানো পুতুল ভাঙ্গিয়া, তোমার সাধের খেলাঘর পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া, তোমায় কতই কাঁদাইতাম।"

"আর সেই এক দিনের কথা মনে পড়ে?"

ওঃ,—সেই এক দিনের কথা! সে দিনের কথা ভুলিবার নয়। সেই এক দিন তুমি যত্নে মালা গাঁথিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিলে, আমি খুলিয়া পালিত মার্জ্জারের কণ্ঠে পরাইয়া দিলাম। তুমি দুঃখিতা হইয়া, অতি যত্নে আবার গাঁথিয়া আমার কণ্ঠে

পরাইয়া দিলে, সেবার আমি নখের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম। তখন তোমার চক্ষে জল আসিল। সেই পবিত্র নয়নবারি সেচন করিয়া, আবারও তুমি অধিক আগ্রহে একছড়া পুষ্পহার গাঁথিয়া গৃহভিত্তিগাত্রস্থ আমার প্রতিকৃতির কণ্ঠে আদরে দোলাইয়া দিলে। আমি সেই তস্‌বির শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। তখন তুমি কাঁদিয়া আকুল হইলে! তোমার সেই কান্না দেখিয়া সে সময় আমার সেই দুরন্ত হৃদয়েও দয়া হইল। তুমি সেই দুঃখে সেদিন খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে না। ক্রমে এই বৃত্তান্ত নবাবের কর্ণে পৌঁছিল। নবাব এক দিবস মধ্যে স্বর্ণময় সিরাজ প্রস্তুত করাইয়া, স্বয়ং অন্দরে আসিয়া, তোমায় আপন জানুদেশে বসাইয়া আদরে সেই সোণার সিরাজমূর্ত্তি অর্পণ করিলেন।"

"তার পর?"

"তার পর সেই সিরাজকে বহুমূল্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া পুষ্পহার গাঁথিয়া, কনক-পালঙ্কে বসাইয়া, মহানন্দে সাজাইলে।"

লুৎফ-উন্নিসা মুগ্ধনেত্রে সিরাজের মুখের প্রতি চাহিয়া, একটী তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তার পর?"

"তার পর তুমি তিন দিন আর আমার প্রতি দৃষ্টি কর নাই। সেই সোণার সিরাজ লইয়াই অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে। তখন তুমি দশম বর্ষীয়া, আমি একাদশ বর্ষীয় বালক! তুমি সুবোধ সুশীলা,

আমি ক্রমে অসহিষ্ণু দুর্দ্দান্ত। তোমার প্রেমময় হৃদয়ের প্রিয় হইল—পুষ্পহার। আমার দৃঢ় হস্তের অবলম্বন হইল—তীক্ষ্ণ অসি। আমায় আর অন্দরে আবদ্ধ রাখা অসাধ্য হইল। দ্বাদশ বর্ষে আমার অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হইল। ক্রমে অসংখ্য লালসার পথে শত সঙ্গী জুটিয়া গেল।"

"তখন আমার অবলম্বন হইল কি ?"

"অন্য প্রেমিক বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমার সেই সোণার প্রেমপ্রতিমা সিরাজ! আমি তাঁকে গোলাপ-জলে স্নান করাই, নিত্য নব নব সাজে সাজাই, সুন্দর অঙ্গে সুগন্ধ লেপন করি, মনের সাধে প্রতিবন্ধকবিহীন হাতে ফুলের মালা পরাই, আর অনিমেষ আঁখিতে দুরন্তকে শান্ত করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখি।"

"তবে কি এ অশান্তকে দেখিতে চাও না ?"

প্রমীলার মুখে শুনিয়াছি, হিন্দুরা দূরস্থ আরাধ্য দেবতার নির্ম্মাণ করিয়া, মনের সাধে পূজার্চ্চনা করিয়া, অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি সাধন করেন। তাঁহাদের সেই অকপট-ভক্তি-অর্ঘ পাইয়া বাঞ্ছাকল্পতরু দূরের দেবতা প্রকাশিত হইয়া সকল কামনার পরিসমাপ্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই স্বনির্ম্মিত দেবতা-পূজার অভ্যন্তরে যেমন জাগ্রৎ দেবতার দর্শন কামনা থাকে, আমারো তদ্রূপ। আমার অন্তর তোমায় দেখিতে না চাহিলে কি তুমি আসিতে ?

এই নির্জ্জন গভীর রজনীতে যদি দয়া করিয়া সত্য-দেবতা স্বরূপে আসিয়াছ, তবে আমার অন্তর-বাহির আনন্দালোকে পূর্ণ করিয়া চিরদিন বিরাজ কর, প্রিয়তম !”

সিরাজ আনন্দাবেগে লুৎফ-উন্নিসার চারুবদন চুম্বন করিয়া কহিলেন, “আমি প্রমোদ-ভবন হইতে মনে করিয়া আসিতেছি, তোমার নিদ্রিত কোলে শয়ন করিয়া তোমাকে সাদরে জাগাইব। তুমি এই নিদ্রামগ্ন নীরব নিশীথে একাকিনী কেন জাগিয়াছিলে, প্রিয়ে ?”

“আমি আমার দেবতার আশায় পথ চাহিয়া নিত্য এইরূপ জাগিয়া, শেষে নিশাবসানে নিরাশ-মনে নিদ্রা যাই। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে আজ এক মাস পরে আমার সৌভাগ্য-নিশা সমাগত হইয়াছে।”

লুৎফ-উন্নিসা লাবণ্যময় আবেগপূর্ণ অবশ পুষ্পাঙ্গ সিরাজ-অঙ্গে বিন্যস্ত করিয়া ডাকিলেন, “জেহন !”

জেহন সসম্ভ্রমে সম্মুখাগতা হইয়া বার বার কুর্নীশ করিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, “দীপাবলি নিবাইয়া দে। শীতল চন্দ্রালোকে ঘর ভরিয়া যাউক !”

জেহন হুকুম প্রতিপালন করিয়া চলিয়া গেল।

সিরাজ সেই জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন লুৎফ-উন্নিসার চন্দ্রবদনের প্রতি অতৃপ্ত-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “লুৎফ, প্রিয়ে, তুমি বড়—সুন্দর ! অতি—সু—ন্দ—র” !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ;

ঘসেটী।

নবাব আলিবর্দ্দীর বহুদূরবিস্তৃত রাজপ্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত, অন্দরমহলের একটী সুরম্য কক্ষের অভ্যন্তরে, মূল্যবান্ গালিচার উপর, হীরক-বলয়-শোভিত করপদ্মে গোলাপগণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক একটী সুন্দরী নতমুখে বসিয়া আছেন। রমণী বিষাদিনী। তাঁহার তাপিত হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া, মতিহার-বিজড়িত উন্নত বক্ষ কম্পিত করিয়া, উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে। নীলাভ নয়ন-যুগল হইতে, অশ্রুবারি উন্নত নাসিকা বহিয়া নিম্নে পতিত হইতেছে। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল-হীরকাঙ্গুরী-পরিশোভিত করকমলে নয়ন মার্জ্জনা করিতেছেন। রমণী সুন্দরী। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে কমনীয়তা কম,—তৎস্থানে উজ্জ্বলতা ও তীব্রতারই আধিক্য। রমণী ঈষৎ দীর্ঘাবয়বা;—লোহিতাভাযুক্ত পূর্ণ গৌরবর্ণা। অঙ্গসৌষ্ঠব সুগঠিত। রাশীকৃত কেশপাশ কুঞ্চিত এবং স্বর্ণাভাযুক্ত। মুখমণ্ডল ঈষৎ লম্বিত। নাসিকা সুগঠিত, কিছু দীর্ঘ। নয়নের বিস্ফারতা অল্প; কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত ও ঘনপল্লবযুক্ত, ঈষৎ-নীলাভ ও অসংখ্য-

লিপ্সা-প্রকাশক। ললাট সুমার্জ্জিত ও প্রশস্ত ; তন্মধ্যে যুগ্ম ভ্রূদ্বয় শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। রক্তিম গণ্ডস্থল নিটোল। সুগঠিত রক্তাভ ওষ্ঠের মধ্যগত ঈষৎ উন্নত দন্তাবলি নির্ম্মলোজ্জ্বল মুক্তার ন্যায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। রমণীর বয়স পঞ্চবিংশতি ; কিন্তু বিলাসবিভোরা রমণীকে পূর্ণযৌবনা বলিয়াই অনুমান হয়। যৌবনোন্মত্ত তেজপূর্ণ অবয়বে এখনও যৌবন-গরিমা পূর্ণরূপে বিরাজিত। সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে অত্যধিক গর্ব্বের দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছে। আজ তাঁহার বিলাসানুরাগী প্রাণ প্রয়োজনবিহীন। দুশ্চিন্ত হৃদয় হইতে কেবলি দীর্ঘশ্বাস এবং আকুল নয়ন হইতে অশ্রুধারা, ধারাবাহিরূপে প্রবাহিত হইতেছে। আজ তাঁহার সজ্জা-বিরহিত অবয়ব বিষাদান্ধকারে আবৃত। মতিঝালরযুক্ত বাদামী বর্ণের চিক্কণ ওড়্না খানি চতুস্পার্শে শিথিল অবস্থায় পড়িয়া আছে। গৃহসঞ্চালিত মৃদু বায়ু তাঁহার অসংযত কুঞ্চিত কেশ এবং ওড়্নার অগ্রভাগ ধীরে কম্পিত করিতেছে ;—কিন্তু রমণীর জ্বালাময় প্রাণ শীতল করিতে পারিতেছে না। সম্মুখে স্বর্ণপাত্রস্থিত কনক-স্তবক-মণ্ডিত তাম্বুল পড়িয়া আছে।

ধীরে ধীরে কক্ষের রুদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হইল। একটী খর্ব্বা-কৃতি রমণী সন্তর্পণে ও মলিন মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইল। রমণী তাঁহার মুখের প্রতি সচঞ্চল দৃষ্টি করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "কি সংবাদ ? শীঘ্র বল !"

দ্বিতীয়া রমণী দুঃখমিশ্রিত মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তিনি আর নাই।"

"নাই? কি বলিতেছিস্—ভাল করিয়া বল্!"

"শয়তান তাঁহাকে শত খণ্ড করিয়া আপনার দুর্নাম সহিত নগর প্রদক্ষিণ করাইতেছে।" রমণী নয়ন মার্জ্জনা করিল।

পূর্ব্ব রমণী অতি তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "য়্যাঁ? কি বলিলি? শয়তান রাক্ষস সত্যই তাঁরে একেবারে শেষ করিয়াছে?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"ওঃ! অসহ্য, আর শুনিতে চাহি না! দূর হ বাঁদি, আমার সম্মুখ হইতে।"

বাঁদি যাইল না। দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

রমণী পুনর্ব্বার গৃহ কম্পিত করিয়া কহিলেন, "ঘৃণিত বাঁদি, তোর মুখ দেখিতে চাহি না, শীঘ্র সরিয়া যা।"

বাঁদি কুর্নীশ করিয়া সভয়ে গৃহকপাট পূর্ব্বরূপ আবদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। রমণী গম্ভীর রবে কহিলেন, "দেখিস্, বিনা অনুমতিতে যেন কেহ গৃহে প্রবেশ না করে।"

নওয়াজেস্ আলিবর্দ্দীর নিয়োজিত ঢাকার নবাব। এই রমণী সিরাজের পিতৃব্যপত্নী, নবাব নওয়াজেসের প্রধানা বেগম—ঘসেটী। নবাব নওয়াজেস্, আলিবর্দ্দী স্বীয় দৌহিত্র সিরাজকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করা অবধি, রাজা রাজবল্লভকে প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকা অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিয়া, আপনি

কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি সাধনেচ্ছায়, রাজধানী মুর্শিদাবাদে সপরিবারে রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরে বাস করিতেছিলেন। হোসেন খাঁ নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই হোসেন খাঁর সহিত ঘসেটীর নাম সংশ্লিষ্ট হইয়া বড়ই দুর্নাম রাষ্ট্র হইতেছিল। কালক্রমে এই কুৎসিত কাহিনী শার্দ্দূলশাবক সিরাজের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সিরাজ স্বীয় মাতামহী-সমীপে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন। রবি-শশীর অনধিগম্য, মুসলমান-রাজের অন্তঃপুরে এইরূপ অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তির স্কন্ধে কয়টা মাথা থাকিতে পারে? সিরাজ ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে, অধীন মহম্মদী বেগ নামক নৃশংস এক ব্যক্তির হস্তে হোসেনের শিরশ্ছেদের ভার অর্পণ করিয়া, দৃঢ়স্বরে কহিয়া দিলেন, "যাও, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া ইহার কুকীর্ত্তির বর্ণনা সহিত নগর প্রদক্ষিণ করাও।" সিরাজ-সিংহের অটল হুকুম সত্বর তামিল হইল। এই বীভৎস দৃশ্যে নগরস্থ রাজা-প্রজা, ইতর-ভদ্র, সকলেই শিহরিয়া উঠিল! বহুদিন অবধি, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত, কেহ আর গৃহবহিষ্কৃত হইতে সাহসী হইল না। এই হোসেন-শোণিতে রক্তবীজের ন্যায় শত শত সিরাজ-শত্রু সমুৎপন্ন হইল।

বেগম ঘসেটী যখন শুনিলেন, হোসেনের কুকীর্ত্তি সিরাজ-কর্ণ-গত হইয়াছে, তখনি বুঝিয়াছিলেন পলকে প্রলয় উপস্থিত হইবে,

আর অব্যাহতি নাই। তাই সাদী নাম্নী নিজ বিশ্বস্ত বাঁদীকে পরিণাম-তত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাদী স্বচক্ষে হোসেনের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া, ঘসেটীর সম্মুখে উপরোক্ত নিবেদন করিল।

বাঁদী বহির্গত হইয়া গেলে ঘসেটীর মদগর্ব্বিত দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হীরকমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ মৃত্তিকায় চ্যুত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় থাকিয়া, হৃদয়বিদারক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সবিষাদে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর, তোমায় রাজ্যেশ্বর করিয়া অদ্বিতীয় মহিষীরূপে তোমার পার্শ্বে বসিব ;—ইহা যে আমার চির-আকাঙ্ক্ষা! তুমি সর্ব্বগুণযুক্ত বীর, বুদ্ধিমান্। তুমি ব্যতীত এ দুনিয়ার মালিক আর কে হইতে পারে? আলিবর্দ্দী ত কবর-সমীপবর্ত্তী! নওয়াজেস্,—বৃদ্ধ নওয়াজেস্, আমার অঞ্চলধারী কাপুরুষ, সম্পূর্ণ অযোগ্য! তাই ত প্রিয়তম, তোমায় সম্পূর্ণ যোগ্য জানিয়াই ত, সবে মাত্র আজ এক বৎসর আমার এই হৃদয়রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়াছিলাম। হায়! হায়! ইহারই মধ্যে দুর্জ্জয় দস্যু আমার সেই সুখের রাজ্য ছারখার করিয়া ফেলিল! হোসেন! হৃদয়েশ্বর! নরপিশাচ রাক্ষস কোন্ প্রাণে তোমার সেই অতুল সুন্দর বীরদেহ খণ্ড খণ্ড করিল? ওঃ,—আর না!"

বেগমের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল। স্পন্দহীন অবস্থায় কিছুক্ষণ অবধি ছিন্নমূল পুষ্পময়ী লতার মত পড়িয়া রহিলেন।

তৎপর চৈতন্যলাভ করিয়া, দুই হস্তে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া, চতুর্দ্দিকে একবার অসংখ্যভাবব্যঞ্জক দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার আকৃতির পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। সমগ্র বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। সমুদয় শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। উজ্জ্বল নয়ন বিস্ফারিত হইল।

তিনি আপন মনে দৃঢ়স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ঘৃণিত কুক্কুর! সিংহাসনাশায় তুমি এতই উন্মত্ত হইয়াছ? এত স্পর্দ্ধা? তুমি বাঁদীপুত্র হইয়া আমার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইয়াছ? জান না কি, আমার কলঙ্ক ঘোষণার পূর্ব্বে, তোমার জিহ্বা যে শৃগাল-উদরস্থ হয় নাই,—ইহা আমারই তাচ্ছল্য? কিন্তু আর না! কালসর্পের মুখে অঙ্গুলী প্রবেশের ফল তোকে শীঘ্রই অনুভব করিতে হইবে। রে শয়তান! তোর আকাঙ্ক্ষায় ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া, অসীম সৌভাগ্যের মসনদে ঘসেটী রাজরাজেশ্বরী রূপে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, তোর সন্তপ্তা জননী ও প্রেয়সীদের বাঁদী নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন,—এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে তোর অনেকদিন বিলম্ব হইবে না। তার পর?—তার পর, রে কুক্কুর! তোর গর্ব্বোদ্ধত ছিন্ন মস্তক, ঘসেটী সানন্দে চরণে ঘর্ষণ পূর্ব্বক হস্তি-পৃষ্ঠে—সেই হস্তি-পৃষ্ঠে—নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া দেখাইবে, স্ত্রী-শক্তিতে কতদূর সম্ভব হয়!"

ঘসেটীর উদ্দীপ্ত নয়ন মুদ্রিত হইল। মুদ্রিত নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু আরক্তিম গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিনি

পুনর্ব্বার সখেদে কহিলেন, "হোসেন! প্রাণাধিক! তুমি কোথায়? তুমি বেহেস্ত হইতে আমার সহায় হও! আমি তোমার সাহায্যে চির-বাঞ্ছিত সিংহাসন লাভ করিয়া, বিনাশকারী বিষম শত্রুর সংহার করিয়া দগ্ধহৃদয় শীতল করি।—আঃ ছিঃ! অশ্রুধারা যে আমায় হিন্দুগৃহের কুলকামিনী করিয়া তুলিল!"

ঘসেটী দুই হস্তে নয়ন পরিমার্জ্জন করিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। নিত্যের ন্যায় আজও দিবাবসানে সন্ধ্যা আসিল। বাঁদী সুগন্ধ স্বর্ণপ্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঘসেটী পুনর্ব্বার সুদৃঢ় কণ্ঠে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন, "প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! রে দুর্ম্মতি, প্রতিশোধ—ইহার প্রতিশোধ অবিলম্বেই পাইবি!" ঘসেটী ঘোরতর উগ্রকণ্ঠে গৃহকম্পিত করিয়া ডাকিলেন, "সাদি, বাঁদি শীঘ্র আয়।"

সাদী সত্বর কুর্নীশ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘসেটী আরক্ত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "সত্বর তীক্ষ্ণ সুরা ঢালিয়া দে!"

সাদী ত্রস্ত স্বর্ণ পেয়ালায় সুরা পূরিয়া ঘসেটীর হস্তে অর্পণ করিল। ঘসেটী সুরা উদরস্থ করিয়া পেয়ালা দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "দীপ নিবাইয়া দে! প্রাসাদ-গৃহের গীতবাদ্য থামাইয়া দে!"

সাদী তৎক্ষণাৎ বেগমের হুকুম মঞ্জুর করিল। ঘসেটীর সেই মহল নীরবে ও শূন্যতায় পূরিয়া রহিল!

বেগম দণ্ডায়মানা হইয়া, সেই অন্ধকারপূর্ণ গৃহ পুনঃ শব্দিত করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা !! প্রতিহিংসা !!!"

ঘসেটী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, স্বর্ণ পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়-তলদেশ আলোড়িত করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস সমুত্থিত হইল। ধীরে নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিল।—কিন্তু নিদ্রা কোন দেশে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপ্লব।

"জেহন, আর ফুল তুলিও না, আর মালা গাঁথিও না!"

"কেন বেগম সাহেবা, আজ অমন ম্লান হইয়া আছেন? কোন পীড়া অনুভব করিতেছেন কি?"

"না জেহন, তোমরা এত করিতেছ,—আমার অতি প্রিয় এই কুসুম-উদ্যানে আসিয়া কত প্রকারে তুষ্টিসাধন করিতেছ; কিন্তু জানি না কেন, আজ আমার প্রাণ কোন্ অজ্ঞাত বিষাদে মগ্ন,—কিছুতেই তৃপ্তি অনুভব করিতেছে না।"

বেগম লুৎফ-উন্নিসা উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্যানস্থ মর্ম্মর আসনে উপবেশন করিলেন। জেহন, পান্না প্রভৃতি সখীবৃন্দ বিমর্ষমুখে সম্মুখস্থ পৃথক্ আসনে উপবেশন করিল। সন্ধ্যা আগত-প্রায়। শীতল সমীরণ পুষ্প-সুবাস লইয়া সাদরে সুন্দরীদিগের কোমল অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে, ক্রমে সন্ধ্যা-তিমিরে পুষ্প-কুঞ্জ-কানন পূরিয়া গেল। নীল নভোমণ্ডলে দুই একটী করিয়া সোণার তারা ফুটিয়া উঠিল।

সত্বর পদে একজন বাঁদী আসিয়া, বেগমের সম্মুখে কুর্নীশ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "কুমার আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

লুৎফ-উন্নিসা ত্রস্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, "তিনি কোথায় আছেন ?"

বাঁদী কহিল, "আপনার বিশ্রাম-কক্ষে।"

লুৎফ-উন্নিসা আপন শয়ন-গৃহে—যে স্থানে স্বর্ণ-পালঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় সিরাজ বিমর্ষাননে বসিয়াছিলেন সেই স্থানে—ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন।

সিরাজ একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, লুৎফ-উন্নিসার একখানি হস্ত আপনার হস্ত-মধ্যে লইয়া সবিষাদে কহিলেন, "লুৎফ, মাতামহের সহিত কল্য পিতৃহন্তার বিনাশ-নিমিত্ত পাটনা যাত্রা করিব ; তাই তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম।"

"পিতৃহন্তা ! সে কি প্রিয়তম ?"

"হাঁ প্রিয়ে, পিতৃহন্তা ! সমসের নামক ধূর্ত্ত আফগান শঠতা-পূর্ব্বক পিতাকে হত্যা করিয়া পাটনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছে,—এবং মাতাকে বন্দিনী করিয়াছে ! এই দারুণ দুঃসংবাদে নবাব অতি অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। কল্য যুদ্ধ-যাত্রার আদেশ করিয়াছেন। আমিও তাঁহার সহগামী হইয়া নিজ-হস্তে পিতৃহন্তার মুণ্ড ছেদন করিয়া, হৃদয়-তাপ কথঞ্চিৎ অপনীত করিব মনস্থ করিয়াছি! আহা! স্নেহময়ী জননী আমার কত ক্লেশই পাইতেছেন!"

কুমারের নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসাও অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

সিরাজ বেগমের নয়ন-বারি মুছাইয়া কহিলেন, "ধৈর্য্য ধর প্রিয়ে! রাজাদের কাঁদিবার অবসর কোথায় ?"

"সত্যই প্রিয়তম সিরাজ, তোমাদের কাঁদিবারও অবসর নাই! আহা! মা আমার না জানি কতই ক্লেশ পাইতেছেন!"

সিরাজ কহিলেন,"লুৎফ, তুমি বুদ্ধিমতী, তাই তোমায় বলিতেছি, শোন। আমি দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ-গর্ভ ঘোর অন্ধকারাবৃত! নরাধম হোসেনের মুণ্ড দ্বিধা করিয়া পাপিষ্ঠের উচিত দণ্ড দিয়াছি। কিন্তু সেই অবধি, মাতামহের অনুগৃহীত, আমার চির-শত্রু ব্যক্তিবৃন্দ নিয়ত আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। নবাব-অনুগৃহীত, বিদেশী, কৃতঘ্ন, দাম্ভিক, স্বেচ্ছাচারী ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় রাজবিরুদ্ধে সদাই কৌশল-জাল বিস্তারে ব্যাপৃত। আরাকাননিবাসী অসভ্য মগগণ ও সুন্দরবনবিহারী পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীগণ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ঔরঙ্গজেব যাহাদিগকে পার্ব্বত্য মূষিক বলিতেন,—সেই মহারাষ্ট্রগণ দিল্লীর বাদশাকে হীনবল দেখিয়া, হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা-হেতু নিয়ত অসিহস্তে এই বাঙ্গালা দেশে ছুটাছুটী করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আবার কালসর্পী ঘসেটী বেগমের পরামর্শে, নবাব নওয়াজেস্ এই রাজধানীতেই বাস করিবার জন্য, মহার্ঘ প্রস্তর এবং বহুমূল্য দ্রব্যজাত সংযোগে "মতি-

ঝিল" নামক সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা যাহা বলিলাম, এ সকল গুলিই সিরাজের প্রতিকূলের কার্য্য জানিও, প্রিয়তমে !"

লুৎফ-উন্নিসা বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, "নবাব অবশ্য এ সকল ব্যাপার চিন্তা করিয়া থাকেন ?"

"বুদ্ধিমান, দূরদর্শী মাতামহ সকলি বোঝেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে রুগ্ন ও প্রাচীন হইয়া পড়িতেছেন। তিনি সকল প্রতিকূল কার্য্যগুলির প্রতিবিধান করিয়া উঠিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস নাই। তাই তাঁহার সেই প্রফুল্ল শান্তমূর্ত্তি দিন দিন বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছে !"

"কি করিবে প্রিয়তম, ধৈর্য্য ধর। বিপদে ধৈর্য্যধারণই একমাত্র বিঘ্ন নিবারণের উপায়। হায় ঘসেটী ! ঘসেটীই সর্ব্বনাশের মূল ! হোসেনকে হত্যা না করিলে বুঝি বা এত অমঙ্গল উৎপন্ন হইত না !"

কুমার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হোসেনের শিরশ্ছেদ অবধি, জানি না কেন, এ আনন্দময় নির্ম্মল হৃদয়াকাশের এক অংশে অলক্ষিতে একটু কৃষ্ণ মেঘ দৃষ্টি করিয়া, সময় সময় চকিত হই বটে ; কিন্তু নিশ্চয় বলিতেছি,—এখনও যদি সেইরূপ স্পর্দ্ধাবান্ শত হোসেন পাই, তাহা হইলে অবিলম্বে সেই ঘৃণিত পাপমুণ্ড ছিন্ন করিতে মুহূর্ত্তের জন্য ভীত অথবা কুণ্ঠিত হই না। যাহা করিয়াছি,

ন্যায়তঃ রাজার কর্ত্তব্য করিয়াছি ; তাহার জন্য অনুশোচনা করি না। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বিপ্লবে সম্প্রতি নবাব আবদ্ধ হইয়াছেন বটে ; কিন্তু এক দিন অবশ্যই এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করিয়া সংসারে সিরাজ-শত্রু নির্ম্মূল করিব, ইহা সুনিশ্চয়।"

"তরুণ হইলেও তুমি রাজা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তোমায় শিক্ষা দিবার সাধ্য কি ? তবে সকল কার্য্যই কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ও বিবেচনার পর সম্পন্ন হইলেই সুশৃঙ্খলিত হইয়া থাকে। প্রিয়তম, তুমি সিংহাসন-সমীপবর্ত্তী! আশা করি, শত্রুজয় পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া, রাজাধিরাজ মাতামহের সমীপে রাজকার্য্য শিক্ষা করিবে। দাসীকে চরণে রাখিয়াছ, তাই এত কথা বলিলাম। যাহা বলিলাম, অবসর কালে স্মরণ করিও!"

"তোমার হিতবাক্য আমি কখনই অগ্রাহ্য করি না। প্রিয়ে! আমি জানি, তোমা ব্যতীত সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষিণী এ সংসারে আর কেহ নাই।"

"প্রিয়তম, তোমার প্রসাদে দাসী সদাই গৌরবান্বিতা!"

লুৎফ-উন্নিসার নীল নয়ন দুইটী অশ্রুভারে নত হইয়া পড়িল। তিনি নীরব হইলেন।

"গৌরবময়ি আমার! তোমার গৌরব এখনও কৈ করিতে পারিয়াছি ? যখন রাজ্যেশ্বরী করিতে পারিব, তখন বুঝি তোমার যোগ্য গৌরব কিছু হইবে!"

সিরাজ সাদরে লুৎফের সুধাংশু-বদনে একটী চুম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে কহিলেন,—"লুৎফ, তবে এখন যাই। সৈন্য-দিগকে যুদ্ধে উদ্‌যোগী করিতে হইবে।"

এই বলিয়া সিরাজ লুৎফ-উন্নিসার পবিত্র প্রতিবিম্ব হৃদয়-দর্পণে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

লুৎফ-উন্নিসাও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সিরাজের গমন-পথে অতৃপ্ত আঁখিতে চাহিয়া রহিলেন। যখন সিরাজ দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, তখন একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ও যুক্তকরে, কহিলেন, "হে সর্ব্ববিঘ্নের আশানকারী খোদা, তুমিই রক্ষা করিও!"

পতিপ্রাণা লুৎফ-উন্নিসা কোমল শয্যায় সুকোমল দেহ ঢালিয়া, অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মতিঝিল।

সুন্দর প্রভাতে, সুনীল শান্ত গগনে সোণার সূর্য্যোদয়ে জগৎসাম্রাজ্য সবে মাত্র সহাস্যে পূর্ণ হইয়াছে। মলয়ানিল পুষ্পবাস গ্রহণ পূর্ব্বক ধরণীগাত্র ব্যজনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিহঙ্গগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ও পুষ্পিত-লতাকুঞ্জ-মধ্যে সানন্দে নাচিয়া নাচিয়া সঙ্গীতালাপ করিয়া ফিরিতেছে।

জাহ্নবীদেবী ইন্দ্রালয়সদৃশ মতিঝিলকে বক্ষে লইয়া, সাগর-গর্ভে তাহার প্রতিবিম্বিত বিলাস-স্তম্ভশ্রেণী বিলীন করিতে অবিরাম গতিতে ধাইয়া চলিয়াছেন। প্রেয়সী ঘসেটির প্রীতি সম্পাদনেচ্ছায়, নবাব নওয়াজেস্ অসংখ্য অর্থরাশি ব্যয় করিয়া, সযত্নে এই 'মতিঝিল' রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কত শত সুনিপুণ শিল্পী বহু চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া, অতি যত্নে বিচিত্র মহার্ঘ প্রস্তররাশি দ্বারা ইহার সূক্ষ্ম রচনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, শিল্পকার্য্যের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কত অপরিমিত অর্থব্যয়ে নয়নানন্দবিধানকারী নানা বিলাসদ্রব্য ইহার প্রতি কক্ষে

সজ্জিত রহিয়াছে। এই ইন্দ্রভবনতুল্য মতিঝিল প্রাসাদে বুঝি বা কুবের-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত করিয়া, অগণিত মণিকাঞ্চন আহরিত করিয়া, মুসলমান গর্ব্ব সগর্ব্বে প্রত্যক্ষ করাইতেছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ যখন বুঝিলেন, আলিবর্দ্দী সিরাজদ্দৌলাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন, তখন প্রেয়সী বেগম ঘসেটির উত্তেজনায় সিরাজের সিংহাসনলাভে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া, মুর্শিদাবাদে নিয়ত বাসের নিমিত্ত এই মনোহর ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

প্রভাত কাল। মতিঝিলের একটী বিস্তৃত কক্ষতলে বিচিত্র উপাধানে অঙ্গ হেলাইয়া, বেগম ঘসেটী ও নওয়াজেস্ প্রাতর্ভোজন সম্পন্ন করিয়া, একাসনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। একজন বাঁদী গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কুর্নীশ করিয়া তাঁহাদের প্রাতর্ভোজন-পরিত্যক্ত স্বর্ণপাত্র লইয়া গেল। ঘসেটী স্বর্ণস্তবকমণ্ডিত সুগন্ধি তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে বাঁদীকে কহিলেন,—"দেখিস, বিনা হুকুমে যেন কেহ এ গৃহের নিকটবর্ত্তী না হয়!"

"যো হুকুম!" বলিয়া পুনর্ব্বার কুর্নীশ করিয়া বাঁদী চলিয়া গেল।

সোনালী রংয়ের সুচিক্কণ বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া, অধরে কুটিল হাসি ও নয়নে অনুরাগরেখা লইয়া, নবাব নওয়াজেস্‌কে মুগ্ধ করিয়া, ঘসেটী বেগম কহিতেছিলেন,—

"কিসের দোস্ত্? কাফের হিন্দুজাতি আবার দোস্ত্? আপনি হুকুম করুন, অচিরাৎ তাহার ভাণ্ডারস্থ ধনরত্ন আপনার রাজকোষে আহৃত হউক।"

নবাব নওয়াজেস্ কহিলেন,—"না প্রিয়ে! বেইমান্ নহে। হিন্দু হইলেও সে আমার হিতৈষী। সে যথার্থ আমার দোস্তের কাজ করিয়া থাকে। ন্যায্য বার্ষিক রাজকর প্রদানে সে কখনও বিমুখ হয় না। যদি হুকুম কর, সে আরও রাজকর বৃদ্ধি করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না,—ইহা নিশ্চয়।"

ঘসেটী কহিলেন, "আপনার দয়াপূর্ণ সরল অন্তঃকরণ; তাই কাহারো ত্রুটী উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু দাসীর কসুর মাফ করিয়া তাহার একটী কথা স্মরণ রাখিবেন,—এ সংসারে সকলেই স্বপ্রাধান্য লাভেচ্ছায় নিয়ত বিব্রত। স্বীয় রাজ্যলাভের জন্য পুত্র পিতাকে হত্যা করিতেও বিমুখ হয় না! আপনি অকপটে সকল অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে; কিন্তু ধূর্ত্ত প্রতিনিধি, কাফের রাজবল্লভ প্রজা হইতে দশগুণ আদায় করিয়া, আপনার রাজ-ভাণ্ডারে তাহার এক অংশ অর্পণ করিতেছে মাত্র। দুনিয়ায় কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। যে অবিরত আপনার সম্পদ অক্লেশে লুণ্ঠন করিতেছে, সে কিসের দোস্ত্?"

"বেইমান্ মুসলমান-মধ্যে তাহার তুল্য বিশ্বস্তই বা কে আছে, প্রিয়ে? আমার বিশ্বাস, তোমার ইচ্ছায় রাজবল্লভ দ্বিগুণ কর বৃদ্ধি

করিতেও পরাঙ্মুখ হইবে না। আর খোদার ইচ্ছায়, আমার ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় বঙ্গেশ্বর নবাব আলিবর্দ্দীর ভাণ্ডারও পরাস্ত হয়! আমাদের ধন-রত্নের অভাব নাই। তুমি যত ইচ্ছা ব্যয় কর, তাহাতে কমিবে না। অথবা যদি বাঞ্ছা হয় তবে চল, তোমায় লইয়া আবার নিজ-রাজ্য ঢাকায় গিয়া নবাবী মস্‌নদে সমাসীন হই।"

"আপনার অনেক আছে সত্য। কিন্তু আরও অর্থের প্রয়োজন। অর্থহীন সম্রাটও সামর্থবিহীন। সকল প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের মূল কারণই—অর্থ। প্রিয়তম, দেখিতে পাইতেছেন না কি, স্বপ্রভুত্বশূন্য, অনধিকৃত রাজ্য শুধু অর্থব্যয় দ্বারাই করকবলিত করিয়াছেন? এক দিকে যেমন বঙ্গেশ্বর নিঃস্ব প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজকোষ পূরণ নিমিত্ত কঠিন হস্তে আকর্ষণ করিতেছেন, অন্যদিকে আপনি সদয়তা দেখাইয়া বিমুক্ত হস্তে বিপন্ন প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে থাকুন। এই সততা দ্বারাই অচিরাৎ বঙ্গের সিংহাসন আপনার নিমিত্ত নিশ্চয় বিমুক্ত হইবে জানিবেন। সৈন্য-সামন্ত, মান-মর্য্যাদা, সুখ-সম্পদ,—সকল সামগ্রীই অর্থসাহায্যে সুলভ হইয়া থাকে। সঞ্চিত অর্থে সন্তুষ্ট থাকা আপনার ন্যায় প্রাজ্ঞ ও বহুদর্শী নবাবের পক্ষে অসম্ভব।"

"প্রিয়ে, যাহা বলিলে সকলি সত্য। কিন্তু আমি প্রজামণ্ডলী-মধ্যে নিয়ত অর্থরাশী বিতরণ করিয়াও প্রজা-প্রিয় আলিবর্দ্দীর প্রতি সাধারণের বিরক্তি উৎপাদনে কদাচ সমর্থ হইব না। প্রকাশ্যে

আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তবে তোমার জন্য আমি আরও অর্থসঞ্চয়ে মনোযোগী হইলাম। অদ্যই আমি রাজবল্লভকে দ্বিগুণ কর বৃদ্ধির পরোয়ানা প্রেরণ করিব।”

“সত্য, তিনি সাধারণের প্রিয়। কিন্তু, আলিবর্দ্দী আর কয় দিন? বর্ত্তমান মনস্তাপে জরাবার্দ্ধক্যক্লিষ্ট শরীর নিতান্ত ভগ্ন হইয়াছে। জামাতার সাংঘাতিক অকাল মৃত্যুতে, পতিবিযুক্তা প্রিয়তমা কন্যা আমিনার বন্ধন-দশা শুনিয়া, অপরিসীম কাতর হৃদয়ে সিরাজকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সমুদয় বঙ্গের গৌরবান্বিত রাজরাজেশ্বর হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি ব্যতীত আর কে আছে? কপট মীরজাফর, নির্ব্বোধ কাপুরুষ শওকতজঙ্গ, দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ সিরাজদ্দৌলা,—ইহারা সকলেই রাজ্যলালসায় ক্ষুধিত শকুনের ন্যায় সিংহাসন প্রতি তৃষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আপনি দূরদৃষ্টিতে অবশ্যই এসব প্রত্যক্ষ করিতেছেন।”

“হাঁ প্রিয়ে, আমি সকলি বুঝি। শুধু সেই আশাতেই, তোমার ইচ্ছায় ঢাকার সুখের রাজ্য তুচ্ছ করিয়া—আলিবর্দ্দীর একজন পারিষদ মাত্র হইয়া,—এই স্থানবাসী হইয়াছি, এবং এই আশাতেই অজস্র অর্থব্যয় ও নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছি। কিন্তু প্রিয়ে, যখনি নবাব-প্রিয়তম সিরাজের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে,

তখনি আমার সকল আশা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়! নিশ্চয় জানিও,—নবাবের অবর্ত্তমানে, সিরাজ থাকিতে অন্যের সিংহাসন প্রাপ্তির আশা নিতান্তই অসম্ভব।"

"ওঃ! সেই দুর্দ্দান্ত, দাম্ভিক, ঘৃণিত কুক্কুরের সিংহাসনপ্রাপ্তি-সংবাদ শ্রবণের পূর্ব্বে বধির হওয়া প্রয়োজন। সে দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে দর্শন-শক্তির বিলোপ হওয়া আবশ্যক। ওঃ! নিতান্তই অসহ্য! হা খোদা! যদি তাহাই হয়, তৎপূর্ব্বে যেন ঘসেটীর জীবন-নাটকে যবনিকা নিক্ষিপ্ত হয়!"

ঘসেটীর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল, আকর্ণনয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল।

নওয়াজেস্ শান্তভাবে কহিলেন, "প্রিয়ে, অধীর হইও না। অবশ্যই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আলিবর্দ্দী সযত্নে সিরাজকে সিংহাসন-সমীপে দৃঢ় মুষ্টিতে আকর্ষণ করিতেছেন বটে; কিন্তু সাধারণের শত শত হস্ত, বিলাসোন্মত্ত যুবক সিরাজকে সিংহাসনের সম্মুখ হইতে দূরে নিক্ষেপ জন্য নিয়ত বিস্তৃত হইতেছে। সিরাজের সিংহাসনাধিকারে সাধারণের একান্ত অমত সত্য; কিন্তু প্রিয়ে, নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত হইলেও, সিরাজ এই অত্যল্প বয়সে নির্ভীক যোদ্ধা, শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান্। সে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। সর্ব্বোপরি নবাবের মহাশক্তি তাহার উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে, এই জন্যই তাহার সিংহাসনপ্রাপ্তি বিষয়ে আমি সন্দেহ করি না।"

"তবে কি সকলি বৃথা ? আর উপায় নাই ? না—না, নিরাশ হইবার এখনও কিছুই হয় নাই। যেমন সৈন্য-সাধারণকে বশ করিতেছেন, সেইরূপ রাজ্যান্তর্ভুক্ত রাজাদিগকে বশ করুন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে করায়ত্ত করুন। আলস্যবিহীন, কর্ম্মঠ, বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজ-বণিকদিগকে সর্ব্ব-প্রযত্নে করায়ত্ত করুন। প্রাণপণে সিরাজের বিরুদ্ধে সাধারণকে প্রতিনিয়ত উত্তেজিত করুন।"

"অবশ্যই প্রিয়তমে, তোমার হিত পরামর্শ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিব ; কিন্তু কত দূর সফলতা লাভ করিব জানি না। যদিও আমার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি সম্প্রতি অল্পই দেখিতেছি, কিন্তু আমারও বয়স হইয়াছে। সুতরাং আমার নিকট লোকের ভবিষ্যৎ-আশা অল্প !"

নবাব নওয়াজেস্ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঘসেটীর প্রতি বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি করিয়া নীরব হইলেন।

বেগম ঘসেটী অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, সযত্নে নবাবের একখানি হস্ত আপন্ কোমল করে গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "খোদা, আমার প্রিয়তমকে দীর্ঘজীবী করুন! আপনার কিসের বয়স, প্রাণাধিক ? আর ওকথা বলিয়া আমার প্রাণে ব্যথা দিবেন না! ভবিষ্যৎ-আশা অল্প কেন বলিতেছেন ? বুঝিয়াছি!—আপনি অপুত্রক! অন্য সময় বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আপনি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করুন। কাহার সাধ্য তাহাকে অমান্য করে ? হোসেনের

শিশু-পুত্রই সর্ব্বতোভাবে আপনার পোষ্য-পুত্রের উপযোগী। আপনি পুত্ররূপে তাহাকে পাইলে নিশ্চয়ই অপরিসীম আনন্দানুভব করিবেন।”

“পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিতে হইলে, সে বালক অনুপযুক্ত নহে সত্য। কিন্তু প্রিয়তমে! সিরাজও ত আমার এবং তোমার অন্য নহে?—আমার অবর্ত্তমানে সিরাজ সিংহাসন পাইলে ক্ষতি কি?”

“ওঃ! আবারও আমাকে এই নিদারুণ কথা শুনিতে হইল? সকলেই আমায় মহামান্য নবাব নওয়াজেসের প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া জানে। তাহার নশিবের পরিণাম এই? সিংহের মহিষী হইয়া শৃগালের বন্দিনী হইব? না জাঁহাপনা, আপনার বাঁদীকে অনুমতি করুন, আপনার চরণ-সমীপে বিষপানে প্রাণত্যাগ করি! আপনার অনুগৃহীতা ঘসেটী জান্ দিবে, কিন্তু বাঁদী হইয়া কদাচ মান খুয়াইবে না! আমার নশিবে যাহা আছে হউক। কিন্তু হুজুর আপনি? বৃদ্ধ নবাব অবসর গ্রহণ করিলে, আপনি কি মনে করেন, দুর্ব্বৃত্ত সিরাজ আপনাকে একদিনও আপনার ঐ আকাঙ্ক্ষিত সিংহাসনে বসিতে দিবে? রাজ্যত্যাগী হইয়া তবে এস্থানবাসী হইয়াছেন কেন? সিরাজের অনুগৃহীত পারিষদ্ হইয়া থাকিবার জন্য কি?—দাসীর গোস্তাকি মাফ্ করিবেন, আবারও বলিতেছি,—দুরাচার সিরাজকে না সরাইলে, সিংহাসন কদাচ আপনার সুলভ হইবে না।

এক রোজ—শুধু এক রোজও—যদি আপনাকে বঙ্গের সৌভাগ্য-মসনদে সমাসীন দেখিতাম !—হায় ! আল্লা কি আমার নশিবে সে সুখ লিখিয়াছেন !"

বেগম ঘসেটীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি সৌরভ-যুক্ত রেশমী রুমালে বদন আবৃত করিলেন।

বৃদ্ধ নওয়াজেস্ প্রিয়তমার অশ্রু দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি অধীর ভাবে ঘসেটীর নয়নধারা মুছাইয়া সদয় বাক্যে কহিলেন, "তোমার মেহেরবানীতে নবাব নওয়াজেস্ কি না পারে ? পিয়ারি, তুমি শান্ত হও। যাহা বলিবে, তাহাই হইবে।"

"আর কিছুই নহে, প্রাণেশ্বর ! আপনাকে রাজ্যেশ্বর দেখিব, শুধু ইহাই চির দিনের একান্ত অভিলাষ। কল্যই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া রাজ্য-প্রাপ্তির আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন। সিরাজ-শয়তানের আশায় ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া, দুনিয়ায় অসীম প্রতিপত্তি দেখাইয়া, আপনার প্রেয়সীর গৌরব বৃদ্ধি করুন।"

"পিয়ারি আমার ! তুমি আশ্বস্তা হও। নওয়াজেস্ তোমার আজ্ঞা নিশ্চয়ই প্রতিপালন করিবে। আলিবর্দ্দী দৌহিত্রের সহিত যুদ্ধে গিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ আমার সভায় আগত হইয়াছেন। কিছু সময়ের জন্য আমি একবার সভাস্থ হইতে চলিলাম, প্রিয়ে !"

মৃদুহাস্তে ইহা কহিয়া, প্রেয়সীর রক্তিম গণ্ড চুম্বনাঙ্কিত করিয়া গমনোন্মত হইলেন। বেগমও প্রফুল্ল অন্তরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহাস্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

নবাব নওয়াজেস্ বহির্বাটীতে চলিয়া গেলে, ঘসেটী ঈষৎ হাসিয়া আপন মনে কহিলেন, "বৃদ্ধ, তুমি ত আমার হাতের যন্ত্র! ঘসেটীর মধুর বচনে সিক্ত না হইয়া শুষ্ক থাকিবার তোমার সাধ্য কি? সাবধান! কোন কাজে আর বাঁকা-চোরা হইও না! যেমন চালাইব, ঠিক্ তেমনি চলিবে।"

ঘসেটী নীরব হইলেন। কোন চিন্তায় তাঁহার ললাটদেশ ভ্রূকুটী-কুটিল হইল—আকর্ণনয়ন বিস্ফারিত হইল। তিনি দন্তে লোহিত ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক, বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন,—"ওঃ! অসহ্য! অসহ্য!—ঘৃণিত শয়তানের সিংহাসনপ্রাপ্তি সংবাদ আবার শুনিতে হইল! রে কুক্কুর, তোর উন্নত মস্তক ঘসেটী বাম পদাঘাতে কবে চূর্ণ করিবে? আমার প্রিয়তমের হন্তা হইয়া, তুই এখনও এই দুনিয়ায় বর্ত্তমান! তোরে ভস্ম করিবার জন্য প্রতিহিংসানল ঘসেটীর অন্তরে অহর্নিশি জ্বলিতেছে।"

বেগম নীরব হইলেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহার বদনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি শান্ত ভাবে, ধীর বচনে কহিতে লাগিলেন, "মনে করিয়াছিলাম, ঢাকার রাজ্যভার কোন যোগ্য মুসলমানের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাহার শক্তি-বুদ্ধি, মান-মর্য্যাদা, ধন-রত্ন,

রূপ-যৌবন—সব করায়ত্ত করিয়া, বঙ্গে রাজরাজ্যেশ্বরী হইয়া, দুনিয়ায় বেহেস্তের সুখ সম্ভোগ করিব! যোগ্য-ব্যক্তি আর কে?—হোসেন! প্রাণেশ্বর! তুমি নাই!"

ঘসেটী চমকিয়া চুপ করিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, আবার কহিতে লাগিলেন, "দূর হউক, আর ভাবিব না। যে যায়, তাহার জন্য নির্ব্বোধই ভাবিয়া কাতর হয়। রাজবল্লভ! তুমি বুদ্ধিমান্, শক্তিশালী, সুপুরুষ! কিন্তু তুমি কাফের হিন্দু-জাতি! তোমার অন্তরে যবনী বলিয়া ঘৃণা আছে। আচ্ছা দেখিব, এই দুর্ল্লভ রূপগৌরবের আকর্ষণে, শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরের ন্যায়, যবনীর উচ্ছিষ্ট লালায়ীত জিহ্বায় লেহন কর কি না!"

ঘসেটী কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, চিত্রিতভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত, বৃহৎ মুকুর-মধ্যে আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া, মৃদু হাস্যে ও কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সাদি, সাদি, শীঘ্র আয়!"

সহচরী সাদী সত্বর পদে গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক কুর্নীশ করিয়া আদেশ-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

ঘসেটী হাসিয়া কহিলেন, "দে, আজ আমায় অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া দে।"

সাদী হাস্য মুখে সেলাম করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্তা হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজ্যাভিষেক।

মাতামহের অনুবর্ত্তী হইয়া, রণ-কৌশলে পিতৃহন্তার বিনাশ সাধন করিয়া, মাতাকে উদ্ধার করিয়া, 'পাটনার নবাব' উপাধি লাভ করিয়া তরুণ যুবক সিরাজদ্দৌলা, সহর্ষে রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়াছেন। নবাব আলিবর্দ্দী প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের আনন্দহেতু, এবং সাধারণ-মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি-বিস্তার কামনায়, রাজধানী আসিয়া সিরাজকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে মানস করিলেন।

উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইল। সমগ্র নগর দীপমালায় বিভূষিত হইয়া, অপূর্ব্ব সজ্জায় অলঙ্কৃত হইয়া, সগর্ব্বে মুসলমান-গর্ব্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। অধীন রাজন্যবর্গে, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দে রাজধানী পূরিয়া গেল। প্রাসাদ হইতে ক্ষুদ্র কুটীরের অধিবাসী সকলেই সাধ্যানুসারে, উত্তম সাজ-সজ্জায়, আহার-বিহারে ও নৃত্য-গীতে আনন্দোৎসব উপভোগ করিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদ, হীরাঝিল এবং

মতিঝিল, মনোমুগ্ধকর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অতুলানন্দ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দে সভাগৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী প্রিয়তম যুবরাজ সিরাজ সমভিব্যাহারে সভাস্থ সকলকে সাদরে-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া দরবার আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের দরবার রীত্যনুসারে আরম্ভ ও ভঙ্গ হউক। আমরা এই অবকাশে, এই মহোৎসব-দিনে হীরাঝিলের অন্তঃপুরস্থ রূপসী-দিগের রূপ-দরবারে প্রবেশ করিয়া দেখি, আসুন।

হীরাঝিলের অন্তঃপুরসংলগ্ন চত্বর আজ অপরূপ বেশে সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে, তাতার-রমণীগণ উন্মুক্ত শাণিত অসি হস্তে শ্রেণীবদ্ধরূপে নিযুক্ত আছে। তোরণদ্বার হইতে এই সমুদয় আঙ্গিনাটী লোহিতবর্ণের সুকোমল মখ্‌মলে আবৃত করা হইয়াছে। এই মখ্‌মলের মধ্যে মধ্যে এক একটী চিত্রাঙ্কিত বিচিত্র দণ্ড প্রোথিত করিয়া, তাহার গাত্রে সুন্দরীদিগের প্রতিবিম্ব বিলম্বিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বিচিত্রবর্ণের রেশমী নিশান ও বহুবিধ সুবাসিত পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মরপ্রস্তরের সুন্দর বেদিকা স্থাপন পূর্ব্বক গোলাপ, গন্ধরাজ, বেল, মল্লিকা, প্রভৃতি পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রস্তরাসনবেষ্টিত পুষ্পিত লতাকুঞ্জ নয়নানন্দ বিধান করিতেছে।

আবার পুষ্পদোলায় দোদুল্যমান স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ শুক-শারী, কোকিল, কাকাতুয়া, পাপিয়া, বউকথাকও, দোয়েল বুল্‌বুল্‌ প্রভৃতি পক্ষী মনের আনন্দে সুতান ছাড়িয়া নৃত্য করিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্য স্থানে স্ফটিক-ফোয়ারা, দমকে দমকে গোলাপজল উৎক্ষিপ্ত করিয়া, যুবতীদিগের নাসারন্ধ্র তৃপ্ত করিয়া নবনীত অঙ্গ শীতল করিতেছে। আঙ্গিনার পার্শ্ববর্ত্তী এক সুদৃশ্য কক্ষে বহুবিধ রাজভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে। সুন্দরীগণ যদৃচ্ছাক্রমে সুস্নিগ্ধ সরবৎ পান করিতেছেন ও তবকমণ্ডিত তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছেন। সেই বিচিত্র চন্দ্রাতপ নিম্নে, স্থানে স্থানে কেহ সারঙ্গ, কেহ সেতার, কেহ এস্রাজ, কেহ বীণা, কেহ বা জলতরঙ্গ সুমধুর সুরে বাদন পূর্ব্বক চিত্তানন্দ বিধান করিতেছেন। কেহ বা অপ্সরাবিনিন্দিত কণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছেন। সকল সুন্দরীদিগের বদনেই আজ আনন্দ উদ্ভাসিত হইতেছে। নবাব-অন্তঃপুরে আজ ত্রিদিব-শোভা বিস্তৃত হইয়াছে।

মহামূল্য বিচিত্র বসন-ভূষণে অঙ্গ আবৃত করিয়া, রূপময়ী সুন্দরীগণ সৌন্দর্য্যের বিপণি খুলিয়া বাক্যালাপ এবং হাস্য-কৌতুক করিয়া ফিরিতেছেন। রূপ-জ্যোতিতে আঙ্গিনা আলোকিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-সমষ্টি যেন নানা রূপে একস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে! নবাব আলিবর্দ্দীর প্রিয়তমা আদরিণী নাত-বৌ, যুবরাজ সিরাজের প্রেয়সী মহিষী, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা লুৎফ-উন্নিসা

প্রফুল্লাননে, সবিনয়ে নিমন্ত্রিতা ওমরাহপত্নী এবং প্রত্যেক রমণীকে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে অপূর্ব্ব হীরকাঙ্গুরী-শোভিত চম্পকাঙ্গুলী দ্বারা তাঁহার ওড়্নার অগ্রভাগ ধারণ করিয়া, পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিতা, স্বর্গের অপ্সরার ন্যায় স্ফুটনোন্মুখযৌবনা এক রমণীরত্ন বিচরণ করিয়া ফিরিতেছেন। এই রমণীরত্নের প্রতি একবার দৃষ্টি পড়িলে, পিপাসিত নয়ন যেন আর ফিরিতে চাহে না! লুৎফ-উন্নিসা মধ্যে মধ্যে ইহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি করিয়া, কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় সাদরে সোহাগ বাড়াইতে-ছেন। যুবতীও লাবণ্যভরা কচি মুখখানিতে মৃদু হাস্য করিতেছেন। ইনি সিরাজের পরিণীতা, লালা মোহনলালের ভগিনী—প্রমীলা।

প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে, একটী কুঞ্জ-বেদিকার উপরে বসিয়া একটী যুবতী রোষকষায়িত লোচনে লুৎফ-উন্নিসার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি করিতেছেন। সময় সময় তাঁহার আরক্ত ললাট ভ্রুকুটী-কুটিল হইতেছে, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতেছে, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে। কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। পাঠক ইহাকে চিনিয়াছেন। ইনি নবাব নওয়াজেসের পত্নী—ঘসেটী বেগম। ঘসেটী নিতান্ত অনিচ্ছায়, নওয়াজেসের একান্ত অনুরোধে, আজ এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। নওয়াজেসের এই অপ্রিয় উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, আলিবর্দ্দীকে তুষ্ট করা এবং সাধারণের সম্মুখে সততা প্রদর্শন করা।

লুৎফ-উন্নিসা ধীরে ঘসেটীর সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান প্রদর্শন করিয়া, মধুর আলাপে সম্ভাষণ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিলেন। ঘসেটীও মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সহাস্তে তাঁহার সহিত দুই চারিটী বাক্যালাপ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রস্থান করিলে, পুনর্ব্বার ঘসেটীর উন্নত তনু ঈর্ষায় স্ফীত হইয়া উঠিল, বিদ্বেষ-কষায়িত লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া আপন মনে কহিলেন, "রাজেশ্বরী! ঘসেটী থাকিতে তুই রাণী!—ওঃ অসহ্য! তোরে কবে ভিখারিণী দেখিয়া দৃষ্টির সার্থকতা করিব?"

ঘসেটী একবার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, অদূরে—যে স্থানে, একটী খর্ব্বকায়া সুন্দরী বেদিকায় অঙ্গ হেলাইয়া, ক্লান্ত শরীরে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে—গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র উক্ত সুন্দরী সসম্ভ্রমে উত্থানে উদ্যতা হইলে, বেগম ঘসেটী সস্নেহ বচনে তাঁহাকে নিবৃত করিয়া, তাঁহার একখানি হস্ত আপন হস্তে বদ্ধ করিয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তৎপর মৃদু বচনে কহিলেন, "সোফিয়া, জানিনা কোন্ শুভক্ষণে তোমাকে আমি দর্শন করিয়াছি। যেখানেই থাকি, মাতার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। কিন্তু আজ তোমায় দেখিয়া এবং তোমার ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করিয়া, আমি কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।"

"আপনি কি বলিতেছেন?" জড়িত স্বরে বেগম সোফিয়া কহিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? মাতঃ, আমি আপনার কথার মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।"

"সোফিয়া, প্রাণের সোফিয়া, তোমায় রাজ্যেশ্বরীবেশে দেখিব বলিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম! কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলাম।"

"ওঃ,—বুঝিয়াছি আপনার কথা! সকলি খোদার ইচ্ছা!—নশিবের ভোগ!"

"যোগ্যজনে রাজভোগ প্রাপ্ত হইবে, ইহাই খোদার ইচ্ছা। নশিব?—নশিব ত নিজ ইচ্ছার অধীন। তুমি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রূপগুণান্বিতা দুহিতা হইয়া, দশজন বেগমের একজন হইয়া, সাধারণ ভাবে, কুমারের উপভোগ্যা হইয়া বন্দিনীর ন্যায় জীবন কাটাইবে,—ইহা কি তোমার নশিবের যোগ্য ফল? রূপে গুণে, মানে মর্য্যাদায়, সর্ব্বাংশেই রাজ্যেশ্বরী হইবার তুমিই কি যোগ্যা নহ?"

সোফিয়া কহিলেন,—"দুনিয়ায় সকলের দৃষ্টি সমান নহে। সকলের দৃষ্টিতে যোগ্যাযোগ্য বিচার একরূপে নিষ্পন্ন হয় না।"

"সত্য বটে, কিন্তু শুধু আমি কেন? সকলেই জানিত,—কুমারের তুমিই প্রিয়তমা। কিন্তু আজ অন্যরূপ দেখিয়া সত্যই প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইয়াছি!"

বেগম সোফিয়ার মাদক নেশা যেন ছুটিয়া গেল! সোফিয়া যাহা ভাবেন নাই, ঘসেটীর বাক্যে তাহা অন্তর-প্রবিষ্ট করিয়া চকিতা হইলেন। ঈর্ষা ও অভিমান যুগপৎ তাঁহার অন্তরে সমুদিত হইল। সিরাজের প্রিয়তমা তিনি নহেন? তিনি বিলাসোপভোগ্যা মাত্র? সতিনী লুৎফ-উন্নিসাই সিরাজের সর্ব্বময়ী রাজরাজ্যেশ্বরী? তরলমতি সোফিয়া বেগম এবার অধীর হইয়া পড়িলেন। সোফিয়া কাতর নয়নে ঘসেটী বেগমের বদনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "মাতঃ, আমি জানি, আপনি আমার চিরহিতৈষিণী। এখন মঙ্গল উপদেশ দানে উপকৃতা করুন।"

"ব্যস্ত হইও না। প্রতিজ্ঞা কর, আমার উপদেশ দ্বিতীয় কর্ণে প্রবিষ্ট করিবে না!"

"অসম্ভব। মাতঃ, হিতোপদেশ অন্যের কর্ণগোচর করিবার প্রয়োজন কি? কার্য্যে পরিণত করাই প্রয়োজন। প্রাণপণে তাহাই সম্পন্ন করিব।—অনুমতি করুন।"

"প্রাণের সোফিয়া, তোমার জন্য দরদ্ লাগে বলিয়াই তোমার হিতাহিত বলিব। কিন্তু এ স্থান এবং সময় উপযুক্ত নহে, সত্বর একদিন এ বিষয় অন্য স্থানে কথোপকথন হইবে।—ঐ দেখ, গর্ব্বিতা লুৎফ আবার ঐ কাফেরিণীকে লইয়া এই দিকে আসিতেছে! আমি অন্যস্থলে চলিলাম। সাবধান থাকিও!"

বেগম ঘসেটী স্থানান্তরে গমন করিলেন।

ক্রমে আনন্দময় দিবা হাসিতে হাসিতে, রজনীকে সাদরে আহ্বান করিয়া অবসান হইল। আমন্ত্রিতা মহিলাগণ সহচরী-বেষ্টিতা হইয়া, প্রফুল্ল মনে নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পরবর্ত্তী সময়ে, যুবরাজ সিরাজ অন্তঃপুরস্থ প্রমোদগৃহে আগমন পূর্ব্বক বেগমদিগকে লইয়া এই শুভদিনে আনন্দোপভোগ করিবেন। সকল বেগমদিগের আজ তথায় উপস্থিত থাকিবার কথা। বেগমগণ সহচরী-বেষ্টিতা হইয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপূর্ব্ব সজ্জীভূত প্রমোদগৃহে প্রবিষ্টা হইয়া, সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যাগমে মনোহর নূতন বেশে প্রমোদ-গৃহ সুসজ্জিত হইল। চতুর্দ্দিকে স্ফটিকাধারে অগণ্য দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে নৃত্য-গীতের আনন্দ-ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সেই দীপালোকিত, ভিত্তিসংলগ্ন, লম্বিত বৃহৎ মুকুরগুলিতে শত সুন্দরী দ্বিশত আকারে প্রতি-ফলিতা হইয়া যেন চাঁদের হাট খুলিয়া দিল। সকলেই ক্রেতার আশায় উদ্‌গ্রীব!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, সেই গন্ধদীপোজ্জ্বলিত সুসজ্জিত পুষ্প-সুবাসিত কক্ষমধ্যে, রাজ্যেশ্বর বেশে তরুণ যুবরাজ সিরাজ, সুন্দরীগণ-সকাশে হাস্যাননে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল সুন্দর দেহে রাজবেশ বড়ই শোভা ধারণ করিয়াছিল। সুন্দরীগণ আনন্দে ও উল্লাসে ত্রস্ত উত্থিতা হইয়া, মহাদরে কুমারকে সম্ভাষণ করিলেন।

—কেহ বা মণিখচিত স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধি সিরাজি পূর্ণ করিয়া, বিলোল কটাক্ষে সিরাজ-হস্তে অর্পণ করিতেছেন। কেহ বা সুন্দর পুষ্পহার সিরাজ-কণ্ঠে দোলাইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যের বহুল প্রশংসা-বাদ করিয়া মনাকর্ষণে ব্রতী হইতেছেন। কোন সুন্দরী কোন প্রেম-গীতির এক চরণ মাত্র উচ্চারণ করিয়া কোকিল কণ্ঠে ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। আবার কোন রূপসী বা স্বর্ণপাত্র হইতে রসময় তাম্বুল গ্রহণ করিয়া, সাদরে সিরাজের অধর-সম্মুখে ধারণ করিতেছেন। সকলেই আজ প্রীতি-সরোবরে আনন্দ-হিল্লোলে পদ্মিনীর ন্যায় দোদুল্যমানা! কিন্তু ঐ অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ কুসুমটি পুষ্পাভরণে দেববালার ন্যায় সজ্জিতা হইয়া, ক্ষুদ্র ওষ্ঠে মৃদু হাস্য লইয়া, সলজ্জ ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখিদুটি নত করিয়া, ধীর ভাবে একখানি সুকোমল আসনে নীরবে বসিয়া আছেন,—উনি কে? উনি লজ্জাময়ী হিন্দুললনা—বেগম প্রমীলা! কুমার সিরাজ তাঁহার প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "প্রমীলা, অধোবদনে কেন? কাছে এসো!"

পূর্ণশশীমুখী, ধীরগামিনী প্রমীলা স্থিরবিদ্যুল্লতার ন্যায় ধীরে সিরাজের সমীপবর্ত্তিনী হইলে, সিরাজ তাঁহার কোমল হাতখানি ধরিয়া সাদরে আপন পার্শ্বে বসাইয়া, মধুর আলাপে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

সকলেই আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। কেবল একটী রমণী গৃহের এক প্রান্তে নীরবে বসিয়া, ঘোর ঈর্ষানলে জর্জ্জরিতা হইয়া,

সকোপ-দৃষ্টিতে সিরাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন! ক্রোধ এবং হিংসা অতি কষ্টে অন্তরে দমন করিতেছেন। তাঁহার চিত্তো-ত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত নিশ্বাস বহিতেছে।

যুবরাজ সিরাজের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হওয়ায় সিরাজ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "সোফিয়া, তুমি ওখানে কেন? এসো প্রিয়-তমে, নিকটে এসো!"

সোফিয়া মুহূর্তে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কুমারের সম্মুখে সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "জাঁহাপনার আদেশের অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। দাসীকে স্মরণ করিয়াছেন,—দাসীর মহা সৌভাগ্য!"

"বসো প্রেয়সী, নিকটে বসো।" সিরাজ নিকটস্থ বিচিত্র আসন দেখাইয়া দিলেন। তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠে হাসির রাশি লইয়া, সুন্দরী সোফিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

যুবরাজ কহিলেন, "সোফিয়া, আজ এত বিরূপ দেখিতেছি কেন? সিরাজি পানে বিমুখ হইয়াছ বুঝি?"

সোফিয়া হাসিয়া কহিলেন, "সিরাজ বিমুখ হইলেই সিরাজি তুচ্ছ হয়। জনাব, আজ আমার মাদক নেশা ছুটিয়া গিয়াছে!"

"না প্রিয়ে, সিরাজ নিজ হস্তে আদরে সিরাজি দিতেছে,—পান কর!"

সিরাজ আপন হস্তে পাত্র পূর্ণ করিয়া সোফিয়ার হস্তে প্রদান করিলেন। সোফিয়া সসম্ভ্রমে, প্রফুল্ল বদনে গ্রহণ করিয়া

পানানন্তর পুনর্ব্বার পাত্র পূর্ণ করিয়া সিরাজ হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। সিরাজ তাঁহার সন্তোষ হেতু পাত্রটী নিঃশেষ করিলেন। তৎপর সুন্দরীদিগের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি করিয়া, "সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইবে"—হাস্যমুখে ইহা কহিয়া, প্রমোদ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া লুৎফ-উন্নিসার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রত্নময়ী লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার আগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া, সুসজ্জিত শয়ন-মন্দিরে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সিরাজকে দেখিয়া আনন্দ অন্তরে, সহাস্য-বদনে স্বহস্তগ্রথিত মনোহর পুষ্পহার সিরাজের যৌবনগর্ব্বিত বিশাল বক্ষে দোলাইয়া দিলেন। সিরাজও তাহার বিনিময়ে অভিষেকপ্রাপ্ত নবাব-দত্ত বহুমূল্য গজমতি-মালা তাঁহার কণ্ঠে প্রদান করিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য-ময়ী দেহলতা সাদরে আলিঙ্গন করিয়া স্বর্ণপালঙ্কে উপবেশন করিলেন। পরে প্রেমময় কণ্ঠে কহিলেন, "লুৎফ, হৃদয়েশ্বরি, প্রমোদ-গৃহে না যাইবার কারণ কি ?"

"প্রিয়তম, সে জন্য আমোদ-প্রমোদের কি কিছু লাঘব হইয়াছে ?"

"অগণ্য-নক্ষত্র-বেষ্টিত থাকিলেও এক চন্দ্র বিহনে সমুদয় জগৎ অন্ধকার—তাহা কি দেখ নাই, প্রিয়ে? সিরাজের হৃদয়-জগতের একমাত্র সুধার খনি পূর্ণশশী—তুমি! এই শুভদিনে তোমাকে তথায় না দেখিয়া, অধীর চিত্তে এ স্থানে আসিয়াছি।"

"ওঃ! আমার ন্যায় ভাগ্যবতী দুনিয়ায় আর কে আছে? প্রাণাধিক, এত থাকিতেও অধম দাসীর জন্য তোমার সুখতৃপ্ত চিত্ত অধীর হয়! প্রিয়তম, শুধু এই জন্যই আমি সকল হইতে পৃথক্! তোমারি মানে আমি মানিনী; তাই সকলের সহিত তোমায় সম্ভোগ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। সেই জন্যই আমি প্রমোদ-গৃহে যাই নাই!"

"হৃদয়েশ্বরি, তোমার মান সর্ব্বত্রই সমান! সিরাজের অতি আদরিণী তুমি,—ইহা জানিতে এখনও কি কাহারও বাকি আছে?"

"কিন্তু তবু—তবু প্রাণাধিক!—তোমার গৌরবে গর্ব্বিতা, তোমা-ময় আমার এই হৃদয় সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে কেন অভিলাষী শুনিবে? আমি নিশিদিন ভাবি, সিরাজ আমার—আমার! আমি যার, সেই সিরাজ শুধুই—আমার!"

লুৎফ-উন্নিসার বিস্ফারিত চারু আঁখি সহিত লাবণ্যতম মুখখানি লজ্জায় নত হইয়া পড়িল।

সিরাজ মুগ্ধনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "সত্যই, তোমার—একান্ত তোমার—জানিবে প্রিয়ে! আর কাহারও নয়, সিরাজ শুধুই—তোমার!"

সুন্দরীপ্রধানা, লুৎফ-উন্নিসাকে মহিষী-বেশে আজ বড়ই সুন্দরী দেখাইতেছিল! লুৎফ-উন্নিসা আত্মহারা হইয়া চন্দ্রানন

উত্তোলন পূর্ব্বক, অনুরাগরঞ্জিত অতৃপ্ত আঁখিতে সিরাজের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। সিরাজ বিহ্বল প্রাণে, অনিমেষে সেই গুণময়ী মনোমোহিনীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, "লুৎফ, পিয়ারি,—তুমি অসীম সুন্দরী!"—প্রীতিবিজড়িত কণ্ঠে ইহা কহিয়া, সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীর রক্তিম ওষ্ঠে সাদরে চুম্বন-সুধা প্রদান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্নেহ-কোলে।

নবাব আলিবর্দ্দী বিদ্রোহিদিগকে শাসন করিয়া, প্রিয়তমা কন্যা আমিনার বন্ধন মোচন করিয়া, বিহার, পূর্ণিয়া প্রভৃতিতে শান্তি স্থাপন করিয়া, সিরাজদ্দৌলাকে পাটনার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা নিতান্ত তরুণ বলিয়া, রাজা জানকীরামকে বিহারের রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া, রাজধানী ফিরিয়া আসিয়া, পুনর্ব্বার সিরাজকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পাটনার এই যুদ্ধে, নবাব আলিবর্দ্দী এবার অনেক বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের সংখ্যাই অধিক! কিন্তু শান্তিপ্রিয় নবাব আলিবর্দ্দী তাহাদিগের প্রতি দণ্ডের বিধান না করিয়া, ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পূর্ব্বপদেই প্রতিষ্ঠিত রাখিলেন। ইহা তেজস্বী সিরাজের চক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। ইহার উপর পদাশ্রিত ইংরাজ-বণিকগণের অত্যধিক স্পর্দ্ধার এবং স্বেচ্ছাচারিতার বিষয় পুনঃ পুনঃ জ্ঞাত হইয়া, সিরাজের

প্রতিবন্ধকবিহীন, যৌবনোদ্ধত হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সকল বিষয় লইয়া তিনি সময় সময় মাতামহের সম্মুখে প্রতীকার বিধানের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু শান্তিপ্রিয়, বর্ষীয়ান্, রোগক্লিষ্ট নবাব উদ্ধত যুবরাজকে প্রীত বচনে শান্ত করিতেন। যখন অপরাধীর প্রতি এইরূপ অসঙ্গত ক্ষমা দর্শান হইত, তখন সিরাজ বিমর্ষ বদনে ও ক্ষুণ্ণ মনে মাতামহের নিকট হইতে চলিয়া আসিতেন।

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর, উক্ত রূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল। পূর্ণিয়ার বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে সাইদ্ আহম্মদ্ প্রতিপত্তি সহকারে নবাবী করিতেছেন; ঢাকার অধীশ্বর হইয়া, নওয়াজেস্, অজস্র অর্থ আয় ও ব্যয় করিতেছেন; অনেক স্থানেই রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকেরা পর্য্যন্ত মহাসুখে পদগৌরবে দিনপাত করিতেছেন;—আর তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াও, মাতামহের আজ্ঞাধীন থাকিয়া শুধু নির্দ্দিষ্ট তঙ্কাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন? তাঁহার স্বাধীন চিত্ত কিছুতেই আর এরূপে প্রভুত্বহীন হইয়া স্থির থাকিতে পারিল না। তাঁহার প্রতিনিধি, রাজা জানকীরামের সৌভাগ্য, প্রতিপত্তি ও গৌরবের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। তিনি দেশভ্রমণের ছলনা করিয়া, কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর এবং ভৃত্যাদি সঙ্গে লইয়া, স্বীয় রাজধানী, পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একথা কেবল প্রাণাধিকা লুৎফ-উন্নিসাকে জানাইয়া গিয়াছিলেন। দুই-চারিদিন গত হইলেই,

কোমলপ্রাণা লুৎফ-উন্নিসার পবিত্র হৃদয় প্রাণাধিক পতির অমঙ্গল আশঙ্কায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমতী লুৎফ-উন্নিসা ভাবিলেন, সিরাজ মাতামহের অজ্ঞাতে তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—ইহা দ্বারা তাঁহার ভাবী অশুভ হইবারই সম্ভাবনা; সুতরাং সমুদয় বৃত্তান্ত নিজ মুখে নবাব-সকাশে প্রকাশ করিয়া সিরাজের জন্য ক্ষমা চাহিলে, নবাব সম্ভবতঃ ইহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং সিরাজের সন্তোষের কোন ব্যবস্থা করিবেন। ইহাদ্বারা সিরাজ অশুভ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, বাঞ্ছিত শুভ ফল লাভে তুষ্ট হইবেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা ভাবিলেন, অচিরাৎ কার্য্যে তাহা পরিণত করিলেন। নবাবের শয়ন-মন্দিরে প্রবিষ্টা হইয়া, তাঁহার পদ-নিম্নে বসিয়া সবিনয়ে সমস্ত নিবেদন করিলেন। নবাব সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া, লুৎফ-উন্নিসাকে আশ্বাস-বাক্যে বিদায় দিলেন। তৎপরে অশেষবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া, নিজ হস্তে প্রত্যাগমনের আদেশ করিয়া সিরাজকে পত্র লিখিয়া, লোকজন সহ সাদর-সম্মানে তাঁহাকে আনিবার জন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দীর বৃদ্ধ শরীরে দুরন্ত ব্যাধি প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দিন দিন শীর্ণতর করিয়া ফেলিল। সংসারের কোন প্রকার বিপ্লব-বিশৃঙ্খলের কথা তাঁহার অসহ্য হইত। ক্রমে জীবনের আশা শেষ হইয়া আসিলে, তিনি ঔষধ সেবনও পরিত্যাগ

করিলেন। এখন শেষের সম্বল, জগদীশ্বরের অমূল্য নামরত্ন জপেই সময় কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন হইতে হিন্দুচূড়ামণি বাপুদেব শাস্ত্রীকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভীরু আলিবর্দ্দী পরম শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সারাৎসার উপদেশসমূহ সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতেন। তাহাতেই তাঁহার পবিত্র অন্তরের শান্তি ও তৃপ্তি হইত।

সরলহৃদয় সিরাজ মাতামহের স্নেহময় আহ্বান-আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অচিরাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মাতামহের চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। নবাব তাঁহাকে দর্শন করিয়া, প্রেমবাহু প্রসারণ পূর্ব্বক স্নেহের কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সিরাজকে যে অক্ষত শরীরে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন,—ইহাতেই তাঁহার জরাবার্দ্ধক্যক্লিষ্ট দেহে আনন্দবেগ উচ্ছ্বসিত হইল।

নবাব আনন্দবেগ প্রশমিত করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে সিরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "রাজ্য-আকাঙ্ক্ষিত হইয়া কোথায় গিয়াছিলে, বৎস? জানকীরাম প্রতিনিধি মাত্র। এস্থান হইতে তাহাকে যাহা আদেশ করিবে, সে অচিরে নিশ্চয়ই তাহা প্রতিপালন করিবে। সে চিরদিনই অকপট রাজভক্ত। তাহার প্রকৃতি অতি মহৎ,—ইহা আমি বহু প্রকারে পরিজ্ঞাত আছি। তাহার প্রতি অত্যাচার একান্ত অবিধেয়। আর আমার প্রতি

দৃষ্টি করিয়া দেখ, বৎস! তোমার বাঞ্ছনীয় দিন অতি নিকটবর্ত্তী! দুরন্ত শোক, তাপ, জরা ও বার্দ্ধক্য আমায় শীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছে। আমি আর কয়দিন? তাই বলিতেছি, সিংহাসনের আশায় আর তোমায় ছুটাছুটী করিতে হইবে না। মুর্শিদাবাদের সিংহাসন শীঘ্রই তোমার জন্য শূন্য হইবে!"

সিরাজ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আর বলিবেন না! দাদু, ক্ষমা করুন! খোদা আপনার সকল পীড়ার আশান্ দিয়া দীর্ঘজীবী করুন। আপনার সিংহাসন-নিম্নে আমার চির বাসস্থান হউক!—আমি সিংহাসন চাহি না!"

"তুমি চাহ নাই; কিন্তু প্রিয়তম, আমি সযত্নে তোমায় দিয়াছি। আমি আজীবন যুদ্ধক্ষেত্রে অসি হস্তে, পরিভ্রমণ করিলাম কাহার জন্য? কাহার জন্যই বা এত কৌশলপূর্ণ নীতিতে রাজ্য-রক্ষা করিয়া আসিলাম?—সকলি তোমার জন্য। কত রজনী তোমার কল্যাণ কামনায় জাগরণে কাটাইয়াছি, তাহা তুমি কিছুই জান না। তুমি বালক। আমার অবর্ত্তমানে কত বেইমান্ ব্যক্তি তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা তোমার ধারণা নাই,—কিন্তু আমার অজ্ঞাত নাই। মনে করিয়াছিলাম, তোমার শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া যাইব,—কিন্তু তাহা বুঝি আর হইল না! যদিও নানা উপায়ে অনেককে বশ করিয়াছি, কিন্তু এখনও তোমার অনেক শত্রু বর্ত্তমান রহিয়াছে! প্রধানতঃ, যাহারা উদরান্নের জন্য

জন্মভূমি, আত্মীয়-পরিজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, সপ্তসমুদ্র পার হইয়া, এই অপরিজ্ঞাত জাতির দেশের মধ্যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাণিজ্য করিতেছে, তাহারা আমাদের অনুগ্রহ-ভিখারী পদাশ্রিত প্রজা হইলেও—সেই ইংরাজজাতি—অগ্রাহ্যের নহে জানিও। আমার যেন বোধ হইতেছে, ইহারা ক্রমশই এই দেশে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে। আমি বুঝিয়াছি, ইহারা বড়ই কুটনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, এবং তোমার প্রতি নিতান্ত বিরক্তচিত্ত। সুতরাং ইহাদের প্রতিপত্তির পথ সর্ব্বদা রুদ্ধ রাখিবে। কদাচ ইহা-দিগকে দুর্গনির্ম্মাণে অথবা সেনাসংগ্রহে প্রশ্রয় দিও না। সর্ব্ব-ক্ষণ ইহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে, আর এ রাজ্য তোমার থাকিবে না!"

সিরাজ রুমালে বদন আবৃত করিয়া রোদন করিতেছিলেন। নবাব নীরব হইলে, তিনি ব্যাকুল চিত্তে ও কাতর বচনে কহিলেন, "দাদু, আপনি আমার আজন্ম অবলম্বন। ঐ মহৎ চরণে আশ্রয় পাইয়াছি বলিয়াই আমার এত স্পর্দ্ধা! আমায় ছাড়িয়া যাইবার কথা আর বলিবেন না! তাহা হইলে আপনার স্নেহের সিরাজ কোথায় যাইবে?"

"দৈবাধীন যে কার্য্য, রাজাধিরাজের প্রবল চেষ্টায়ও তাহা বিচলিত হইবার নহে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে। সুতরাং ইহার জন্য কাতর হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। বৎস, কর্ত্তব্যে

ব্রতী হও। বৃথা ব্যাকুল হইও না। যাহা বলি, স্থির হইয়া শুন। তোমার অর্থের প্রয়োজন। তুমি এই সময় একবার রাজ্যপরিদর্শনে বহির্গত হও। তদ্দারা প্রজাদত্ত উপঢৌকন লাভে তোমার অনেক অর্থসঞ্চয় হইবে। তোমার বিদ্বেষিগণ তোমার নামে যে সকল কুৎসা রটনা করিয়াছে, সাবধানে সর্ব্বদা তাহার বিপরীত পথে পদবিক্ষেপ করিবে।"

"না দাদু, আমি আপনাকে এই অসুস্থ শরীরে রাখিয়া, আর কদাচ এ পুরীর বাহির হইব না। আমার আর অর্থ-বিভবে প্রয়োজন নাই। আমায় সর্ব্বদা আপনার চরণ-সকাশে থাকিতে অনুমতি করুন।"

"না প্রাণাধিক, আমার জন্য ভাবিও না। যদিও আমি অত্যধিক রোগে ক্লিষ্ট, তথাপি আমি বুঝিতেছি, আমার অন্তিম সময়ের এখনও বিলম্ব আছে। আমি সামর্থ্যানুসারে তোমার হিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিব। তুমি দুই মাসের জন্য জলপথে, রাজাপরিভ্রমণে বাহির হও।"

সিরাজ আর মহামান্য নবাবের বাক্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। আলিবর্দ্দী মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া তিন দিনের মধ্যে শুভ-যাত্রার সমুদয় আয়োজন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

মায়ামুগ্ধ নবাব সিরাজের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মমতাময় বাক্যে কহিলেন, "যাও প্রাণাধিক, প্রিয়তমা লুৎফ-উন্নিসার নিকট যাও।

তিনি তোমার জন্য একান্ত ব্যাকুলিতা আছেন। আহা! লুৎফ তাপিত সংসারে শান্তিময় অমূল্য রত্ন! সর্ব্বদা যত্নের সহিত তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিও। এখন তবে বিশ্রাম কর গিয়া। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।”

সিরাজ মাতামহের পদ চুম্বন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কক্ষ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দিবসে সাতখানি সুবৃহৎ বজ্‌রা নানাবিধ বিলাসদ্রব্যে সজ্জিত করিয়া, কর্ম্মচারী, রক্ষক, পারিষদ প্রভৃতিতে বেষ্টিত হইয়া, যুবরাজ সিরাজদ্দৌলা রাজ্যপরিদর্শনে বহির্গত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মোহ।

নয়নতৃপ্তিবিধায়িনী প্রকৃতি-মাতার শোভা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে, যুবরাজ সিরাজ সানন্দে নানা নগর ও গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দীনহীন প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্ভ্রান্ত ওমরাহ এবং রাজা অবধি সকলেই যথাসাধ্য সাদর-অভ্যর্থনা ও উপযুক্ত উপঢৌকনাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। তিনি যখন যে নগরে পৌঁছিবেন, নগরবাসিগণকে তাহার তিন-চারি দিন পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ জ্ঞাপন করাইতেন। যদিও প্রজাবৃন্দ বহু প্রকারে তাঁহার হর্ষোৎপাদন ও মনস্তুষ্টি করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই, তথাপি তাঁহার কুকীর্ত্তিপরায়ণ পারিষদবর্গ নিয়ত প্রজাদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। ইহা-দ্বারা একদিকে যেমন তাঁহার প্রবল প্রতাপ প্রকাশিত হইতে লাগিল, অন্যদিকে সকলেই সত্রাসে নিজ নিজ মান-মর্য্যাদার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল! শাসনহীন সিরাজ জন্মাবধি স্নেহাধিক্যহেতু সুশিক্ষা লাভে বঞ্চিত। সুতরাং তাঁহার অপরাধ কি? প্রতাপশালী

মহামান্য নবাব আলিবর্দ্দীর প্রিয়পুত্তলী, সমগ্র বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ নবাব সিরাজকে স্ববশে রাখিবার জন্য স্বার্থপর দুরাচারগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিবিধ সামগ্রী সম্মুখীন করিয়া, তাঁহার ইন্দ্রিয়ানলে নিয়ত আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খলিত, স্বাধীনচেতা, যুবরাজ সিরাজ যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশজনের আকর্ষণে যুবরাজ সিরাজদ্দৌলা জ্ঞানবিহীন হইয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া হুগলীতে উপনীত হইলেন। হুগলী তখন মহারাজ নন্দকুমার ও খোজা বাজিতের কর-তলগত। তাঁহাদিগের আদেশে নগর পূর্ব্ব হইতেই অপূর্ব্ব বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল। এক্ষণে সিরাজের আগমনে নৃত্য-গীতে ও আনন্দ-উৎসবে নগরবাসিগণ মাতোয়ারা হইল। ইংরাজদিগের সভাপতি বহুবিধ উপঢৌকন লইয়া, সসম্ভ্রমে, প্রতাপান্বিত যুবরাজ সিরাজের সম্মুখে কৃপাপ্রার্থনা পূর্ব্বক নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। ঐরূপে ফরাসী ও দিনেমারগণও সিরাজের শুভ-দৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। বিদেশী প্রজা বিদায় হইলে, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দও বহুপ্রকার ধন-রত্ন দ্বারা কুমারকে তুষ্ট করিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দিনমান বিচার-ব্যাপারে ও বিবিধ রাজকার্য্যে কাটিয়া গেল। দিবাবসানে হুগলী-নগরী দীপমালায় বিভূষিতা হইল। সঙ্গে সঙ্গে

গঙ্গাগর্ভস্থ সাতখানি বজ্‌রায় সুগন্ধি দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল। যুবরাজ সিরাজের অসৎ পারিষদের ভয়ে, নগরবাসীদিগের অন্তর বজ্‌রা-শিরস্থ উড্ডীয়মান্ পতাকার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল! কল্য সিরাজদ্দৌলা স্বগণসহ স্থানান্তরিত হইবেন। কোন প্রকারে মানে মানে রজনী প্রভাত হইলে, নগরবাসিগণ "দুর্গা" বলিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বাঁচিবে!

রজনী এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। যুবরাজ সিরাজদ্দৌলা একটী বৃহৎ বজ্‌রার মধ্যে, এক খানি সোফায় ঈষৎ হেলিয়া তোষামোদকারীদিগের হস্ত হইতে সুরা-পাত্র লইয়া ধীরে ধীরে পান করিতেছিলেন এবং তাহাদিগের মনস্তুষ্টিকর তোষামোদ-বাক্য ও রুচিবিহীন কৌতুকালাপ শুনিতেছিলেন। কিছু সময় মধ্যেই তিনি মাদক-নেশায় আক্রান্ত হইয়া শয়নকক্ষে রমণীমণ্ডলী মধ্যে গমন করিলেন।

যুবরাজ উঠিয়া গেলে, করিম খাঁ সেনাপতি মীর্ জাফরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "সেনাপতি সাহেব, হুজুর ত মাতোয়ারা হইয়া রমণী-মণ্ডলী মধ্যে আদর লইতে গেলেন, কিন্তু আপনি যে নগর-ভ্রমণের সময় রাজপথ হইতে গোকুল রায়ের দ্বিতলস্থ গৃহের গবাক্ষ-মধ্যগত যবনিকার অন্তরাল হইতে একটী চক্ষু দেখিয়াছিলেন মনে আছে? আমরি, মরি! সে কি চক্ষু! সত্য সেনাপতি সাহেব, সেই এক চক্ষু দেখিয়াই আমি ঘুরপাক্ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম! ভাগ্যে

দুই চক্ষু দেখি নাই! আর যদি তার মুখখানাই দেখিয়া ফেলিতাম! ওঃ! তাহা হইলে কি আর এ দুনিয়ায় থাকিতাম? তাহা হইলে নিশ্চয়ই এদেশ হইতে প্রাণটা সটান বেহেস্তে চলিয়া যাইত!"

হস্তস্থিত মদ্যপান সমাপ্ত করিয়া, ফজেল আলি কহিল, "তাই ত সেনাপতি সাহেব, যাহারা সে বিবিকে আনিতে গিয়াছে তাহারা ত এখনও আসিল না! যুদ্ধ বিনা বসিয়া বসিয়া সৈন্যগুলা বড়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে!"

সেনাপতি কহিলেন, "বোধ হয় তাহারা একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পড়িয়াছে। আমার আজ্ঞায় যদি গোকুল রায় তাহার কন্যাকে ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে কল্য নিশ্চয়ই তাহার অট্টালিকা প্রহরের মধ্যে ভূমিসাৎ করিয়া দিব।"

মেহের আলি কহিল, "হুজুরের আজ্ঞার অন্যথা! কাফেরের এত স্পর্দ্ধা! আপনি যে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাই তাহার কন্যার সৌভাগ্য!"

করিম কহিল, "সৌভাগ্য একবার? অসীম সৌভাগ্য! যুবরাজ গিয়াছেন শত রমণীর আদর লইতে, আর আমরা শত জনে চাই সেই একটী রমণীকে আদর করিতে! ইহাতেও তার অমত? হুজুর, এমন কাফেরকে কবর দেওয়াই উচিত!"

সহসা বজ্‌রার বাহিরে কিছু গোলযোগ শুনিয়া, মেহের আলি ব্যাপার কি জানিবার জন্য ত্রস্ত বাহিরে উঠিয়া গেল এবং পরক্ষণেই

প্রহরিবেষ্টিতা, উত্তমবস্ত্রাবৃতা একটী রমণীকে সঙ্গে লইয়া আকর্ণ-দন্তপাটী বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইয়া কহিল, "সেনাপতি সাহেবের আদেশ আমি ভিন্ন কে হাসিল করিতে পারে? হুজুর, এই নিন আপনার সেই বিশালনয়নাকে! প্রহরিগণ, তোমরা এখন বিদায় হও!" এই বলিয়া মীর্ জাফরের পার্শ্বস্থিত আসনে রমণীর হস্ত ধরিয়া বসাইয়া দিল।

আমিনদ্দী কহিল, "সুন্দরীকে পার্শ্বে বসাইয়া, হুজুরকে বড়ই মানাইয়াছে! সুন্দরী, ঘোমটা খুলিয়া সেই বিশাল নয়নে খোদা-বন্দের প্রতি একবার তাকাও! হুজুর, হিন্দুললনাদের বড় শরম। আপনি নিজ হাতে সুন্দরীর ঘোমটা সরাইয়া দিন।"

মীর্ জাফর হস্তস্থিত সুরা একটানে শেষ করিয়া, সাদরে সুন্দরীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক "তোবা! তোবা!" বলিয়া দশহস্ত দূরে সরিয়া পড়িলেন!

করিম খাঁ হস্তস্থিত সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল,—রমণীর ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের লম্বিত বদন বক্ষদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে! টাকময় মস্তকস্থিত দুই-চারি গাছি শুক্ল কেশ উচ্চতর ললাটদেশে সযত্নে বিন্যস্ত করা হইয়াছে! রমণী কোটর-গর্ভস্থ ক্ষুদ্রতম ঘূর্ণিত রক্তিম নেত্রে চতুর্দ্দিক্ দেখিতেছে এবং স্থূল ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া—দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় দেহযষ্টি আন্দোলিত করিয়া—দন্তহীন আননে লাল মাড়ি বাহির করিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে!

আমিনদ্দী চীৎকার করিয়া কহিল, "হুজুর, এ নিশ্চয়ই হিন্দুদের প্রেতিনী!"

মেহের আলী কহিল, "না হুজুর, এ অবশ্যই শয়তানের জরু শয়তানী!"

করিম কহিল, "দোহাই হুজুর, আল্লার কশম! এ আমার নিকাঘরের সেই হারাণ মাণিক, পিয়ারের জরু। এর উপর শয়তানের কিছুমাত্র দাবি নাই। এ রসময়ী, পূর্ব্বের দুই খসমের দশ পুত্র ও বারো পৌত্র রাখিয়া, আমার ন্যায় রসিককে মজাইয়া, কবরগত হইয়াছিল! এক্ষণে হুজুর, ও আর কাহারও নয়, আমার জন্যই কবর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে! ওঃ—হো! সেই মুখ! সেই চোখ! সেই সুরৎ, হুজুর, সেই সুরৎ!"

করিম সতৃষ্ণ-নয়নে রমণীর প্রতি চাহিয়া, চিবুকস্থিত তাম্রবর্ণের দাড়িগুলি দুই হস্তে মর্দ্দন করিতে লাগিল।

সেনাপতি মীর্ জাফর এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া, রমণীর প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় সকোপদৃষ্টি করিয়া, তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "তুই কে?"

অমনি তাঁহার সঙ্গিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুই কে?"

সেনাপতি কহিলেন, "তুই জাহান্নমের প্রেতিনী, না শয়তানী? তোর কি জানের ভয় নাই? শীঘ্র বল্ তুই কে?"

রমণী তাহাদের প্রশ্নের একটী মাত্রও উত্তর প্রদান করিল না। কেবল সেই কোটরপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র নয়নে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া

চাহিয়া, স্থূল ওষ্ঠ ফুলাইয়া, কঙ্কালদেহ নানা-ভঙ্গি-সহকারে কাঁপাইয়া, দন্তহীন বদনে হাসিতে লাগিল।

তাহার ব্যবহার দেখিয়া সেনাপতি মহা উৎকণ্ঠায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তুই কে? কেন আসিয়াছিস্, শীঘ্র বল্—নতুবা তোর জান্ লইব!"

রমণী কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর করিল না!

করিম এতক্ষণ নীরবে রমণীর রূপ অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। সকলকে পরাস্ত দেখিয়া সে কহিল, "হুজুর, ও আমার পরদানশিন্ জরু! সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ওর শরম লাগে। মনে নাই কি, প্রিয়ে? একেলা দশটীকে তালাক দিয়া তোমার অতুল রূপ আমি যত্নে পরদার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম? তার পর যখন তুমি কবরগত হইলে, তখন আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া, 'হা প্রাণেশ্বরী!' বলিয়া আগুণের মত নিশ্বাস ফেলিয়া, এই নবাবশালায় প্রবেশ করিয়াছি। সুন্দরি, একবার ঐ মুখে মেহেরবাণী করিয়া বল, তুমি আমার সেই পিয়ারি কি না। হুজুরের সম্মুখে বল, তুমি আমার সেই। তাহা হইলেই আমি একলাফে তোমায় অধিকার করি। ওঃ, বুঝিয়াছি—শরম করে! আচ্ছা, তবে আমার কানে কানে বল!"

করিম রমণীর অঙ্গে ঠেস্ দিয়া, আপনার কর্ণ তাহার ওষ্ঠে সংলগ্ন করিল এবং পলক-মধ্যে—"ও হুজুর, এ আমার সে নয়!

এর গায়ে ভয়ানক তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে! এ সত্যই কাফেরদিগের প্রেতিনী!"—এই বলিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং বেদনাস্থানে হস্তার্পণ করিয়া দেখিল, সে স্থান হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে!

রমণী এখনও পূর্ব্ববৎ হাসিতেছে। তাহার হস্ত-মধ্যে একটী বৃহৎ সূচ ছিল, তাহা দ্বারাই সে করিমের উরুদেশ বিদ্ধ করিয়াছিল!

মীর্ জাফর কহিলেন, "এখন উহাকে কি করা যায়? অসি দ্বারা ও হাড় কাটিতেও ঘৃণা বোধ হয়! উহাকে জীয়ন্তে কবর দেওয়া হউক।"

করিম মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল, "উহু—হু! না হুজুর, ও যখন হিন্দুর প্রেতিনী তখন উহাকে এই গঙ্গা-নদীর মধ্যেই ফেলিয়া দেওয়া হউক! উহু—হু, কি ভয়ানক কাঁটা! এখনও রক্ত বাহির হইতেছে!"

মীর্ জাফর কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র উহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দাও।"

সকলে মহা আস্ফালন পূর্ব্বক ধরাধরি করিয়া প্রেতিনীকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু সেই লোলচর্ম্মা ভীষণা রমণী সেই লম্বিত গর্দ্ধভাননে তখনও হাসিতেছিল!

পরদিন যুবরাজের আদেশে প্রাতঃকালেই বজ্‌রাগুলি খুলিয়া দেওয়া হইল। করিম খাঁ চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে বজ্‌রার বাহিরে আসিয়া, গঙ্গাপুলিনস্থ গোকুল রায়ের উচ্চ অট্টালিকার

প্রতি দৃষ্টি করিয়া, "ও আল্লা! আবার ঐ সেই প্রেতিনী!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! আমিনদ্দীও চাহিয়া দেখিল, সত্যই গত রাত্রের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি এখনও গোকুল রায়ের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া! সে মূর্ত্তি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিতেছে! আমিনদ্দী ভীত অন্তরে চীৎকার করিয়া, বজ্‌রার অভ্যন্তরে সবেগে প্রবেশ করিল। সকলেই ঘটনা জানিবার জন্য বাহির হইয়া উক্ত স্থান নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু আর কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিল। ভৌতিক কাণ্ড বায়ুতেই মিশাইয়া গিয়াছে!—কি ভয়ানক প্রেতিনী!—আর কাহাকে আক্রমণ না করিলেই মঙ্গল!

দেখিতে দেখিতে সাতখানি সুসজ্জিত বজ্‌রা, প্রভাত-হিল্লোলে সগর্ব্বে নিশান উড়াইয়া, হুগলী ছাড়িয়া রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। প্রেতিনী তখন পুনঃপ্রকাশিত হইয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে ছাদের উপর গড়াইয়া পড়িল!

প্রেতিনী গোকুল রায়ের ধাত্রী। সে গোকুল রায়ের সপ্ততিবর্ষীয়া কন্যা কমলিনীকেও প্রতিপালন করিয়াছে। দানবদিগের হস্ত হইতে কুলকামিনী কমলিনীকে রক্ষা হেতু, তাহার বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক, সেনাপতি-প্রেরিত লোকদিগের নিকট উক্তরূপে স্বেচ্ছায় ধৃত হইয়া যে অদ্ভুত কার্য্য করিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পরে গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া, আপন সন্তরণপটুতায় জীবনরক্ষা করিয়া গৃহে

প্রবেশ করিয়াছিল এবং প্রাতঃকালে ছাদে উঠিয়া বজ্‌রাগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, রজনীর হাস্যোদ্দীপক কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া হাসিতেছিল।

মহাপ্রতাপে, নৃত্য-গীতে ও আনন্দ-উৎসবে জয়পতাকা উড্ডীন্ করিয়া, সগর্ব্বে সপ্তখানি তরণী আনন্দে নাচিতে নাচিতে, তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া, মহামান্যা রাণী ভবানীর বাসস্থান বড়নগরে আসিয়া পৌঁছিল। সে সময় দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে। দিবাকর উচ্চ পদার্থে সোণার কিরণ মাখাইয়া দিয়া নীলাকাশ-সাগরে সোণার তনুখানি নিমজ্জিত করিতেছেন। সন্ধ্যাদেবী সুশীতল বায়ু আরোহণে সন্তর্পণে ধরণীপৃষ্ঠে অবতীর্ণা হইতেছেন। সন্ধ্যা-দেবীকে আগতা দেখিয়া, সহর্ষে দুই-চারিটি মধুরালাপে তুষ্ট করিয়া, বিহঙ্গগণ আপন আপন শান্তিময় কুলায় প্রবিষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকস্থ একখানি কৃষ্ণমেঘ নির্ম্মল আকাশের গাত্র আচ্ছা-দিত করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাকাশস্থিত সূর্য্যদেব কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার গায়ে স্বর্ণচূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া নীলাকাশসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

যুবরাজ সিরাজদ্দৌলা সেই শান্ত সময়ে সুবর্ণ-আসনে সুন্দর অঙ্গ রক্ষা করিয়া, সুশ্যামলা প্রকৃতির শোভা ধীর নয়নে দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে জাহ্নবীপুলিনস্থ রাণী ভবানীর ধবল সৌধের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল! তিনি সৌধশিখরে সতৃষ্ণ-নয়নে

কি দেখিলেন ?—সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসময়ে, মেঘচ্ছায়ায় আচ্ছাদিতা একটী সুরসুন্দরী, অপরূপ লাবণ্য বিকীর্ণ করিয়া,-তাঁহার মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া, সুধীরে উদ্ভাসিতা হইলেন! আমরি মরি! কোন্ বিধাতা সৌন্দর্য্য-সমষ্টি-সংযোগে এ ভুবনমোহিনীকে সন্তর্পণে গঠিত করিয়াছেন? সেই দেববালার লাবণ্যমণ্ডিত চন্দ্রবদন খানি উদ্গ্রীব! ঘনপল্লবযুক্ত বিশাল নেত্র সন্ধ্যা-গগনের প্রতি সংস্থিত। সুবঙ্কিম শ্বেত ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া, চতুর্দ্দিক্ এবং পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া, রাশীকৃত কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কেশরাশী লোহিত-বর্ণের নধর চরণ স্পর্শ করিয়াছে। সুমন্দ-বায়ুহিল্লোলে ধীর-পদনিক্ষেপ করিয়া সেই ক্ষীণাঙ্গী প্রাসাদ-শিখরে বিচরণ করিতেছেন। হায়! কুক্ষণে মুহূর্ত্তের জন্য সেই অতুলনীয় শীতল রূপের প্রভা যুবরাজ সিরাজের পাপ-নয়নপথে পতিত হইল! সিরাজ জানিতেন না যে, এই সুশীতল মেঘমণ্ডিত প্রচণ্ড বিদ্যুত্তাপ তাঁহাকে একদিন অঙ্গারে পরিণত করিবে! মদদর্পিত সিরাজ সেই বিশ্ববিমোহিনীকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যৌবনোন্মত্ত হৃদয় হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ঐ অপরূপ রূপযৌবন লাভের জন্য অধীর হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

লাবণ্যময়ী।

"প্রিয়তম, কোন্ দোষে দাসী দোষী? দোষ করিয়া থাকি, সমুচিত দণ্ড প্রার্থনা করি!"

প্রায় মাসাধিক হইল, সিরাজ রাজ্যপরিদর্শনান্তে মাতামহ-সকাশে আসিয়াছেন। কিন্তু সেই মোহিনীমূর্ত্তি লাভের আশায় অধীর চিত্তে নানা উপায় উদ্ভাবনে দিবা-রজনী নিয়ত বিব্রত ছিলেন, তাই এতদিন প্রিয় মহিষী লুৎফ-উন্নিসার পুনঃ পুনঃ সাদরাহ্বানও রক্ষা করিতে পারেন নাই। আজ লুৎফ-উন্নিসা পত্র লিখিয়া সানুনয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা আজ আপন মন্দিরে পতিকে সমাগত দেখিয়া, আনন্দ, লজ্জা ও অভিমানপূর্ণ প্রাণে, পতি-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া মৃদু-মধুর বচনে পূর্ব্বোক্তরূপ কহিলেন।

"দণ্ডিত হইব বলিয়াই উপস্থিত হইয়াছি, প্রিয়ে!—অপরাধী আমি। আমায় সমুচিত দণ্ড দাও। প্রিয়তমে, তোমার প্রেমের পুরস্কার কি দিব? সিরাজ নিতান্তই তোমার অযোগ্য।" যুবরাজ

সিরাজদ্দৌলা ইহা কহিয়া, লুৎফ-উন্নিসার কমলাননে সাদরে চুম্বন প্রদান করিলেন।

লুৎফ। সিরাজ, দাসীকে দর্শনদানে বঞ্চিত করিয়াছ কেন? তোমার প্রেমময় হৃদয় এখন কোন কার্য্যে অবসরবিহীন?

সিরাজ। কার্য্যাকার্য্যে অসমর্থ হৃদয়ে সত্যই প্রিয়ে, এখন অবসরাভাব।

লুৎফ। শক্তিশালী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণ যুবক—আমার হৃদয়েশ্বর—কি কারণে কার্য্যে অসমর্থ,—তাহা কি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর শুনিবার যোগ্য নয়? কোন্ ভাবনায় তোমার সুখময় প্রাণ আকুল হইতেছে, প্রাণেশ্বর?

সিরাজ। প্রিয়ে! তোমার প্রাণে তোমার সিরাজের প্রাণ এক সূত্রে গাঁথা। তোমার সুদূরদৃষ্টি সিরাজের অন্তরের সকলই দেখিতেছে, আমি না জানাইলেও সকলই জানিতেছে। তুমি ব্যতীত সিরাজের সমব্যথিতা আর কে আছে, প্রিয়ে? কিসে আমায় অবসাদগ্রস্ত করিয়াছে শুনিবে? রাজ্যপরিদর্শনান্তর রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, আমি বড়নগরের নিকট নৌকা রক্ষা করিয়াছিলাম। হিন্দুদিগের পরমপূজনীয়া, বিপুলবৈভবশালিনী রাণী ভবানীর নাম শুনিয়াছ কি? সেই বড়নগরেই তাঁহার বাসস্থান। গঙ্গাতটেই তাঁহার বসতি-প্রাসাদ। তন্নিকটে আমি নৌকা রক্ষা করিয়াছিলাম। সুশীতল সন্ধ্যা সময়ে আমি বায়ু-

সেবনেচ্ছায় নৌকার বাহিরে ছিলাম। সহসা সেই ধবল সৌধের প্রতি দৃষ্টি পড়িল!

লুৎফ। কি দেখিলে প্রিয়তম? ঐশ্বর্য্যসম্ভোগী রাজ্যেশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়,—দুনিয়ায় এমন কি বস্তু আছে?

সিরাজ। কি দেখিলাম?—কখনও যাহা দেখি নাই, দিবা-বিভাবরী অনিমেষে দেখিলেও যাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা মেটে না, সেই ভুবনমোহিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি পলকমাত্র দর্শন করিয়াছি! তাহাকে দেখিবার জন্যই, তোমার সিরাজ আজ উন্মত্ত! শুনিয়াছি, সে মোহিনী মূর্ত্তি রাণী ভবানীর এক মাত্র বিধবা কন্যা। তাহাকে লাভের জন্যই আমি সর্ব্বকার্য্যে উদাসীন এবং নিয়ত অধীর!

লুৎফ। দুষ্প্রাপ্য বস্তুর জন্য অধীর হওয়া তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য।—অসম্ভব! রাণী ভবানীর কন্যা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

সিরাজ। অসম্ভব?—আমার পক্ষে আশায় নিরাশ হওয়া একান্তই অসম্ভব। আমি সকল ছাড়িয়া—এমন কি তোমায় পর্য্যন্ত ছাড়িয়া—আজ এক মাস পর্য্যন্ত তাহার আশায় নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছি।

লুৎফ। প্রিয়তম, তুমি কি না বোঝ? খোদা তোমায় উপযুক্ত রাজশক্তি দিয়াই এই দুনিয়ায় রাজ্যেশ্বর করিয়া প্রেরণ করিয়া-ছেন। রাজশক্তি সকল শক্তির উপরে বটে; কিন্তু সেই শক্তি

ন্যায্য সীমার মধ্যে সংবদ্ধ। দাসীকে অধিকার দিয়াছ, তাই আজ সাহসী হইয়া বলিতেছি, অপরাধ লইও না। সেই মহামান্যা রমণীর প্রতি এরূপ অন্যায় প্রণালী অবলম্বন করিলে, রাজার অকর্ত্তব্য হইবে না কি ?

সিরাজ। না প্রিয়ে, আমি তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিব না। বিধিমতে তাহাকে আমি বিবাহ করিব।

লুৎফ। শুনিয়াছি, হিন্দুদিগের নিকট আমরা অস্পৃশ্য জাতি। আমরা যেমন 'কাফের' বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করি, তাহারাও তদ্রূপ আমাদিগকে 'যবন' বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। তবে আমরা রাজা, তাহারা প্রজা। কিন্তু রাজার হাতেই প্রজা-রক্ষার ভার রহিয়াছে।

সিরাজ। ছুনিয়ায় কেহ কাহারও অস্পৃশ্য নহে। আমার রাজ্যে এ ঘৃণিত প্রথা থাকিবে না।

লুৎফ। কিন্তু বহু প্রাচীন প্রথা, এত অল্প দিনে লঙ্ঘন করা ভাবী রাজার পক্ষে অশুভ হইতে পারে। শুনিয়াছি, হিন্দু-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রাণাধিক! কোন প্রকারেই যখন সেই রমণীরত্ন সুলভ নহে, তখন এই দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয় হইতে দূর করিয়া, চিত্ত দমন করিয়া সর্ব্বমঙ্গল সাধন কর।

সিরাজ। প্রিয়তমে, বাল্যাবধি সহচরী হইয়াও কি সিরাজ-চরিত্র জানিতে পার নাই ? সিরাজ-চিত্ত যে দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাই অচিরে আয়ত্ত করিয়াছে। সিরাজ-চিত্ত চিরদিনই অপরাজিত

ভাবে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, আমি সে কামিনীকে গ্রহণ করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিব।

লুৎফ-উন্নিসা কিছুক্ষণ সিরাজের বদন প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। যত্নরুদ্ধ বাষ্পে এবার সেই ঢল-ঢল কৃষ্ণ নয়ন উছলিয়া উঠিল! তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "দাসী তোমাকে অধিক কথা কহিয়া আর বিরক্ত করিবে না। তোমার সুখের হন্ত্রী হইয়া দাসী কদাচ সুখী হইতে চাহে না। প্রিয়তম, তোমার অসংখ্য শত্রু। একবার স্থির নয়নে সিংহাসনের প্রতি চাহিয়া দেখ,—কত তৃষিত নয়ন ঐ সিংহাসনের প্রতি সংবদ্ধ রহিয়াছে! ঐ রাজতক্তে বসিবার জন্য, কত ব্যক্তি রজনী জাগরণে কাটাইতেছে! প্রজা কর্তৃকই রাজা রাজোপাধিধারী। সুতরাং সেই প্রজা বিদ্রোহী হইলে, রাজার মঙ্গল কোথায়? প্রাণেশ্বর! এখন সকল বুঝিয়া যাহা মঙ্গল তাহাই কর।"

সিরাজ কহিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি যদি একবার সেই অলোকসামান্যা রমণীকে দেখিতে, তাহা হইলে তুমিও মোহিতা হইতে।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "প্রাণাধিক, তোমার কি রূপসীর অভাব? সকল দেশীয় রূপের বিপণী তোমার অন্তঃপুরে আবদ্ধ। কত রূপসী, অপরূপ রূপলাবণ্য লইয়া তোমার সম্ভোগ নিমিত্ত দিবা-রজনী লালায়িতা! প্রেমময়ী প্রমীলার অতুল রূপরাশী ভোগ

করিয়া কি তোমার রূপতৃষ্ণা মিটে না? আমি রূপগুণহীনা—অসার রমণী। কিন্তু নাথ, প্রেমপুত্তলী প্রমীলার প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া দেখ! সরলা বালিকা তোমার চিন্তা ভিন্ন কিছুই জানে না। আহা! সে তোমায় সমুদয় প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছে। তাহারই গর্ভে তোমার প্রথম সন্তান! তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রীতিবাক্যে, তাহাকে সন্তুষ্ট কর, প্রিয়তম,—ইহাই দাসীর নিবেদন।”

“প্রাণাধিকে, তুমি ব্যতীত আর এ প্রার্থনা সংসারে কাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? তোমার এই অসীম গুণেতেই ত দুর্দ্দান্ত সিরাজকে চির আবদ্ধ করিয়াছে!” সিরাজ মুগ্ধ অন্তরে লুৎফ-উন্নিসাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

প্রেমময়ী লুৎফ-উন্নিসা সিরাজের কমনীয় বদনে হৃদয়াবেগে চুম্বন দান করিয়া কহিলেন, “যাও প্রাণেশ্বর, প্রমীলার মন্দিরে যাও। সে এই গভীর রজনীতে তোমার আশায় জাগিয়া আছে। যাও প্রাণাধিক, প্রাণ ভরিয়া অতুল রূপসুধা পান কর গিয়া।”

“পিয়ারি, তবে তোমারি আদেশ পালন জন্য চলিলাম।”

সিরাজ হাসিমুখে লুৎফ-উন্নিসার মুখচুম্বন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গমননিরত সিরাজের প্রতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কহিলেন, “জীবনবল্লভ আমার! তোমার সকল আপদের আশান্ করিয়া কবে এ জীবনের শেষ

করিব ?" ইহা কহিয়া, বিষাদভরে উচ্ছলিত স্ফীত বক্ষ কোমল করপল্লবে চাপিয়া, উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুকোমল শয্যায় সৌন্দর্য্যময় শরীর ঢালিয়া শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে সজল-নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল। কিন্তু নিদ্রার পরিবর্ত্তে তিনি চিরবাঞ্ছিত সিরাজ-মূর্ত্তি মানস-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন !

যামিনী শেষ হইয়া আসিয়াছে লুৎফ-উন্নিসা শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক বাতায়ন-সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন,—ঘুমঘোরে শশধর অবশ দেহে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সুশীতল পবন গঙ্গাস্নাত হইয়া, নিম্নস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে সদ্যপ্রস্ফুটিত নানাবিধ পুষ্পগন্ধ চুম্বন পূর্ব্বক, ধরণী-গাত্রে সৌরভ ছড়াইতেছে। দুইটা পিকপক্ষী তখনও চম্পক-বৃক্ষে বসিয়া "কুহু কুহু" করিয়া ডাকিতেছিল। দেখিতে দেখিতে নিশানাথ, তারাসহচরীদিগকে সঙ্গে লইয়া, আকাশ-গাত্রে বিলীন হইলেন। তরুণ প্রভাকর সপ্তকিরণে মণ্ডিত হইয়া হাসিতে হাসিতে, পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া, ভুবন-গাত্র আলোকে ভূষিত করিল। অমনি বিহঙ্গগণ মধুর স্বরে জয়গীতি গাহিয়া উঠিল।

লুৎফ-উন্নিসা, ডাকিলেন, "জেহন, জেহন, শীঘ্র এসো !"

জেহন শয্যা ত্যাগ করিয়া সত্বর পদে বেগমের সম্মুখে আসিয়া কুর্নীশ করিয়া দাঁড়াইল।

বেগম ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "জেহন, ধন্য তুমি ! এখনও তোমার চক্ষে ঘুমের ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে, দেখিতেছি !"

জেহন বেগমের মুখের প্রতি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ! বেগম সাহেবা কি ঘুমান নাই?"

বেগম একটু হাসিয়া কহিলেন, "জেহন, আমার নশিব নিয়া, তোর নশিব আমায় দিতে পারিস? তাহা হইলে, আমি একবার অঘোরে ঘুমাইয়া লই!"

জেহন বেগমের মুখের প্রতি চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ? প্রমীলা বেগমের মহলে একবার যাও। জানিয়া আইস, যুবরাজ এখনও সেখানে আছেন কিনা।"

জেহন নিরুত্তরে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "নিশাশেষে তিনি রাজমহলে চলিয়া গিয়াছেন।"

বেগম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, "জেহন, তবে চল, প্রমীলার ভাগ্য দেখিয়া আসি।"

লুৎফ-উন্নিসা জেহনকে লইয়া প্রমীলা বেগমের মহলে গমন করিলেন। প্রমীলার সহচরী, তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল। লুৎফ-উন্নিসাকে সমাগতা দেখিয়া মহাসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। লুৎফ-উন্নিসা মৃদু হাসিয়া প্রসন্ন বদনে সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরলা, প্রমীলা বেগম কোথায় আছেন?"

সরলা অবনতমস্তকে ও বিনীত ভাবে কহিল, "গৃহ মধ্যে।"

লুৎফ-উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, প্রমীলা সুন্দরী, স্বর্ণপালঙ্কে সুকোমল শয্যায় নবনীত অঙ্গ ঢালিয়া, প্রভাতে মুদ্রিতা কুমুদিনীর ন্যায় নিদ্রিতা রহিয়াছেন। জানিনা, কোন্ সুখের স্বপনে প্রমীলার বিম্বাধরে ঈষৎ হাস্যের রেখা বিভাসিত হইতেছে! তাঁহার গৌরবর্ণ কণ্ঠদেশে শুভ্র গজমতিহার অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে। কর্ণে হীরক-দুল দুলিতেছে। মৃণালহস্তে দুইগাছি হীরকবলয় প্রভাবিস্তার করিতেছে। একখানি নীলবর্ণের সূক্ষ্ম রেশমী বসন, প্রমীলার ক্ষীণ কটি বেষ্টন করিয়া সোণার অঙ্গ অর্দ্ধাবৃত রাখিয়াছে। কুঞ্চিত-কুন্তলরাশী, বায়ুবিক্ষিপ্ত মেঘমালার ন্যায়, অসংযতরূপে তাঁহার শিরদেশে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। ঠিক্ যেন সারা রাত্র বিনিদ্র থাকিয়া, শরতের পূর্ণ শশধর, মস্তকে শীতল মেঘ লইয়া নীলাম্বর-গাত্রে ঘুমঘোরে ঢলিয়া পড়িয়াছে! সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বেগম লুৎফ-উন্নিসা শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অনিমেষে সেই অতুল রূপরাশী দেখিতে লাগিলেন। যত দেখেন ততই তাঁহার নয়নে সেই সুনির্ম্মল সৌন্দর্য্যলহরী উথলিয়া উঠিতে লাগিল!

লুৎফ-উন্নিসা অঙ্গুলীসঙ্কেতে সহচরীকে কহিলেন, "দেখ জেহন, দেখ, জগতের সকল সৌন্দর্য্য-খনি খুঁদিয়া, সুনিপুণ তুলিকায় খোদা কি অতুল সৌন্দর্য্যসমষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন! আমরি, মরি! শত চন্দ্র

ছানিয়া, বুঝিবা এ মধুময়ীকে শ্রেষ্ঠ জনের সম্ভোগ নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন!—প্রাণাধিক! এত সৌন্দর্য্য সম্ভোগেও কি তোমার প্রাণের পিপাসা মিটে না? বুঝিয়াছি নাথ, সম্ভোগী চিত্ত যত পায় তত চায়। প্রিয়তম! খোদা করুন তোমার চিত্ত ইহাতেই শান্ত হউক। এ ভুবন-দুর্ল্লভা অনুপমার কাছে আর কি কিছু আছে? জেহন, সত্য বল, এ রূপের কি উপমা আছে?"

জেহন কহিল, "সত্যই বেগম সাহেবা, এ রূপ ভুবনে অতুলনীয়।"

প্রমীলা সুন্দরী তাঁহাদের মৃদু কথোপকথনে জাগরিতা হইলেন, এবং অনুরাগরঞ্জিত নেত্র উন্মীলন করিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে সমাগতা দেখিয়া সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিলেন, ও ত্রস্ত অসংযত বসনে অঙ্গ আবৃত করিলেন। পরে সসম্ভ্রমে লুৎফ-উন্নিসার হাত ধরিয়া আপন পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "সুপ্রভাত!—আজ আমার কি অসীম সুপ্রভাত!"

লুৎফ-উন্নিসা প্রমীলার একখানি নবনীত-হস্ত আপন হস্তে লইয়া মমতাময় কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার নিত্য সুপ্রভাত হউক। প্রিয় প্রমীলা, তোমার কুশল ত?"

প্রমীলা। রাজ্যেশ্বরীর অনুগৃহীতার অকুশল অসম্ভব। ::দিদি, আপনার প্রসাদে আমি পরম সুখে সময় কাটাইয়া থাকি।

লুৎফ। প্রমীলা, এই লোকাতীত লাবণ্যচ্ছটায় কি তোমার সেই সুন্দর প্রেমিককে বাঁধিতে পারিয়াছ?

প্রমীলা। লাবণ্যের অভাব কি? নিত্য নিত্য, কত নূতন লাবণ্যময়ী তাঁহার সুন্দরতম হৃদয়ের অধীশ্বরী। আমি ক্ষুদ্রা—সামান্যা হইতেও সামান্যা মাত্র।

লুৎফ। খোদা তোমায় অসামান্যা করুন! প্রমীলা, তোমার গর্ভস্থ সন্তান সিরাজ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়া, তোমায় রাজমাতা করিয়া, ভবিষ্যতে যেন রাজ্যেশ্বর হয়!

প্রমীলা। দিদি, দিদি, আমি আপনার চিরানুগতা দাসী। আপনি ভিন্ন প্রমীলার এ সংসারে হিতাকাঙ্ক্ষিণী কে আছে? আপনি পুণ্যশীলা, রাজ্যেশ্বরী। আপনার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদে সকলি সম্ভব সত্য,—কিন্তু তাঁহার কত মহিষী, কত সন্তান হইবে!

প্রমীলার কণ্ঠ লজ্জায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। সলজ্জ নয়ন দুইটী নত হইয়া পড়িল।

লুৎফ। তাঁহার অনেক আছে সত্য; কিন্তু অগণ্য নক্ষত্র, এক চন্দ্রের নিকট নগণ্য নহে কি? দিল্লীতে চিরদিন হিন্দুমহিলাদিগের গর্ভজাত সম্রাট্-সন্তানগণই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালায় তাহার অন্যথা হইবে কেন?

প্রমীলা। দিদি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি সন্তানবতী হউন। সেই সন্তানই সিংহাসনের উপযুক্ত অধিকারী হইবে। আমি চিরদিন আপনার আশ্রিতা থাকিলেই সুখী হইব।

লুৎফ। আমার সন্তানের সম্ভাবনা নাই। আমার কিছুমাত্র সে অভিলাষ নাই! তোমার সন্তান দ্বারাই আমার সন্তানাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। তোমার গর্ভেই সিরাজের প্রথম সন্তান,—সে-ই রাজ্যের যোগ্য অধিকারী। এ বিষয়ে খোদার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।—এখন বল দেখি, নবাবের চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় কি কিছু শুনিয়াছ?

প্রমীলা। শুনিয়াছি। মহামান্যা রাণী ভবানীর ব্রহ্মচারিণী, দেবীসদৃশী কন্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে!

লুৎফ। এ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে তোমার কোন কথা হইয়াছিল?

প্রমীলা। হাঁ। সভয়ে দুই একটী মাত্র কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু বুঝিলাম, এ বিষয়ে তিনি অবিচলিতচিত্ত!

লুৎফ। তবে এই অসীম সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেও তিনি অবিচলিত রহিয়াছেন?

প্রমীলা। হাঁ দিদি, তিনি সে বিষয়ে অবিচলিত! সূত্রে কি সিংহ আবদ্ধ হয়? তৃণাগ্রে কি হস্তী বাঁধা যায়? দিদি, আপনি যাহা পারেন নাই, তাহা—অধম আমি—আমার কি সাধ্য?

প্রমীলার আঁখি দুটি জলে পূরিয়া আসিল। তিনি লুৎফ-উন্নিসার মুখের প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন মনে কহিলেন, "এই মধুময় লাবণ্য-প্রবাহে সন্তরণ করিয়াও তাঁহার সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটিল না!" পরে প্রমীলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,

"দিদি আমার, তুমি অন্তর্ব্বেদনা দূর কর। তোমার সিরাজ, তোমারি থাকিবে।"

"দিদি, আপনার সিরাজ, আপনার দুর্লভ স্বর্গীয় প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিয়া, আপনার পবিত্র হস্তে চির আবদ্ধ হউন,—ইহাই আপনার অনুগতা প্রমীলার চিরাভিলাষ!".

লুৎফ-উন্নিসা, সাদরে প্রমীলার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "পিয়ারি আমার, আমি যদি সিরাজ হইতাম, তোর এই লাবণ্যগঠিত তনুখানি হার করিয়া চিরদিনের জন্য, হৃদয়ে দোলাইয়া রাখিতাম!" ইহা বলিয়া প্রমীলার সেই প্রেমরঞ্জিত মুখখানিতে চুম্বনসুধা দান করিলেন। তৎপরে প্রমীলার কুঞ্চিত কুন্তল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে করিতে কহিলেন, "প্রমীলা, তোমার সহচরী সরলাকে আজ মধ্যাহ্নে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও ; বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

এই বলিয়া জেহনের সহিত নিজ মহলে প্রস্থান করিলেন।

লুৎফ-উন্নিসার অভিপ্রায়ানুসারে প্রমীলা স্বীয় সহচরী সরলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

অনেকক্ষণ অবধি তাঁহারা কি পরামর্শ করিতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসা চিন্তিত বদনে কহিলেন, "সরলা, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আর অধিক কি বলিব? যাহাতে রাজার হিত ও রাজ্যের কল্যাণ হয়, এরূপ বাক্য দ্বারা সেই মহামান্যা রাণীর প্রসন্নতা লাভে যত্নবতী হইবে।"

সরলা। আপনার অভিলাষ সম্পাদন করিতে এ দাসী সদাই প্রস্তুত।

লুৎফ। সরলা, সেই রমণীরত্ন লাভের যদি কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত, তবে সিরাজ-হৃদয়ের তৃপ্তি সম্পাদনে আমি কখনই কুণ্ঠিতা হইতাম না।

সরলা। মুসলমানের ছায়াস্পর্শেও হিন্দুদিগের গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ। হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্যই একমাত্র অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। পবিত্রপ্রাণা বিধবাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র, লোকাচার প্রভৃতি সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। যে কোন ব্যক্তি ঐ পবিত্র দেহের প্রতি পাপ নয়নে দৃষ্টিপাত করিবে, অধম হইতে উচ্চতম হিন্দুমাত্রেই মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইবে।

লুৎফ। এখন বল, যুবরাজের এই পাপ সঙ্কল্প কল্পনায় পরিণত করিবার জন্য যে উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহা উপযুক্ত নহে কি?

সরলা। আপনার সদ্বুদ্ধি-সম্ভূত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এ কার্য্যের ইহা হইতে উত্তম উপায় আর কি হইতে পারে?

লুৎফ। বেলা অবসান হইয়াছে, তবে তুমি যাও। সেই মহিয়সী মহিলার নিকট অন্তরের অভিলাষ সসম্মানে ব্যক্ত করিও।

সরলা। চলিলাম। জগদীশ্বর বেগমসাহেবার মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল করুন।

সরলা লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কক্ষনিষ্ক্রান্তা হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দূতি।

রজনী এক প্রহর অতীত হইয়াছে। বড়নগরে, প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যময়ী রাণী ভবানীর উচ্চতর ধবল প্রাসাদের অভ্যন্তরে, একটী বিস্তৃত কক্ষমধ্যে বিপন্নের পীড়ানাশিনী, ক্ষুধিতের অন্নদায়িনী, বিদ্যার্থীর সাহায্যকারিণী, ধর্ম্মপিপাসীর চিরসঙ্গিনী, দীন-হীন দরিদ্রের দয়াময়ী জননী, স্বদেশানুরাগিণী, ভগবৎপ্রেমোন্মাদিনী মহারাণী ভবানীদেবী সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে একখানি মৃগচর্ম্মাবৃত আসনোপরি জপমালা হস্তে শুভ্রবসনাচ্ছাদিতা হইয়া সমাসীনা। তাঁহার সম্মুখে ঐরূপ পৃথক্ আসনে শীতলোজ্জ্বল দীপ-সম্মুখে, বিধাতার সুনিপুণ-তুলি-নির্ম্মিতা, সুরসুন্দরী কন্যা তারাদেবী উপবিষ্টা হইয়া নিবিষ্ট মনে ভাগবৎ মহাগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে কয়েকটী রমণী জপমালা হস্তে একাগ্রচিত্তে পাঠ শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। অগুরুচন্দন ও ধূপধূনার সুগন্ধ নানাজাতীয় পুষ্পস্তবক ও কুসুমহারের পবিত্র গন্ধে একীভূত হইয়া, কক্ষমধ্যে এক স্বর্গীয় সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ

হইতে শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীর শুভ্র চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতেছে, এবং তৎসঙ্গে মৃদুমন্দ সুশীতল দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

একটী প্রতিহারিণী আসিয়া করযোড়ে কহিল, "দ্বারদেশে একটী রমণী মহারাণীর সাক্ষাৎ আশায় দণ্ডায়মানা। তাহার প্রতি কি আদেশ হয় ?"

রাণী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "লইয়া আইস।"

অল্পক্ষণ মধ্যে প্রতিহারিণীর সহিত সরলা গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, রাণীকে ভক্তিবিনম্রমস্তকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইল। রাণী তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

সরলা কহিল, "দেবি, নির্জ্জনে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করি।"

রাণীর ইঙ্গিতে অন্যান্য রমণীবৃন্দ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

সরলাকে উপবেশনে আজ্ঞা প্রদান করিয়া রাণী কহিলেন, "এখন তুমি অসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করিতে পার।"

সরলা সবিনয়ে কহিল, "আমি হীরাঝিলস্থ নবাব-অন্তপুর হইতে প্রধানা-বেগম লুৎফ-উন্নিসা কর্ত্তৃক নিয়োজিতা হইয়া আসিয়াছি।"

রাণী আর একবার তাহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমার এ ছদ্মবেশ ধারণের এবং হিন্দু আচরণ দেখাইবার কারণ কি ?"

সরলা কহিল, "আজ্ঞা, এ দাসী হিন্দুললনা।"

তারাদেবী বিস্মিতভাবে কহিলেন, "যবন-অন্তপুরে হিন্দুললনা!"

রাণী কহিলেন, "যবন যখন রাজা, দেশের সকলি তাহাদের করায়ত্ত। সুতরাং এস্থলে বিস্ময়ের বিষয় কি মা?—বল, বাছা, তোমার নিজের পরিচয় প্রথমে প্রকাশ কর।"

সরলা বলিতে লাগিল, "আমার নাম সরলা। আমি রাজা মোহনলালের জননীর সহচরী কোন কুলীন ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাতা কন্যা। দুই বৎসরের শিশু রাখিয়া মাতা পরলোক গমন করিলে, রাজমাতা মোহনলালের জননীই, এ অভাগীকে পালন করেন। তৎপরে তিনিও অষ্টমবর্ষীয়া এক বালিকা রাখিয়া লোকান্তরিতা হইলেন। আমি তখন দ্বাদশবর্ষীয়া। আমি তাঁহার সেই অতুল-লাবণ্যময়ী বালিকা কন্যাকে নিয়ত বক্ষে বক্ষে রাখিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে রাজা আমাকে পাত্রস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। পিতাকে কখনও নয়নে দেখি নাই। জঘন্য-কৌলীন্য-প্রথা-প্রপীড়িতা, জনমদুখিনী মাতার কষ্টের বিষয় ভাবিয়া, জন্মের মত সাধের বিবাহে জলাঞ্জলি দিয়া, সোদর-সদৃশ স্নেহময় রাজার নিকট কাতর কণ্ঠে পরিণয়ে অসম্মতি জানাইলাম!" সরলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল।

রাণী দুঃখিত চিত্তে কহিলেন, "তাহার পর তোমার ভাগ্য-বারি কোথায় গড়াইল?"

সরলা পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিল, "তৎপরে রাজা ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী ভগ্নী প্রমীলাকে যুবরাজ সিরাজের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা করিলেন। সেই প্রেমপুত্তলী প্রাণসখী প্রমীলার মমতা পরিত্যাগে অশক্তা হইয়া, তাঁহার সহিত স্বেচ্ছায় সপ্তদশ বর্ষের সময় মুসলমান-অন্তপুরে আবদ্ধা হইয়াছি!"

তারা। মাতঃ, একি ঘৃণিত কথা! পবিত্রা হিন্দুমহিলা, দুরাচারী অপবিত্র মুসলমানের বনিতা! জগতে কি হলাহল ছিল না? স্বেচ্ছায় মুসলমানে ভগ্নীদান! দানবকণ্ঠে পারিজাত-মালা!

রাণী। সত্যই সরলা, রাজকৃপাভিখারী সেই হিন্দুকুলকলঙ্ক রাজা মোহনলালকে শত ধিক্! তোমারও ভাগ্যফল দৃষ্টে মর্ম্মপীড়িতা হইলাম। এখন বল, বেগম লুৎফ-উন্নিসার তোমায় এখানে প্রেরণ করিবার কারণ কি?

সরলা। আপনার কর্ণে যুবরাজের অভিপ্রায় কি কিছু প্রবিষ্ট হইয়াছে?

রাণী। হাঁ, দুরাচার সিরাজের অপরিসীম স্পর্দ্ধার কথা, তাহার অযথা প্রার্থনা আমার কর্ণে পঁহুছিয়াছে! বেগমও কি সেই পাপ-কার্য্যের সাহায্যকারিণী হইয়া তোমাকে দূতি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন? তাহা যদি সত্য হয়, তোমার কথা অশ্রাব্য! তুমি সেই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রকাশের পূর্ব্বেই বিদায় হইতে পার।

সরলা। না দেবী, সেই মহামতি মহিলার প্রস্তাব অন্যরূপ। যুবরাজের দুর্দ্দমনীয় চিত্তবিকারের বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করাইয়া, সতর্ক করিবার ইচ্ছাতেই আপনার নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। দেবি, আপনি যুবরাজের অভিপ্রায় কতদূর জ্ঞাত হইয়াছেন, আপত্তি না থাঁকিলে দাসীর নিকট প্রকাশ করুন।

রাণী। সেই দুর্দ্দান্ত, অপরিণামদর্শী মোহান্ধ যুবকের হাস্যকর প্রলাপ-প্রস্তাব শুনিবে? সে অর্থবিনিময়ে আমার তারার অমূল্য রূপরাশী ক্রয় করিতে চাহিয়াছে।

"কি নিদারুণ কথা! ইহা শুনিয়া তোমার অধম কন্যা এখনও জীবিত আছে?" ইহা কহিয়া ঘৃণা-উদ্দীপক বদনে ও সজল-নয়নে তারাদেবী মাতার মুখের প্রতি সকাতরে দৃষ্টি করিলেন।

সরলা কাতর হৃদয়ে কহিল, "ক্ষমা করুন দেবি, ক্ষমা করুন!"

রাণী। অবশ্য ক্ষমাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। কিন্তু সরলা, কর্ম্মফল সকল কার্য্যের সঙ্গে ধ্রুব সত্যরূপে লাগিয়া আছে। লোকান্তরেও ইহা অচ্ছেদ্যভাবে সঙ্গের সঙ্গী হয়। পুরুষানুক্রমেও ইহার ফলাফল প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীবের পক্ষে ইহা অলঙ্ঘনীয় বিধান। অগ্নির দাহ্য ধর্ম্ম অপরিহার্য্য নিয়ম। ইহার সংস্পর্শে, তৃণাগ্র হইতে উচ্চতম মহীরুহ পর্য্যন্ত ভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। এমন কি অজ্ঞান শিশুও যদি না জানিয়া ইহাতে হস্তার্পণ করে, অগ্নির দাহিকা শক্তির তাহাকে রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। সে জ্বলিবে,

পুড়িবে ইহা নিশ্চয়। অগ্নিতুল্যা, পরমারাধ্যা সীতাদেবীর প্রতি পাপনয়নে দৃষ্টি করিয়া, মহাপ্রতাপান্বিত মদগর্ব্বিত লঙ্কেশ্বর সেই ঘোর দুষ্কর্ম্মের ফলে সবংশে নিহত হইল, ইহা কি জান না সরলা ?

সরলা। জানি মাতঃ। জানি বলিয়াই যুবরাজের এবং তাঁহার কার্য্যফলভাগিনীদের পরিণাম ভাবিয়া অধীর হইয়াছি। যুবরাজের শুভাশুভজ্ঞানবিহীন, যৌবনোন্মত্ত, অপরাজিত চিত্ত একবার যেদিকে প্রবাহিত হয়, সেই দিকেই দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রধাবিত হইয়া থাকে। তিনি বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মপ্রাণা বেগম লুৎফ-উন্নিসার সদুপদেশ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি—যে কোন উপায়েই হউক—তারাদেবীকে লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন !

রাণী। সেই জ্ঞানহীন দানব তবে সত্যই আপনার মৃত্যুবাণ, আপনার কলুষ হস্তে সন্ধান করিয়াছে ? ইহা তাহার নিষ্ঠুর হৃদয়ের প্রজা উৎপীড়ন নহে, অথবা বিলাসোন্মত্ত প্রাণের অযথা অর্থ-পিপাসাও নহে। যে অপ্রাপ্য রত্নের প্রার্থনা সে করিয়াছে, রত্নপূর্ণ জগৎসাম্রাজ্যের বিনিময়েও সে স্বর্গের অমূল্য রত্নলাভ অসম্ভব জানিও। রাজার সম্মান তাহার নিজের হস্তে। রাজভক্ত প্রজাগণ অকৃত্রিম রাজসম্মান দেখাইতে পারিলে, সংসারে সৌভাগ্যবান্ ভাবিয়া অন্তরে সুখী হইয়া থাকে। "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট"—এই প্রবাদ অতি সত্য। প্রজাদ্রোহী স্বার্থপর নিষ্ঠুর রাজার পাপেই

দেখা যায়, পূর্ব্বাপর রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে। প্রজার ধন, মান, প্রাণ—সকলি রাজার হস্তে গচ্ছিত। সেই গচ্ছিতধনাপহারী পাপাত্মা রাজার কল্যাণ একান্ত অসম্ভব। হতভাগ্য যুবকের ভাবী ফল বড়ই ভীষণ!

সরলা। হাঁ দেবি, বড়ই ভীষণ। আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার সুমতি হউক। তিনি হিন্দুধর্ম্মের রীতিনীতি কিছুই পরিজ্ঞাত নহেন। তিনি বেগমকে ইহা বলিয়া প্রবোধ দিয়াছেন যে, তিনি তারাদেবীকে অবৈধভাবে গ্রহণ করিবেন না,—ধর্ম্মতঃ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

তারাদেবী উত্তেজিতভাবে কহিলেন, "কি জঘন্যতর ঘৃণিত কথা! উঃ এত স্পর্দ্ধা! দূতি, অগ্নির কি দাহিকা শক্তি নাই? কালসর্প কি বিষহীন হইয়াছে? মা গঙ্গা কি কোল দিতে বিমুখ হইয়াছেন? যমরাজ কি গ্রহণ করিতে কৃপণ হইয়াছেন?—কদাচ নহে! অক্ষয় বিধির বিধান সমভাবেই সংসিদ্ধ হইতেছে! নিয়মিত ভাবে দিবা-রজনী হইতেছে, চন্দ্র-সূর্য্য উঠিতেছে! জীবনজুড়ান কলঙ্কনাশন, প্রিয়তম মৃত্যুই আমার সহায়। নিশ্চয় জানিও সরলা, আমি তাহার সেই গর্ব্বোন্নত মস্তকে পদাঘাত করিতেও ঘৃণাবোধ করি।

লজ্জায় ও ঘৃণায়, ক্রোধে ও অভিমানে মর্য্যাদাময়ী, তেজস্বিনী, যুবতী তারাদেবীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

রাণী। যে রাজা প্রজার ধর্ম্ম-নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি না জানিয়া রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তাহার রক্ষার বিষয়ে যত্নবান্ না থাকে, সে নিশ্চয়ই বালির গৃহনির্ম্মাণ করে। সে অর্ব্বাচীন কখনই রাজা হইবার যোগ্য নহে। হায়, দুরাত্মা এতই উন্মত্ত হইয়াছে? সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ? পবিত্র যজ্ঞঘৃতে অস্পৃশ্য কুক্কুরের আকাঙ্ক্ষা? দেখ, দূতি, আমার যোগ-তপস্যা, সাধন-ভজন, নিষ্ঠা-পবিত্রতা, এবং পুণ্যব্রতাদির জীবন্ত সাক্ষি-রূপার প্রতি চাহিয়া দেখ!—হিন্দুনারী অগ্নিস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত সত্যদেবতাকে সাক্ষী করিয়া, অনন্ত দিনের জন্য পবিত্র-পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহা বালকের ক্রীড়াকৌতুক নহে। হিন্দুর পবিত্র পরিণয় চির-অচ্ছেদ্য। সেই লোকান্তরিত পতিকামনাতেই ইহাদের এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ। যেমন দুর্লভ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, সেইরূপ কঠোর তপস্যা। বেশবিন্যাসবিহীনা, নিরাভরণা হিন্দুবিধবার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পবিত্র শুক্লবসন ও পৃষ্ঠগত আলুলায়িত রুক্ষ কেশজাল প্রতি মুহূর্ত্তে পরলোকগত স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে! হিন্দুবিধবার আহার-বিহারে, শয়ন-স্বপনে—নিত্যনৈমিত্তিক সকল কার্য্যেই নিয়ত, প্রত্যক্ষে সেই চিরবাঞ্ছনীয় পতিদেবতার স্মৃতি আনিয়া দিতেছে! ব্রহ্মচারিণীর স্বামী তপ-জপ, স্বামীই ধ্যান-ধারণা হইয়া, সাধনের ধন জগৎ-স্বামীকে লাভ করিয়া, সকল আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি করিতেছে। ধনরত্নপূর্ণ অসীম

ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে অবস্থিতি করিলেও এই পুণ্যব্রতধারিণী দেবীর ভোগবিহীন চিত্তে কামনা নাই—স্পৃহা নাই! বৈভবময়ী ধরণীতলে, মানবদেহ ধারণ করিয়া হিন্দুবিধবার ন্যায় এমন পরিশুদ্ধ সত্য-ব্রত আর কে গ্রহণ করিতে পারে? এ গুঢ় তত্ত্ব কে বুঝিবে? বাসনানুগামী বিধর্ম্মী ইহার অন্তরস্থ মর্ম্ম কি বুঝিবে? মোহান্ধ ক্ষিপ্ত যুবক আমায় অর্থের প্রলোভন দেখাইয়াছে! বাতুল জানে না, দিনান্তে একমুষ্টি তণ্ডুল আমার উপভোগ্য পদার্থ! রাজপথস্থ ধূলীরাশী ও অর্থরাশী আমার নিকট সমতুল্য!

তারা। সরলা, শুনিয়াছি, সেই দুরাচারের অন্তঃপুরে শতাধিক বেগমের অবস্থিতি। কাহারও সহিত হয়ত সে একটীবার মাত্র সম্ভাষণ করিয়াই উচ্ছিষ্ট পাত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে! তাহাদের ভাগ্যে আর তাহার দর্শন ঘটে নাই। তবে সেই নিরপরাধিনী রমণীগণ পত্যন্তর গ্রহণে বিমুখ রহিয়াছে কেন? যোগ-নিষ্ঠ হিন্দুগণ ইহ-পরকাল দিব্যনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহলোকের দুই দিনের শারীরিক সম্পর্ক ভিন্ন হইলেও, তাহাদের পবিত্র প্রণয়-সূত্র ছিন্ন হইবার নহে।

রাণী। সরলা, ধর্ম্মলাভই যদি মানব-জীবনের মোক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে সাধন-ভজনই তাহার একমাত্র উপায়। সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য,—পঞ্চ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে এবং দুর্দ্দান্ত রিপুগণকে স্ববশে আনিয়া, সেই বহু সাধনের ধন ভগবানের চরণে চিত্ত সমর্পণ

করা। সেই রিপু-অনুগামী চঞ্চল চিত্তাগ্নিতে যে ধর্ম্ম, যে নীতি, যে সমাজ প্রতিবন্ধকরহিত হস্তে নিরন্তর আহুতি প্রদান করে, তাহার ন্যায় ধর্ম্মদ্রোহী এ ভুবন-মধ্যে আর কে হইতে পারে? বিপন্নের পীড়ানাশিনী, ভবের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, বাসনাবর্জ্জিতা, পবিত্রতাময়ী বিধবাবালা, এই স্বার্থান্ধ সংসার-মধ্যে দেবাদিষ্ট ও মুক্তিপ্রদ নিষ্কাম-ধর্ম্মে নিরতা থাকিয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই দেখাইতেছে! হায়! পাপাত্মাদিগের মোহান্ধ নয়ন একবার ভ্রমেও ঐ মহিমাময় দৃশ্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না!

তারা। এই পাপেই যবন-রাজ্য রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! সেই দুঃসাহসী, পাপিষ্ঠ সিরাজের দিন কি এমনিই যাইবে?— কখনই না। মাথার উপরে ধর্ম্মরাজ ন্যায়-দণ্ড হস্তে সর্ব্বসাক্ষিরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। অবশ্যই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন তাহাকে করিতে হইবে!

সরলা। দেবি, ক্ষমা করুন! দয়া করিয়া অভিশাপ প্রদানে ক্ষান্ত হউন। আপনাদিগের ন্যায় পুণ্যপ্রাণাদিগের নিকট যুবরাজ সর্ব্বদাই ক্ষমার যোগ্য। আপনাদিগের অভিশাপে তাঁহার কি না হইতে পারে?

রাণী। অবশ্য সে কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দিনান্তে পুঞ্জ পুঞ্জ অভিশাপ তাহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে না কি? তারা আমার যথার্থই বলিয়াছে, ধর্ম্মরাজের ন্যায়-বিচারে বুঝিবা তাহার নিষ্কৃতি একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিবে!

সরলা। মাতঃ, আপনি ক্ষমা করুন! রাজকুমারি, ক্ষমা করুন! তাহার একার জীবনে শত ভাগ্যহীনার জীবন গ্রথিত! আহা! তাহাদের কোন অপরাধ নাই।

রাণী। নিরপরাধিনী রমণীগণের দুঃখে সত্যই ক্লেশ হয়, সরলা! কিন্তু ন্যায়ের নিকট ক্ষমার মস্তক নত হইয়া পড়ে। বিচারে ন্যায়ই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন।

সরলা। দেবি, আপনাদের মূল্যবান অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিলাম। কিন্তু মাতঃ, আমি নিজে আপনাদিগের নিকট অপূর্ব্ব উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে এই উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন? সেই বুদ্ধিমতী বেগমের নিকট তাহা প্রকাশের কোন বাধা না থাকিলে শুনিয়া যাইতাম, এবং অনুমতি হইলে তাঁহার উপদিষ্ট উপায় ব্যক্ত করিয়া যাইতাম। দেবি, সিরাজ-সিংহের হস্তবিমুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন।

রাণী। ভবানী ত্রিসংসারে কাহাকেও ভয় করে না। শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে যাহার আত্মা বিক্রীত হইয়াছে, ধর্ম্মের জন্য যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, ভূমণ্ডলে তাহার কিসের ভয়?—সে দুর্ব্বৃত্ত আপন অহঙ্কারে আপনি বিনষ্ট হইবে। ভবানীকে অভয়া ভবানী রক্ষা করিবেন। আমার তারাকে জগৎতারিণী উদ্ধার করিবেন। তুমি বেগমকে বলিও—জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপা তারার ছায়া স্পর্শ করিতে সে দুর্ব্বৃত্তের কখনই সাধ্য হইবে না।

মৃণালহস্তদ্বয়ে দেহাবৃত কেশজাল অপসারিত করিয়া, মেঘোন্মুক্ত শশীর ন্যায় পূর্ণেন্দুবদন প্রকাশিত করিয়া, তারাদেবী কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "সরলা, শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—আত্মহত্যায় পাপ। কিন্তু ধর্ম্মরক্ষাহেতু আত্মহত্যা করিলে দ্বিগুণ ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। সুপবিত্র হিন্দুরক্তে—শুধু তাহা নহে—জগন্মান্য ঋষিবংশে আমার জন্ম। মৃত্যু ত আমার আদরের বস্তু। ধর্ম্মের জন্য আমি কি না করিতে পারি? রাজপুতানার হিন্দুললনাগণ, যবনস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষাহেতু—জগতে সতীত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া,—হাসিতে হাসিতে পবিত্র অনলে আপন আপন বিশুদ্ধ জীবন আহুতি দিয়া, অভয়ধামে গমন করিয়াছেন! আহা! মৃত্যু কি শান্তিময় সুখের বস্তু!"

সরলা কহিল, "রাজনন্দিনী যাহা বলিলেন, তাহা সত্য।—কিন্তু মা, ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্যে আপনি লিপ্ত। কত শত লোকের ধর্ম্ম, মান, ও প্রাণ আপনার মহৎ হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। এ গুরুভারের হস্ত হইতে ভগবান আপনাকে অপসারিত না করিলে, আপনার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণার পক্ষে স্বেচ্ছায় কোন কার্য্য করা একান্ত অসম্ভব। কৌশল-অস্ত্রে এ বিপদজালকে ছিন্ন করিয়া, আপনাদিগের মঙ্গলময় জীবন রক্ষা পূর্ব্বক সঙ্কটপূর্ণ সংসারের কল্যাণ বিধান করুন,—ইহাই আপনার দাসীর একান্ত প্রার্থনা। এ সম্বন্ধে বেগম লুৎফ-উন্নিসার অভিমত সঙ্গোপনে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।"

"মা, সরলার ভাবে বোধ হইতেছে, বেগমের অভিলাষ আমার সম্মুখে প্রকাশে সে সঙ্কুচিতা হইতেছে। আমি তবে চলিলাম।"

তারাদেবী ইহা কহিয়া ভক্তিবিনম্রমস্তকে মাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক গমনোদ্যতা হইলে, সরলাও ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর স্বর্গীয় শোভা আর একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল।

তারাদেবী গৃহান্তরে চলিয়া গেলে ভবানীদেবী কহিলেন, "সরলা, এখন সেই যশস্বিনী পতিপ্রাণা বেগমের অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।"

সরলা মৃদুতর কণ্ঠে বেগমের অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল। রাণী ভবানীও মৃদু বচনে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ গোপন কথোপকথনে পরামর্শ সুস্থির হইলে, সরলা কথঞ্চিত সফলমনোরথ হইয়া কহিল, "মা, এ কলঙ্ক-কাহিনী লোককর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যাহাতে আপনি বিলীন হইয়া যায়, তাহাই করিবেন। দাসী আর অধিক কি বলিবে?"

"অলীক কলুষ-কাহিনীর কলঙ্কী স্পর্শেও পুণ্যের নির্ম্মল শরীরে আঘাত করে—ইহা আমি জানি। আমি এ দারুণ ঘৃণিত পাপ-বার্ত্তা গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টিতা হইব। কিন্তু মেঘাবৃত ভাস্করের প্রভাবে যেমন পদার্থসমূহ প্রকাশিত হয়, তেমনি সত্যের প্রভাবে সেই দুর্ব্বৃত্তের কুৎসিৎ পাপ অভিলাষ আপনই প্রকাশিত হইয়া, লোকসাধারণকে ইহার প্রতিফল

প্রদানে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। হায়! সেই অপরিণামদর্শী যুবকের এই পাপাকাঙ্ক্ষার ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ বিধানে নির্ণীত আছে, একমাত্র সেই সর্ব্বসাক্ষী নারায়ণই জানেন। সরলা, সত্যই আমি সেই সাধ্বী লুৎফ-উন্নিসার জন্য ব্যথিতা। কিন্তু কি করিব? দেবকৃপা ব্যতীত তাঁহার শুভের সম্ভাবনা নাই।"

প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্না, অলৌকিক-প্রতিভাময়ী, পরদুঃখকাতরা, মহাপ্রাণা রাণী ভবানী ইহা কহিয়া বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সরলাও সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজল-নয়নে কহিল, "দেবি, এখন তবে চলিলাম। আপনাদের স্মরণেও ধর্ম্ম লাভ হয়। আপনাদের অমূল্য সময় আমা দ্বারা বৃথা নষ্ট হইল। জননি, আপনার অন্তরে অভাগিনী মুহূর্ত্তের জন্যও স্মরণীয়া হইলে কৃতার্থ হইবে।"

সরলা ভক্তিবিনম্রমস্তকে ভবানীদেবীকে প্রণাম করিল। "ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন!"—এই বলিয়া ভবানীদেবী মধুরগম্ভীর বচনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সরলা ভবানীদেবীর দেবী-মূর্ত্তি অন্তরে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চক্ষু দান।

নবাব আলিবর্দ্দী আর এ ধরারাজ্যে নাই! সেই ধর্ম্মগত মহাত্মার মহাপ্রাণ, জরামৃত্যুবিহীন স্বর্গরাজ্যে মহাপ্রস্থান করিয়াছে। সিরাজকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক, সিরাজের সেই অভয় ক্রোড় চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, প্রজাহিতৈষী আলিবর্দ্দী স্নেহের দুলাল সিরাজকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়ায়, সিরাজ যৎপরোনাস্তি শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন।

মাত্র ঊনবিংশতি বৎসর বয়সের সময়, তরুণ যুবক নবাবমনস্থরোল্ মোগল সিরাজদ্দৌলা শাহ কুলী খাঁ মীরজা মোহম্মদহায়রৎজঙ্গ বাহাদুর বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদে আরোহণ করিলেন। তাঁহার শত্রুদল—অন্তরে যাহাই থাকুক—প্রকাশ্যে কোন বাধা দিতে সাহসী হইল না। অধীন রাজা ও ইউরোপীয় বণিক প্রভৃতি সকলেই যথোপযুক্ত রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া সিরাজকে বঙ্গের মহামান্য নবাব বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিলেন।

সিংহাসন আরোহণের কিয়দ্দিন পরেই সিরাজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল বিদেশীদিগের ষড়যন্ত্র অনুভব করিতে লাগিল। সিরাজ দিনে দিনে বুঝিতে লাগিলেন, রাজ্যেশ্বর হইয়া কুসুমাচ্ছাদিত পথে বিচরণ করা যায় না ;—ইহা দারুণ কণ্টকাকীর্ণ কঠিন পথ! প্রতি পদক্ষেপে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে চরণ রুধির-রঞ্জিত হইয়া থাকে। তিনি আরও বুঝিলেন, তিনি এখন আর মাতামহের আদরের দুলাল, ননীর পুত্তল নহেন। এখন তাঁহাকে মস্তকে হিমগিরিতুল্য ভার, কণ্ঠে সমদর্শীতার মাল্য ও হস্তে কঠিনতর শাণিত ন্যায়ের অসি লইয়া দেশের কল্যাণে ব্রতী হইতে হইবে। তাঁহার প্রমোদ-সরোবরে সন্তরণের আর সময় নাই। এখন আর তাঁহার সে দিন নাই। তিনি ধর্ম্মাত্মা মাতামহের অন্তিম-শয্যায় বসিয়া, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জন্মের মত সুরা ত্যাগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার শেষ উপদেশ স্মরণ করিয়া রাজ্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

জগৎরাজ্যে দেখা যায়, কেহ সর্ব্বোপরি রাজাধিরাজ হইয়া সম্মান-সিংহাসনে বসিয়া আছে, কেহবা পদদলিত ও নগণ্য হইয়া ভবলীলা শেষ করিতেছে। কেহবা স্বর্ণপাত্রস্থ চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয়, উপাদেয় খাদ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপেও দৃষ্টিপাত করিতেছে না, কেহবা ক্ষুধানলে কাতর হইয়া, একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য কঠোর বাক্যের প্রতিঘাত পাইয়া সজল-নয়নে দ্বার হইতে দ্বারান্তরে চলিয়া যাইতেছে। কেহবা উচ্চতম প্রাসাদাভ্যন্তরে দুগ্ধ-

ফেননিভ শয্যায় শায়িত, কেহবা বৃক্ষতলে কঠিন মৃত্তিকোপরি নিশাশেষ করিতেছে। কাহারও বহুমূল্য বসন-ভূষণে অঙ্গ আবৃত, কেহবা শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র-খণ্ডে অর্দ্ধাবৃত। কেহ হৃষ্টপুষ্ট ও নিরোগ শরীরে প্রফুল্লাননে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, কেহবা মহাব্যাধিতে বিকলাঙ্গ হইয়া, যাতনায় কাতর হইয়া পথপার্শ্বে পড়িয়া আছে! কেন এরূপ হয়? তবে কি সৃষ্টিকর্ত্তার করুণা-কটাক্ষ একদেশদর্শী? অথবা তিনি কাহারও প্রতি তুষ্ট হইয়া, কাহারও প্রতি রুষ্ট হইয়া সুখী ও অসুখী করিতেছেন?—অসম্ভব। তবে বুঝিবা জন্মান্তরের কর্ম্মফলেই এরূপ বিসদৃশ ঘটিয়া থাকে?—হইতে পারে।

বিলাসরাজ্যবাসী, নিয়ত সুখসাগরে সন্তরণকারী, মোহান্ধ যুবক সিরাজ কুসঙ্গী পারিষদে বেষ্টিত হইয়া বাল্যকালাবধি যাহা করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তাহার প্রতিফল প্রকাশিত হইতে লাগিল। কত কালে, কত পুঞ্জীকৃত পুণ্য সঞ্চয়ে যে পূর্ব্বকৃত পাপাবর্জ্জনা লুক্কায়িত হইবে, কে বলিতে পারে? কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধানে যে পূর্ব্বগত পাপ পরিষ্কৃত ও পবিত্রীকৃত হইবে, কে জানে?

সিরাজের সিংহাসনে আরোহণাবধি, সর্ব্বসাধারণ নিরতিশয় আতঙ্কে দিবা-রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল। গোপনে গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে নানা স্থানে ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। ঘসেটী-বেগমের উত্তেজনায়, তাঁহার অনুগৃহীত অন্নদাস রাজা

রাজবল্লভ, সিরাজ এবং তারাদেবীসংক্রান্ত কলঙ্ক-কাহিনী অসংখ্য বর্ণলালিত্যে সংযোগ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহাদিগের চিত্ত নিয়ত ভীত ও উত্তেজিত করিতে লাগিল! সকলেই স্ব স্ব ধনমান ও জাতিকুল নাশের ভয়ে কাতর হইয়া উঠিল। যাহারা সিরাজদ্দৌলাকে মূর্ত্তিমান পাপের অবতারস্বরূপ লোক-সমাজে পরিচিত করিয়া স্বার্থোদ্ধারের পথ সরল করিয়াছিল, তাহারা প্রাণপণে এই গুপ্ত কলঙ্ক-কথা রটনা না করিলে, হয় ত সত্বরেই ইহা কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইত। সিরাজ কত শত কুকর্ম্মী পারিষদের কলুষকালিমা একাকী স্বীয় অঙ্গে লেপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে "বেকসুর খালাস" দিয়া, কত সহস্র লোকের গঞ্জনাভাজন হইয়াছেন, কে তাহা নির্ণয় করিয়াছে? সত্য সত্যই তিনি এ পর্য্যন্ত কোন কুলকামিনীর কুলে কালিমা নিক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু ধর্ম্ম জানেন, 'সভ্য'-নামধারী, ধর্ম্মাবরণে আবৃত, একালের কত পাষণ্ড বাধাবিহীন হস্তে কত ধর্ম্মপ্রাণা কামিনীর অমূল্য সতীত্ব-রত্ন হরণ পূর্ব্বক বিনা দণ্ডে, সহর্ষে, গর্ব্বভরে ধরণী-পৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে!—

"আপনার কর্ম্ম যাহা হয় পরিপাটি।
অন্যের সে কর্ম্ম হয় পাপের সমষ্টি॥"

রাজশক্তি চিরদিনই প্রভুশক্তি। রাজ্য অধিবাসী ব্যক্তি প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতিই হউন, আর দাসানুদাস দীন-হীন প্রজাই হউন,

সকলকেই অবনত মস্তকে রাজশক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিতে হইবে। সমুন্নত রাজদণ্ডের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, তাহাকে পদানত করিবার জন্য রাজরোষ উৎক্ষিপ্ত হওয়া অন্যায় বা অসঙ্গত হইতে পারে না। সর্ব্বরাজ্যেই এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। জন্মভূমির ও সুখশান্তির মায়া জন্মের মত লোণাজলে বিসর্জ্জন দিয়া—উদরান্নের জ্বালায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া—যাহারা "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল," সেই স্বেচ্ছাচারী, পণ্যজীবী, সিরাজের পরম শত্রু ইংরাজগণ নবাবের বিরুদ্ধে নিয়ত নানাচক্রের সূচনা করিতে লাগিল। সিংহাসন-প্রাপ্তির পর, সিরাজ অনেক সহিয়া শেষে অনধিকার-চর্চ্চা-নিরত রাজদ্রোহী ইংরাজ-বণিকের ধৃষ্টতার প্রতিফল দিতে বাধ্য হইলেন। তাহারাও তৎকালে তোষামোদ করিয়া, মুখে মধু ও অন্তরে বিষ লইয়া, স্তুতিবাদ ও অর্থাদি দ্বারা প্রকাশ্যে কৌশলে নবাবের ক্রোধানল হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে সিরাজ-বিদ্বেষী সম্ভ্রান্ত সামন্তগণ সিরাজ-শত্রু ইংরাজের সহিত অতি সঙ্গোপনে নবাবের সর্ব্বনাশের জন্য চক্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন!

নবাব আলিবর্দ্দীর লোকান্তর গমনের কিছু দিন পরেই নবাব নওয়াজস্ লোকান্তরিত হন। নওয়াজেসের মৃত্যু হইলে ঘসেটী বেগম বহুবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণের চিত্ত সিরাজ-

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, এবং নওয়াজেসের পোষ্যপুত্রকে সম্মুখীন করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। সর্ব্ব-নাশিনী, অভিমানিনী সোফিয়া-বেগমকে স্ববশে আনিয়া, সিরাজের অন্তরের অভিপ্রায় ও কার্য্যাবলী জ্ঞাত হইয়া, ইংরাজগণ অভিলাষানুরূপ শত্রুতা উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। ইংরাজগণ ঘসেটীর বড়ই হিতৈষী বন্ধু হইয়া উঠিতে লাগিল! তাহাদের সাহায্যে ঘসেটীর চিরবাঞ্ছনীয় সিংহাসন-প্রাপ্তি সুলভ হইবে, এইরূপ প্রলোভনে বেগম ঘসেটীর চিত্ত নিয়ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ইংরাজেরা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতে লাগিল। রাজা রাজবল্লভ দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া, এই ঘোর রাজ্যবিপ্লবের মুখপাত্র থাকিয়া, ঘসেটীর দৌত্যকার্য্যে ইংরাজ-সমীপে ব্রতী রহিল।

সিরাজ বিনা বিচারে কাহাকেও দণ্ডিত করেন নাই। ধনাধিপতি জগৎশেঠ, রাজা মাণিকচাঁদ, সেনাপতি মীরজাফর, প্রভৃতির ঘোর বিদ্রোহের কার্য্যাবলী পরিষ্কার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে বিচারান্তে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ন্যায়-বিচারে বিষম ফল ফলিল!

রজনী দ্বিতীয় প্রহর। রাজধানী মুর্শিদাবাদে নাগরিকগণ সারাদিবসের পর বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে নীরবে বিশ্রাম করিতেছে। মুর্শিদাবাদ নগর নিস্তব্ধ। কেবল প্রহরী, কুক্কুর ও

নিশাচর পক্ষীদিগের বিকট চীৎকার-ধ্বনি মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে। একে তামসী নিশী, তাহাতে ঘনতর মেঘজালে আকাশ আচ্ছন্ন! অসংখ্য পল্লবে আচ্ছন্ন, উচ্চ মহীরুহের মধ্যে তমোরাশী যেন দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে, ঘোর মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চপলা দিক্‌বিদিক্ আলোকিত করিয়া, আঁধার কণ্ঠে স্বর্ণহাররূপে প্রকাশ পাইয়া, আবার চকিতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। যামিনী আজ বড়ই ভয়ঙ্করী!

এই ভয়ঙ্করী যামিনীযোগে, বঙ্গের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধনকুবের জগৎশেঠের মন্ত্রণা-মন্দিরে, নৈশ সম্মিলনে সমাসীন হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দেশের প্রকৃত কল্যাণার্থী ব্যক্তি অতি বিরল। জগৎশেঠ, মীর্‌জাফর, রাজবল্লভ, রামদুর্ল্ভ, মাণিকচাঁদ, উমিচাঁদ, কাশিমবাজারস্থ ইংরাজ-বণিকদিগের গোমস্তা প্রভৃতি, ইঁহারা কেহই কাহারও আপন জন নহেন; অথবা একের দুঃখে অন্যে কাতর হইয়া আসেন নাই। সকলেই এক সূত্রে, নবাব সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে, এই নৈশ সমিতিতে সমাসীন হইয়াছেন। সকলেই স্ব স্ব স্বার্থের বশীভূত হইয়া, জ্ঞান-হীনের ন্যায় এই ঘৃণিত মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই মন্ত্রণা-গৃহে দেশের প্রকৃত হিতকারী কেবল একটী মহাত্মা উপস্থিত রহিয়াছেন;—ইনি কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। বলা বাহুল্য, ইঁহার মহাপ্রাণ রাজবংশধ্বংশ মানসে উপস্থিত হয় নাই।

প্রজাপুঞ্জের ধন-মান ও জাতি-ধর্ম্ম রক্ষার্থই ইনি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন।

নিভৃত সভাগৃহ নীরব—নিস্তব্ধ। কেবল বাহিরে ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রচণ্ড ধ্বনি শুনা যাইতেছে। সভাস্থ সকলেরই বদনমণ্ডল চিন্তামণ্ডিত। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, "কৈ শেঠজী, মহারাণী ত এখনও আসিলেন না ?"

জগৎশেঠ কহিলেন, "যবনিকার অন্তরালে, পার্শ্বস্থ কক্ষে মহারাণীর আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। মহারাজের আগমনবার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সম্ভবত তিনি এখনই উপস্থিত হইবেন।"

তাঁহার বাক্য শেষ হইলে একজন দৌবারিক আসিয়া করযোড়ে কহিল, "মহারাজ, মহারাণী ভবানী মাতাজীর নিকট হইতে এক দূত আসিয়াছে। সে এই স্থলে উপস্থিত হইয়া মহারাণীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অভিলাষ করে।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার সকলের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দৌবারিককে কহিলেন, "আচ্ছা যাও ;—তাহাকে সাদরে এখানে লইয়া আইস।"

দৌবারিক অল্পক্ষণ মধ্যে দূত সমভিব্যাহারে সভাগৃহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল, এবং তাহাকে তথায় রাখিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল। দূত সকলকে যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রের সমীপাগত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, মহারাণী-প্রদত্ত উপহার—"শাঁখা ও সিন্দুর"

তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিল। বুদ্ধিমতী অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরীর এই সাঙ্কেতিক সদুপদেশে ভৎসিত হইয়া মহারাজের বদন ম্লান হইল। তখন সকলেই এই গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহে মহারাণীর আগমনাশায় হতাশ হইলেন ও মহারাণীকে অশেষ সম্মান জানাইয়া দূতকে বিদায় দিয়া, অতি সঙ্গোপনে স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশে তৎপর হইলেন। তখন সকলেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিচ্যুত হইয়া—দয়া, ধর্ম্ম ও রাজভক্তি স্বার্থের চরণে বলিদান দিয়া—নবাব সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বহু-সময়ব্যাপী বাগ্বিতণ্ডার পর সকলেই একমত হইয়া স্থির করিলেন,—

সকলে সিরাজ-শত্রু ইংরাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়া, ইংরাজ-সাহায্যে সিরাজ-কুটম্ব মীর্‌জাফরকে সিংহাসনে বসাইবেন!

রাজদ্রোহী কুচক্রীদিগের চক্রজাল সেই ঘোর রজনীযোগে এই-রূপে বিস্তৃত হইল! মহাপ্রতিভান্বিতা, ধর্ম্মপ্রাণা রাণীভবানীর ভৎসনাচিহ্ন স্মরণ করিয়া কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র এই অন্যায় কার্য্যে যদিও সাহায্য করিতে অন্তরে কাতর হইতেছিলেন, তথাপি প্রকাশ্যে তাঁহাকেও কাপুরুষের ন্যায় সকলের অন্যায় মতে মত দিতে হইল! সেই ভয়ঙ্করী নিশাযোগে, শেঠজীর ভবনে, মসলমান-ভাগ্যলক্ষ্মীকে হতাদর করিয়া, ইংরাজ-সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে সাদরে আহ্বান করা হইল!

সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বে সিরাজের আত্মশক্তির প্রতি বড়ই বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন আর সে সময় নাই। এখন

তাঁহার চক্ষুদান হইয়াছে! স্বাধীন নরপতিগণ স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তরুণবয়স্ক সিরাজ এখন বেশ বুঝিলেন যে, যাহাকে অটল ভাবিয়াছিলেন, সেই সিংহাসন এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে। সিরাজ অল্পদিনের মধ্যেই কুচক্রী-দিগের চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন। তিনি ঘসেটী বেগমকেই ইহার মূল ভাবিয়া, পূর্ব্বক্ষণে তাঁহাকে আপনার করায়ত্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। একদিন প্রভাতে রক্ষী ও প্রহরিবিহীন হইয়া, মাতৃ-সন্নিহিত বালকের ন্যায়, মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে, প্রতিহিংসা-পরায়ণা ঘসেটীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

ঘসেটী তখন সবে মাত্র প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনে সমাসীনা হইয়াছেন। সিরাজ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক বহু সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ঘসেটীও সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজাধিরাজ সিরাজ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিনয়াবনত মস্তকে কহিলেন, "মাতঃ, এরূপ অভিভাবকবিহীন অবস্থায় আর কত দিন কাটাইবেন?—আমি আপনার পুত্র। পুত্রের ন্যায্য অধিকার প্রদান করিয়া, রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন, এবং সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া মুসলমান-গৌরব বৃদ্ধি করুন।"

সূচিকা-ছিদ্রে হস্তীর প্রবেশ কি সম্ভব?—সম্ভব। প্রেম যে কার্য্যের কারণ হইয়া নেতৃত্ব করে, সে কার্য্যে কিছুই অসম্ভব

নহে। সিরাজের প্রেমের ছিদ্রে সেই অতি দুর্ব্বিনীতা, সিরাজের চির-শত্রু ঘসেটী স্বেচ্ছায় প্রবিষ্টা হইলেন। বেগম ঘসেটী দুই-চারিটী কথার পর, আর সিরাজের বাক্য অবহেলা করিতে পারিলেন না। সিরাজের সহিত রাজ-অন্তঃপুরে গমন করিলেন। নবাব সিরাজ এইরূপে পিতৃব্য-পত্নীর সকল কলঙ্কের কথা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার উচ্চ পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সুকৌশলে ও সসম্মানে তাঁহাকে রাজ-অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন। দোষদর্শী রাজবিদ্রোহিগণ সিরাজের এই অসামান্য বুদ্ধিমত্তার প্রতি একবারও ভ্রুক্ষেপ করিলেন না,—ইহাতেও অযথা নিন্দাবাদ করিতে ছাড়িলেন না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অন্ত্যেষ্টি।

"লুৎফ, তুমি বড় সুন্দর!"

"সিরাজ, তুমি অতুল সুন্দর!"

রাজকার্য্য সমাপনান্তে, সন্ধ্যাগমে সিরাজ শ্রান্তদেহে শান্তি-দায়িনী লুৎফ-উন্নিসার পবিত্র ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া, তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল বদনের প্রতি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া উক্তরূপ কহিলেন। পতিপ্রাণা লুৎফ-উন্নিসাও সিরাজের প্রশস্তললাটস্থিত ঘনকৃষ্ণ কেশজাল সযত্নে সাজাইতে সাজাইতে, সিরাজের কথার প্রত্যুত্তরে সুমধুর কণ্ঠে উক্তরূপ কহিলেন।

সিরাজ সাদরে লুৎফ-উন্নিসার আরক্তিম বদন-কমলে চুম্বন প্রদান করিয়া কহিলেন, "লুৎফ, হৃদয়েশ্বরি! তোমায় রাজ্যেশ্বরী করিয়া, তোমার সিরাজের আজ কত আনন্দ—তাহা কি তুমি বুঝিতে পার?

লুৎফ। প্রাণেশ্বর! লুৎফ তোমার প্রেমের চিরবিক্রীতা দাসী। তাহাকে যে বেশে, যে উপাধীতে বিভূষিতা করিবে, তাহাতেই সে

কৃতার্থ হইবে। প্রাণাধিক আমার! খোদা তোমায় নিষ্কণ্টক করিয়া, চিরকাল রাজ্যেশ্বর করিয়া রক্ষা করুন।

সিরাজ। প্রিয়তমে, তোমার ন্যায় প্রণয়িনী লাভে আমি অশেষ সৌভাগ্যশালী। এত আছে, কিন্তু তোমার তুলনা কোথায়, সুন্দরি?

লুৎফ। সত্য প্রাণাধিক, তোমার অত্যধিক অনুগ্রহেই আমি এত অতুলনীয়া। নতুবা অন্য হইতে আমি অধিক কিসে? রূপে গুণে প্রমীলা কি আমা হইতে শ্রেষ্ঠা নহে? আহা! সে সরলা প্রাণ ঢালিয়া তোমায় ভাল বাসিয়াছে!

সিরাজ। সত্য প্রিয়ে, আমিও সেই সরলা হিন্দুবালাকে ভাল বাসি। আমি আশ্রয়—সে আশ্রিতা। কিন্তু প্রিয়ে, সিরাজের এমন অভয় আশ্রয় আর কে আছে?

সিরাজ বাহুপাশে লুৎফ-উন্নিসাকে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহার মণি-মুক্তাশোভিত বক্ষে মস্তক রক্ষা করিলেন।

লুৎফ সোহাগভরে কহিলেন, "হৃদয়েশ্বর, চিরদিন কি এ অসীম অনুগ্রহ অধীনার নশিবে থাকিবে? প্রাণাধিক, তুমি চিরসুখী হও! তোমায় সুখী দেখিলেই দাসীর জন্ম সার্থক হইবে!"

"প্রাণাধিক লুৎফ, শত হৃদয়ের রাশী রাশী প্রেম পাইয়াও, তোমার প্রেমের আশায় ছুটিয়া আসি কেন জান? তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইলে, সিরাজের সংসারে আর কিছুমাত্র সম্বল

থাকে না। বল প্রিয়ে, আমায় ভাল বাসিয়া তুমি কত সুখী! একবার সেই গানটী বল।"

লুৎফ-উন্নিসা মধুর হাসি অধরে লইয়া অমিয় কণ্ঠে গাহিলেন,—

তোমায় ভালবেসে সখা, ভাসি সুখসিন্ধু-নীরে ;
তোমা' সঙ্গ পেলে দাসী স্বর্গসুখ তুচ্ছ করে।
তব কান্তি এত শান্তি ঢালিছে অজস্রধারে,
কোথা রাখি বল নাথ, ক্ষুদ্র হৃদে নাহি ধরে।
নয়ন ভুলেছে রূপে, শ্রবণ মধুর স্বরে,
আত্মহারা সদা থাকি তোমায় পেয়ে অন্তরে।
তোমা' স্বামী পেয়ে আমি কত সুখী এ সংসারে,
আপনি বুঝিতে নারি—বুঝাব কেমন করে!

সিরাজ অনিমেষ নেত্রে লুৎফের সুন্দর বদন প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, বিহ্বল কণ্ঠে কহিলেন, "মধুময়ী আমার! এত মধু তোমাতে?"

লুৎফ। প্রাণাধিক সিরাজ,—তোমার অতুল প্রেমের কাছেই আমি মধুময়ী!—প্রিয়তম, এত সুখ আমার!"

সিরাজ। তোমার মর্য্যাদা আমি বুঝি নাই! প্রাণের লুৎফ, তোমার মর্য্যাদা না বুঝিয়া আমি কত অপরাধী হইয়াছি! কিন্তু আর না প্রিয়ে, তোমার দুরন্ত সিরাজ, এখন শান্ত হইয়া, তোমারি করায়ত্ত হইয়াছে জানিও। কিন্তু হায় প্রিয়ে, গতানুশোচনায় বুঝি বা সুফল প্রত্যাশায় হতাশ হইতে হয়!"

সহসা গর্ব্বিত নবাবের বদনমণ্ডল বিষাদে মলিন হইল।

বুদ্ধিমতী বেগম তাঁহার অন্তরস্থ বেদনা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মধুর কণ্ঠে, সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "সৎকার্য্যের সুফল কোথায় যাইবে, সিরাজ? লোকে কি দেখিতেছে না,—তুমি এখন কুসঙ্গী ছাড়িয়া, একাকী ন্যায়-দণ্ড হস্তে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছ?"

সিরাজ। না প্রিয়ে, কাহারও দৃষ্টি আর ন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না। আমি সতত দেখিতেছি,—কুচক্রী সামন্তবর্গ আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য নিয়ত চক্রজাল বিস্তার করিতেছে, এবং দানবের অবতাররূপে আমাকে গঠিত করিয়া সাধারণকে দেখাইতেছে! সকলেই সত্রাসে, ঘৃণিত নেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। বিচার, শাসন—কিছুই বুঝে না। সকলেই আমার প্রতি কার্য্যে কেবল অপরিসীম অত্যাচারই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে!

লুৎফ। ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম কর, প্রিয়তম! নিশ্চয়ই খোদার ইচ্ছায় তোমার শত্রুকুল পরাজিত হইবে।

সিরাজ। আমি সেই দূরদর্শী,ন্যায়বান্ মাতামহের মহৎ উপদেশে তাঁহার অন্তিম শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, শপথপূর্ব্বক অসৎ আকাঙ্ক্ষা-সমূহ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি। সুরা ছাড়িয়াছি, কুসঙ্গী ছাড়িয়াছি, প্রমোদবিক্ষিপ্ত চিত্তকে দমন করিয়াছি,—সিংহাসনে বসিয়া আত্মসুখের অবসরেও বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু হায়! প্রিয়ে,

তথাপি শত্রুদিগের নিকট হইতে সেই পূর্ব্বসঞ্চিত কলঙ্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না!

লুৎফ। আমি জানি,—আমার রাজ্যেশ্বরের অসীম শক্তি। যে অসামান্য শক্তিতে তুমি সুরা ত্যাগ করিয়াছ, পাপের মাথায় পদাঘাত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছ, তোমার সেই শক্তির বলেই শত্রু সংহার হইবে। তবে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুচক্রাদিগের মন্ত্রণায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং ধীর মস্তকে বিবেচনা পূর্ব্বক সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। আমি জানিতেছি, প্রিয়তম, তোমার অনেক শত্রু! তোমার দাসী বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা ও অনুসন্ধানে বিব্রতা থাকি। ঘসেটি বেগমকে এখনও মিত্রতায় আয়ত্ত করিতে পারি নাই। বোধ হয়, এখনও তিনি শত্রুকুলের গুপ্ত মন্ত্রণায় গোপনে পরিচালিতা হইতেছেন!

সিরাজ। এই দেখ, প্রিয়ে, আপনার খুল্লতাত-পত্নীকে সসম্মানে অন্তঃপুরে আনিয়াছি, ইহাতেও শত্রুগণ নানা কুকথা রটনা করিতেছে। শত্রুগণ নাকি রাষ্ট্র করিতেছে,—আমি তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে বন্দিনী করিয়াছি, এবং নিয়ত তাঁহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিতেছি!

লুৎফ। ধর্ম্ম জানেন, তাঁহাকে অন্তঃপুরের রাণী করিয়া অপরিসীম যত্ন করিতেছি, এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার মান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। তথাপি তিনি কুম্ভস্থিতা কালসর্পীর ন্যায় সর্ব্বদা গর্জ্জন

করিতেছেন! আমার প্রতি তিনি বড়ই অসন্তুষ্টা। কেবল ভাগ্যবতী সোফিয়া বেগমের প্রতিই তাঁহার সন্তোষদৃষ্টি দেখা যায়।

সিরাজ। আমি তাঁহার সমস্ত ব্যাপার অবগত আছি। শুনিতেছি, তিনি এখনও রাজবল্লভের সহিত একযোগে আমার চিরশত্রু, নিমকহারাম, কুচক্রী ইংরাজদিগের সহিত সঙ্গোপনে কুমন্ত্রণায় নিয়োজিতা আছেন। বল দেখি, প্রিয়ে, ইহার শাসন প্রয়োজন নহে কি?

লুৎফ। না প্রিয়তম, করায়ত্ত শত্রুর উপযুক্ত শাসন যখন ইচ্ছা তখনই হইতে পারে। দূরস্থ শত্রুকে আয়ত্ত করাই এখন তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। আমার বোধ হয়, দুর্ব্বিনীত ইংরাজদিগকে সম্প্রতি বিশেষরূপে শাসন না করিয়া, কোন রূপ কৌশল-জালে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলে ভাল হয়।

সিরাজ। তোমার পরামর্শ উত্তম বটে। কিন্তু সেই ধূর্ত্ত শত্রুদিগকে কৌশল-জালে আবদ্ধ করা সহজ নহে। সেই স্বার্থপর, কৃতঘ্ন বণিকেরা রাজানুমতি না লইয়াই নানা উপায়ে আপনাদিগের বাণিজ্যশক্তি দৃঢ় করিতেছে। ইহাতে আমার অসন্তুষ্টি জানিতে পারিলে, চিরপ্রথা অনুসারে কিছু অর্থদণ্ড দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেছে।

লুৎফ। কিন্তু কি করিবে? বলপূর্ব্বক শত্রু জয় করিলে, কালক্রমে সেই পরাজিত শত্রু দ্বিগুণ বলসঞ্চয় করিয়া

সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। তাই বলি, এক হস্তে ন্যায়-দণ্ড, অন্য হস্তে সৎকার্য্য লইয়া—সাধারণের প্রিয় হইয়া—শত্রুকে জয় কর। এখন প্রকাশ্যে জয়-পরাজয়ের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই দেখিবে,—তোমার হিতকারী এ সংসারে বড়ই বিরল। প্রিয়তম, তোমার মনোমত মস্‌জিদ প্রস্তুতের কতদূর হইল ?

সিরাজ। আরম্ভ হইয়াছে। বহুব্যয়ে আরব্য দেশের পবিত্র মৃত্তিকা আনয়ন করাইয়া, পয়গম্বর মহম্মদকে স্মরণ করিয়া, বহু যত্নে গঙ্গাতীরে পবিত্র মস্‌জিদ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি।

লুৎফ। খোদা তোমার সৎকার্য্যের সহায় হউন। ধর্ম্মপরায়ণ মাতামহ তোমার এই সৎকার্য্য দেখিলে, কতই না জানি সন্তুষ্ট হইতেন! সে সময় পবিত্র মুসলমান-শাস্ত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া, তিনি অন্তরে কতই ব্যথিত হইয়াছিলেন। এখন বেহেস্ত্‌ হইতে তোমার সৎকীর্ত্তি দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিবেন সন্দেহ নাই!

সিরাজ। প্রিয়তমে, শত্রুবেষ্টিত সিরাজের এ সংসারে এখন একমাত্র তুমিই আশ্রয়। তোমার শুভ সঙ্কল্পেই আমি সর্ব্বত্র জয়া-কাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি।

লুৎফ। আমার সিরাজ সর্ব্বত্র, সর্ব্বকার্য্যেই বীর। সুতরাং তাঁহার পরাজয় অসম্ভব।

সিরাজ। হৃদয়েশ্বরি, তোমার মহিমা সিরাজ কিছুই বুঝে না! চিরদিন যেন এই অশান্ত হৃদয়, এই পবিত্র-হৃদয়-সংলগ্ন হইয়া শান্তি পায়।

সিরাজ লাবণ্যময়ী লুৎফ-উন্নিসাকে সাদরে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন।

লুৎফ-উন্নিসাও সযত্নে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণাধিক!—জীবিতেশ্বর! চিরদিন অচ্যুতরূপে ঐ হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর।"

ওকি? ওকি?—সঙ্গীতমগ্ন হইয়া, প্রজ্জ্বলিত মশালহস্তে শত শত ব্যক্তি রাজপথ পূর্ণ করিয়া কোথায় চলিয়াছে? উহারা কি কোনও পরিণয়োৎসবে গমন করিতেছে? নবাব সিরাজদ্দৌলা ও বেগম লুৎফ-উন্নিসা ব্যাপার জানিবার জন্য গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। লুৎফ-উন্নিসা সহচরী জেহনকে ডাকিয়া সংবাদ জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তৎপর উভয়ে প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া কৌতূহলচিত্তে দেখিতে লাগিলেন,—বহুমূল্য পালঙ্কোপরি, দুগ্ধফেননিভ কুসুমশয্যায় বহুমূল্যবস্ত্রাচ্ছাদিত কোন ব্যক্তিকে, যজ্ঞসূত্রশোভিত ব্রাহ্মণগণ শূন্য পদে ও শূন্য গাত্রে শ্রদ্ধার সহিত বহন করিয়া, পূতসলিলা গঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যক্তি মৃদঙ্গাদি বাদ্যযোগে হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে এবং মুষ্টিপূর্ণ রজতমুদ্রা বিতরণ করিতে করিতে

চলিয়াছে। সিরাজদ্দৌলা যথার্থ তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

জেহন আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া বিস্মিত বদনে কহিল, "জাঁহাপনা, বড়ই তাজ্জবের কথা!—হিন্দুলোকের মরণে এত আনন্দ? রাণী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারাদেবীর সহসা কোন সাজ্ঘাতিক পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে দাহ করিবার জন্য বহুলোক এই সমারোহে, গঙ্গাতীরে যাইতেছে!"

সিরাজ এই নিদারুণ সংবাদে শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁহার বিলাসবিভোর চিত্তে দারুণ আঘাত লাগিল; তিনি নীরবে সেই শববাহীদিগের প্রতি অনিমেষ আঁখিতে চাহিয়া চাহিয়া, একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয়ে, খোদার এই নিষ্ঠুর কার্য্যে বড়ই আঘাত পাইতে হয়। যাহা দুনিয়ার সম্ভোগে আসিল না, সেরূপ লাবণ্য সৃজনে কি প্রয়োজন?"

"প্রিয়তম, নির্জ্জন সরোবরে শতদল প্রস্ফুটিত হয়—কাহার সম্ভোগের জন্য? খোদা আপনার নির্ম্মাণে আপনি তুষ্ট। সেই তুষ্টিতেই হাফেজাদি তাঁহার ভক্তগণ পরিতুষ্ট। হায় নাথ, এই মৃত্যু কাহাকেও মানে না! রাজা-প্রজা সকলকেই সময়ে আপনার বিশাল গর্ভে বিলীন করিয়া থাকে।"

দূরে চিতাগ্নি, চন্দনাদির সৌরভবাহী দ্রুতগামী অনিল অম্বর-গাত্রে ছড়াইয়া, সুদূর আকাশ স্পর্শ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

সিরাজ পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ওঃ! সেই অতুল সৌন্দর্য্যরাশীর এই পরিণাম হইল!"

লুৎফ সিরাজের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "হাঁ প্রিয়তম, এ দেহের সৌন্দর্য্য এইরূপেই ভস্ম হইয়া থাকে!"

সেই সময় সেই চিতাগ্নির উর্দ্ধতম মস্তকোপরি, নির্ম্মল আকাশে কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমীর শশধর উদিত হইল। নবাব সিরাজদ্দৌলা তখন সন্তপ্তচিত্তে বেগম লুৎফ-উন্নিসার সহিত ছাদ হইতে নামিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ব্রজধাম।

"মা আমার! কেন ব্যাকুল হও, মা? আমার জন্য ভাবিও না। আমায় রাখিয়া যাও। আমি বেশ থাকিব।"

"কেন যাইব, মা? কাহার জন্য, কিসের জন্য যাইব? আমি তোমায় ফেলিয়া যাইব না!"

রাণী ভবানী, নবাব সিরাজের অত্যাচার আশঙ্কা করিয়া আপন কন্যা তারাদেবীর মৃত্যু রটনা করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিরাতঙ্ক হইতে পারিলেন না। সকলেই তাঁহাকে নানা প্রকার বাক্যে ভীতা ও উত্তেজিতা করিতে লাগিল। অসামান্যা-বুদ্ধিশালিনী ভবানী দেবী কখনও কাহারও বুদ্ধিতে চলিতেন না, কিন্তু সকলকেই অধিকার প্রদান করিতেন। স্বয়ং চিরদিন আপন গৌরবে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিতা থাকিতেন। সেই দৈবশক্তিসম্পন্না, ক্ষণজন্মা, মহিমাময়ী দেবীর উপদেশ-প্রত্যাশায় কত ব্যক্তি নিয়ত লালায়িত থাকিত। তিনি তারাদেবীর জাতি, মান ও ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এক নিরাপদ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু

না বলিয়া, বড়নগরের রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, কন্যাকে লইয়া একবারে সুদূর বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এখানে আবাসকুঞ্জ, অতিথিশালা, এবং অত্যুত্তম দেবমন্দির,—তন্মধ্যে রাধাশ্যামের মনোহর যুগল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

রজনী এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সাধন-ভজনান্তে শয়ন-কক্ষে বসিয়া মাতা ও কন্যায় উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছে। মহারাণীর গমনে বঙ্গদেশে বিপন্নমণ্ডলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে স্বরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য, এই দূরস্থানেও বহুক্লেশে দিন দিন অনেক লোক সমাগত হইতেছে, এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের রাশি রাশি অনুরোধ-পত্র নিত্য উপস্থিত হইতেছে। তাই কন্যা অনুরোধ করিতেছেন, "মা আমার! কেন ব্যাকুল হও, মা? আমার জন্য ভাবিও না। আমায় রাখিয়া যাও, আমি বেশ থাকিব।"

মাতা কহিলেন, "কেন যাইব, মা? কাহার জন্য, কিসের জন্য যাইব? আমি তোমায় ফেলিয়া যাইব না!"

কন্যা কহিলেন, "মা, তুমি ভিন্ন ক্ষুধিতের অন্নদান, পিপাসিতের বারিদান কে করিবে? রোগীর সেবা, শোকীর সান্ত্বনা কিরূপে হইবে? কন্যাদায়, পিতৃ-মাতৃদায় হইতে কে উদ্ধার করিবে? বিপন্নাকে কে রক্ষা করিবে? বিদ্যার্থীর ও ধর্ম্মার্থীর কে সহায় হইবে? মাগো, অনাথা বিধবাকে সাদরে বক্ষে করিয়া, তাহার

মর্ম্মভেদী অশ্রুধারা মমতাময় হস্তে কে মুছাইবে? আমি কে? মা আমার! তোমার চরণ-তলে বসিয়া তোমারি মুখে শুনিয়াছি,—তোমার কাছে আমিও যে, আর পথের দীনা ভিখারিণীও সে! তবে কেন মা, শুধু আমার মা হইতে চাও? দীনহীন তাপিতের জননী তুমি। তুমি শুধু আমার মা নহ—সকলের মা। যখন তোমায় সকলে 'মা' বলিয়া ডাকে, সেই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে 'মা' বলিয়া ডাকিলে, তুমি আমার কত বড় মা হইয়া পড়, মা! সে আনন্দ আমার হৃদয়ে ধরে না! তখন ইচ্ছা হয়, আমার শত জিহ্বা হউক, আমি সাধ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমায় 'মা' বলিয়া কৃতার্থ হই!"

তখন ভবানীদেবী প্রেমাশ্রুতে বক্ষ ভাসাইয়া, প্রাণ-পুত্রীর বদনকমল চুম্বন পূর্ব্বক স্নেহোচ্ছলিত কণ্ঠে কহিলেন, "মা আমার, তোমার মা আমি—তাই ধন্য! মাতা-পিতার ধর্ম্মের সহায় হওয়াই সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য। তুমিই মা আমার ধর্ম্ম! তোমার কামনা-হীন অপূর্ব্ব বাক্যই আমার পরম তীর্থ। আমি আর তোমার বাক্য অবহেলা করিব না। আমি আবার রাজ্যে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু—ওঃ! মহামায়ার কি অচ্ছেদ্য বন্ধন!"

"কিসের বন্ধন? কে কার, মা? কর্ত্তব্যের কঠিন হস্তে মায়া-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেল। সহস্র সহস্র জীবের ভার অর্পণ করিয়া যিনি তোমায় রাজ্যেশ্বরী করিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্

পরমপুরুষকে স্মরণ, করিয়া তাঁহারি পাদপদ্মে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তা হও। আমার মায়া ত্যাগ কর।”

“তাহাই হউক! সত্যই মা, কেহ কাহারও নয়; তুমিও একা—আমিও একা। এ সংসার-কাননে কত অসংখ্য ফুল ফোটে! কিন্তু কয়টী দেবচরণে নিবেদিত হয়?”

ভবানী দেবী নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার সজল-নয়নে, উর্দ্ধদৃষ্টিতে, যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, “নারায়ণ! ধর দেব, অনাথার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্য-পুষ্পটী চরণে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর! আমি তোমার ঐ অভয়পদে অঞ্জলি দিয়া ধন্য হই! ঠাকুর, শুনিয়াছি, —লোকে তীর্থস্থানে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ফলটী চিরদিনের তরে দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া থাকে। ‘আমার’ বলিতে এ জগতে আমার আর কি আছে, দেব? বাঞ্ছনীয় যাহা ছিল—সেই পবিত্র প্রেম-পুণ্যের ডালী প্রেম হস্তে গ্রহণ কর, প্রভু!”

ভবানীদেবীর প্রেমোচ্ছ্বসিত বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল। নয়ন-ধারায় পবিত্র বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ অবধি মাতা ও কন্যার নয়ন হইতে অজস্র ভক্তিবারি বিগলিত হইয়া পবিত্র বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাঁহারা গললগ্নীকৃতবাসে সন্তাপহারী শ্রীহরির অভয় পদে প্রণতা হইলেন। মাতা নয়ন মার্জ্জনা করিয়া, বসনাঞ্চলে কন্যার অশ্রুধারা মুছাইয়া, কহিলেন, “কৃষ্ণপাদপদ্মে, তোমার অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক!

গোপীনাথ তোমায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ! তুমি আমার সকলি বোঝ, মা ! তোমায় আর কি বলিব ? তুমি জ্ঞান ও ধর্ম্মে আমার মা। তোমার দৃষ্টান্তে যেন আমি উদ্ধার পাই !”

ভবানীদেবী কক্ষান্তরে গমনপূর্ব্বক, প্রধান কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া গমনোপযোগী আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন।

পুণ্যময়ী ভবানীদেবী, আজ দুই দিন হইল প্রাণপুত্তলী কন্যাকে রাখিয়া নিজ রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

বেলা অবসান হইয়াছে। ভবানীদেবী-প্রতিষ্ঠিত, মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত, সুদৃশ্য মন্দিরের অভ্যন্তরে, গোপীনাথ বিগ্রহের সম্মুখে, রাশীকৃত কুন্তলভার পৃষ্ঠে লইয়া, শুভ্রবসনা তপস্বিনী তারাদেবী, পদ্মাসনে সমাসীনা হইয়া স্বহস্তোপচিত নানাবিধ মনোহর পুষ্প স্বহস্তে চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া, বৃদ্ধ পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করিতেছিলেন। পুরোহিত ভক্তিভরে দেব-অঙ্গ সাজাইতেছিলেন। তারাদেবী ভক্তিউচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে, মন্দির-প্রাঙ্গণে মধুর ধারা প্রবাহিত করিয়া গাহিলেন,—

এই লও নাথ, আমার জীবন-যৌবন,
এই লও আমার কুলমান,
এই লও আমার সর্ব্বস্বধন।
চিরসাধ হে মাধব, তব নামে বিকাইব ;—
আমি আর কিছু ধন চাই না হরি,
কেবল তোমার অভয় চরণ।

প্রেমাশ্রুধারায় তারাদেবীর বক্ষ ভাসিয়া গেল। এ মর্ম্মভেদী সঙ্গীত বুঝি বা গোপীনাথের চরণ স্পর্শ করিল! বৃদ্ধ পুরোহিত, সে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া, অধীরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে পবিত্র সঙ্গীত ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। তারাদেবী ভক্তিবিনম্রমস্তকে গোপীনাথের অভয়চরণে প্রণতা হইলেন।

বৈশাখ মাস। আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য শত শত বিগ্রহের সুন্দর ফুলদোল হইতেছে। তারাদেবী রক্ষিগণবেষ্টিতা হইয়া,সহচরী-গণের সহিত পদব্রজে, মহানন্দে মন্দিরে মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। দৈবশক্তিবলে আর তাঁহার সেই নবনীত-নধর পদমূলে বেদনা নাই। শরীরে দ্বিগুণ বল সঞ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার যেন "শাঁপে বর" হইয়াছে! তিনি মনের সাধে দর্শন, পূজা, অর্চ্চনা, প্রভৃতি করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন!

তাঁহারা গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি দেব-মন্দিরে, ও নিকুঞ্জবন প্রভৃতি কুঞ্জে কুঞ্জে দেবদর্শন করিয়া, সন্ধ্যারতি দেখিয়া, রজনী এক প্রহরের সময় আবাসে প্রত্যাগতা হইলেন, এবং সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনান্তর ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক জলযোগান্তে নিদ্রার্থে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

যামিনীর তৃতীয় যাম অতীত হইয়া গিয়াছে। তারাদেবী শয্যা ত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে ছাদের উপর আসিয়া, মুগ্ধনয়নে রূপময়ী প্রকৃতিরাণীর অসীম সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগি-

লেন। তিনি দেখিলেন,—কৃষ্ণপ্রতিপদের নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় ভুবন সমাচ্ছন্ন; যমুনার কৃষ্ণবারিরাশি আপন কাল অঙ্গের স্তরে স্তরে চন্দ্রের রজতকিরণ মাখিয়া, অসংখ্য শশধর বক্ষে লইয়া, ব্রজের সেই মধুর স্মৃতি জাগরিত করিয়া, ছল-ছল টল-টল করিতে করিতে গর্ব্বভরে প্রবাহিতা হইতেছে; যমুনা-পুলিনস্থ বট, অশ্বত্থ, ঝাউ, দেবদারু, বকুল, কদম্ব প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষরাজি, ঘনশাখাপল্লবস্থ সরস সবুজ পত্রাবলীতে শীতল চন্দ্রালোক মাখিয়া, নীরবে নিদ্রামগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই নীরব নিশীথে সকলেই নিদ্রিতা। কেবল নীলাকাশস্থ জাগ্রৎ শশাঙ্ক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে ভুবন ডুবাইয়া, ক্ষীণপ্রভ তারাগুলিকে সঙ্গে লইয়া, ঘুমঘোরে অম্বর-অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিমোহিতা তারা-দেবীর হৃদয়, ভুবনের এই অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, অব্যক্ত ভাবরাশিতে ভরিয়া গেল। তিনি এই সৌন্দর্য্য-তুফানে আন্দোলিতা হইয়া, কিছুক্ষণ চারিদিক বিচরণ করিয়া, শেষে একস্থানে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তৎপর ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, "এই সেই মধুর বৃন্দাবন! এই সেই সুখের ব্রজধাম! এই সেই সাধের যমুনাতট!—কিন্তু হায়! কৈ সেই প্রেমময়ী, শ্যামসোহাগিনী রাধা! হা কৃষ্ণ জগৎপতি! আমি তোমার জন্য আকুলা—, প্রভু তুমি কৈ? শুনিয়াছি, তুমি প্রেমময়ী গোপী-দিগকে বলিয়াছিলে,—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি!"

তবে তুমি কোথায়, হরি? দয়া করিয়া তোমার ভিখারিণীর বাঞ্ছা কি পূর্ণ করিবে না, দেব? অনন্ত সুন্দর! একবার শান্ত হইয়া দাঁড়াও!”

জানিনা অন্তরে কি অনুভব করিয়া, শিহরিত তনুতে তারাদেবী মুদ্রিত নেত্রে ধ্যাননিরতা হইলেন! জানি না বুঝিবা অল্পক্ষণ মধ্যে, সেই নিদ্রিত শব্দহীন স্তব্ধ রজনীতে চিরজাগ্রত মহাপ্রাণের মধুর স্পর্শ অনুভবে পুলকে পূর্ণ হইলেন! তখন প্রেম-গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, “আমরি, মরি! মন আমার, ঐ শোন্ রে, শোন্, জগন্মোহন ত্রিদিবদুর্লভ মোহনবংশীরব প্রাণ ভরিয়া শোন্! ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, দাসীর অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া বাজাও, হরি! ওঃ এত মধু! এত মধু! আ মরি! বাঁশীর বালাই নিয়ে মরি! “সুধীর সুধীর, গভীর গম্ভীর, উদাস বাঁশীর গান!” বাঁশী অনাহতভাবে, করুণস্বরে ও কি বলিতেছে? “রাধা, রাধা, রাধা!” রাধা নামে সাধা বাঁশী কেবলি বলে—“রাধা!” বাঁশীতো অনুক্ষণ ফুকারিতেছে!—কিন্তু কৈ সে প্রেমোন্মাদিনী গুণময়ী রাধা? রাধা নামে এত সুধা!”

তারাদেবী প্রেমবিহ্বলচিত্তে গাহিতে লাগিলেন,—

ঐ শুনি বাজত বাঁশী!
নীরব যামিনী, ধিয়ান নিমগন,
চন্দ্রমা ডারত হাসি!

মলয়জ পবনে, কম্পিত কুঞ্জবন,
লহরিছে যমুনারি বারি,
কুসুম সুবাস ভরইল সকল,
উদাস হৃদয় হমারি !
কাঁহা বাজত ঐ মধুময় বাঁশী—
"রাধা পিয়ারি", পিয়া নাম ?
কো সই রাধে জপত মাধব ?
হেরইতে এ প্রাণ পিয়াসী !

দেবীর পবিত্রতাময় সঙ্গীত-সুধা, এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেবতা ও ঋষিদিগের স্তুতি-গীতির সহিত একীভূত হইয়া, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ভুবনে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করিয়া, ত্রিদিবে প্রেমময় হরির দেবদুর্ল্লভ চরণ স্পর্শ করিল ! আনন্দে প্রভাত সমীরণ, চারিদিক পুষ্পগন্ধে আমোদিত করিয়া, ঘুমন্ত বৃক্ষরাজীকে জাগরিত করিয়া প্রবাহিত হইল। আনন্দে যমুনাবারি নাচিয়া নাচিয়া বহিয়া চলিল। আনন্দে বিহঙ্গকুল মঙ্গল-গীত গাহিয়া উঠিল ! আনন্দ ! আনন্দ ! আনন্দময় ব্রজধামে আনন্দময় সুপ্রভাত প্রকাশ পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পলাশীর যুদ্ধের পরিণাম।

হায়! রাজ্যেশ্বর সিরাজের বুঝি কাল ফুরাইয়া আসিল! সিরাজ-শত্রুগণ, আত্মাপরাধগোপন হেতু, সিরাজ-শিরে যথেষ্ট কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু সিরাজ-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখিলে, সিরাজের অসাধারণ তেজস্বিতার ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। সিরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন,—শ্বেতদ্বীপবাসী ক্রীড়নক-ব্যবসায়ী, শঠচূড়ামণি যে ইংরাজ-বণিক-সম্প্রদায় এত দিন বন্যশার্দ্দুলের ন্যায় অতি সঙ্গোপনে ও নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে শিকারের অনুগমন করিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া রক্তপান হেতু একেবারে সিরাজ-স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে! সিরাজ দুষ্ট মন্ত্রীদিগের চক্রজালে আপনাকে আচ্ছাদিত দেখিয়া, সিংহাসনে বসিয়া অবধি শান্তি স্থাপনে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। সেই জন্যই তিনি ইংরাজ-বণিকদিগের অত্যাচার এ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, আসিতেছিলেন। মুসলমান-সিরাজ তাহাদিগের অনেক স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করিয়া, নানা শত্রুতায়ও মিত্রতা

সংবর্দ্ধন হেতু বহুবার তাহাদিগকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং সেই সত্য চিরদিন অটুট রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহা দ্বারা কখনও কোন সন্ধি ভগ্ন হয় নাই। কিন্তু—লিখিতে লজ্জা হয়—খৃষ্টান্ ইংরাজ-বণিকগণ খৃষ্টের পুণ্যনামে শপথপূর্ব্বক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া, বারম্বার তাহা ভগ্ন করিয়া, এখন সময় বুঝিয়া একেবারেই চূর্ণ করিয়া ফেলিল। যাহা এতদিন সঙ্গোপনে ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইল! কৌশলী ইংরাজ-সম্প্রদায় আটঘাট বাঁধিয়া, সহায়হীন, নূতন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তরুণ নবাব সিরাজের সম্মুখে সহসা তীক্ষ্ণ অসি হস্তে "যুদ্ধং দেহি," বলিয়া ভীষণ আকৃতিতে উপস্থিত হইল!

খল অবিবেচক আত্মাই আত্মার শত্রু,—ইহা সিদ্ধবাক্য। হিংসা-দৃপ্ত আত্মা ভবিষ্যতের শুভাশুভ দর্শনে অন্ধ হইয়া পড়ে। তাই গৃহ-শত্রু মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্ল্লভ—প্রভৃতি আমাদিগের স্বদেশী বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারিগণই নবাব সিরাজের সর্ব্বনাশের মূল! পাপসংকল্পী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ভারতরূপ স্বর্ণডালী মস্তকে লইয়া, বিদেশী পণ্যজীবীর নিকট উপস্থিত হইলেন! হায়! এ পরিতাপ রাখিবার স্থান কোথায়? যতদিন ইতিহাস থাকিবে, ততদিন ইঁহারা এ গঞ্জনা হইতে অব্যাহতি পাইবেন না!

সিরাজ শুনিলেন,—ক্লাইভ ও ওয়াটসনপ্রমুখ ইংরাজগণ বাইবেল স্পর্শ পূর্ব্বক যিশুর পবিত্র নাম লইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া যে সত্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে

ছিন্ন করিয়া, যুদ্ধবেশে অবতীর্ণ হইতেছেন! এবার ইংরাজদিগের সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতেই হইবে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সিরাজ ইংরাজদিগের নিকট পুনর্ব্বার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মদগর্ব্বিত ইংরাজ এখন সে প্রস্তাব কর্ণাগ্রেও তুলিলেন না! সিরাজদ্দৌলা তখন একান্ত বাধ্য হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে বলিলেন। ঘোর কোলাহলে নবাবের সেনাদল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। ইংরাজবাহিনীও ভাগিরথীগর্ভে রণতরী ভাসাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

গৃহছিদ্র প্রকাশকের সাঙ্কেতিক আহ্বানে, ইংরাজগণ পলাশীর সুবিস্তৃত "লক্ষবাগ" আম্রকাননে সেনা সন্নিবেশিত করিল। সিরাজ আদেশ করিলেন,—"কল্য প্রাতেই রণযাত্রা করিতে হইবে।" রজনী প্রভাত হইল; যে প্রভাতে বৃটিষ-সৌভাগ্য-সূর্য্য নির্ম্মল গগনে উদিত হইয়াছিল—ইংরাজের সেই সুপ্রভাত হইল! পলাশী-প্রান্তরে ইংরাজ ও বাঙ্গালী শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

সিরাজদ্দৌলা প্রত্যুষেই, মীর্জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্ল্লভ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন। মহাশব্দে নবাবের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। নবাব-সৈন্য শ্রেণী-বদ্ধরূপে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা করিয়া, মন্থরগতিতে আম্রকাননাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাব অনীকিনীর আরোহী-শোভিত, সুশিক্ষিত হস্তী, অশ্ব ও সুগঠিত কামানগুলি যখন ধীরে

ধীরে সম্মুখাগত হইতে লাগিল, তখন ক্লাইবপ্রমুখ ইংরাজগণ সভয় চিত্তে ভাবিলেন—সিরাজব্যূহ দুর্ভেদ্য! এই চক্রাকার ব্যূহ আম্রকানন বেষ্টন করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রে একবার অগ্নি সংযোগ করিলে একেবারেই সর্ব্বনাশ! নবাবের সেই সৈন্যব্যূহের এক পার্শ্বে ফরাশী বীর সিন্‌ফ্রেঁ, অন্য পার্শ্বে বাঙ্গালী বীর মোহনলাল ও মধ্যস্থলে বাঙ্গালী সেনাপতি মীরমদন সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মীরমদন প্রথমে কামানে অগ্নি সংযোগ করিলেন। কামান চলিতে লাগিল। মুহুর্মুহু ইংরাজ হতাহত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে অনেকগুলি ইংরাজসৈন্য মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইংরাজের কামানের মুখেও নবাবের বহু সৈন্য ধরাশায়ী হইতেছিল। কিন্তু নবাব অপেক্ষা ইংরাজেরই অধিক ক্ষতি হইতে লাগিল। অত্যল্প কালের মধ্যে অনেক গোরালোগ কালা আদমীর হাতে গতায়ু হইল! অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মহাবীর ক্লাইবের সমর সাধ মিটিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, নবাবের এই বিপুল সৈন্যের নিকট তাঁহার মাত্র তিন সহস্র গোরা সিপাহী আর অধিকক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশে সক্ষম হইবে না। তিনি তখন আত্মরক্ষার জন্য দুইটী কামান সম্মুখে রাখিয়া, চারিটী কামান সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে ঘন আম্র-বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং বৃক্ষান্তরালে বসিয়া পড়িলেন। তথাপি মীরমদনের গোলা ইংরাজ-শির স্পর্শ করিতে অক্ষম হইল না। ক্লাইব কিছুতেই নির্ভিক্ হইতে পারিলেন না। মীরমদন তাঁহাকে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া, ধীরে ধীরে সম্মুখাগত হইয়া বিপুল শক্তিতে গোলা চালাইতে লাগিলেন। সেই সময় যদি প্রধান সেনাপতি মীর্‌জাফর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অল্প মাত্র সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজের রক্ষা একেবারেই অসম্ভব হইত, কিন্তু মীর্‌জাফরপ্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষগণ, চিত্রপটের ন্যায় একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, নিশ্চিন্তভাবে মীরমদনের যুদ্ধ কৌশল দেখিতে লাগিলেন! ক্লাইব গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে স্থির করিলেন,—সারাদিন কোনরূপে প্রাণ লইয়া এই বন-মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, আর গত্যন্তর নাই!

এই সময় প্রাবৃটের ঘন মেঘে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, এবং তীরবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। তথাপি মীরমদন অক্লান্ত ভাবে ও বিপুল বিক্রমে শত্রুদলন করিয়া অসীম বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন। সহসা বিপক্ষের একটী গোলা তাঁহার ঊরুদেশে আঘাত করিল! তাঁহার বীর-দেহ পলাশী-ক্ষেত্রে শায়ীত হইল! কয়েকজন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নবাব সিরাজের সম্মুখে উপনীত করিল। "শত্রুসেনা সভয়ে আম্রকাননে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রধান সেনাপতিগণ সসৈন্যে অকর্ম্মণ্যরূপে তাহা দেখিতেছেন মাত্র,—যুদ্ধের কোন উদ্‌যোগই করিতেছেন না!"—হায়! এই কথা কয়টী বলিয়াই মীরমদনের আত্মা অমর ধামে চলিয়া গেল।

সিরাজের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল! তিনি তখন রিপুপরবশ, বিলাসপরায়ণ যুবক নহেন, অথবা চৈতন্যরহিত মাদকোন্মত্তও

নহেন। তিনি স্থির মস্তিষ্কে গৃহশত্রুদিগের অভিসন্ধি বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! যাহার উপর কতক ভরসা রাখিতেন, সেই মীরমদনের আকস্মিক মৃত্যুতে সিরাজ আরও অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন উপায়হীন হইয়া, সকাতরে মীর্‌জাফরকে আহ্বান করিলেন। মীর্‌জাফর অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া, স্বীয় পুত্র মীরণ ও রক্ষিগণ সমভিব্যাহারে সিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র সিরাজদ্দৌলা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মস্তক হইতে রাজমুকুট খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন ও ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "সেনাপতি মীর্‌জাফর, রক্ষা কর! ধর্ম্মাত্মা আলীবর্দ্দীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহার রাজমুকুটের সম্মান রক্ষা কর! আমার মানসম্ভ্রম রক্ষার উপায় কর! তুমি আত্মীয়—তুমি ভিন্ন আমি নিরুপায়!"

মীর্‌জাফর সেই রাজমুকুটে সসম্ভ্রমে কুর্নীস্ করিয়া, আপন বক্ষস্থলে হস্তসংবদ্ধপূর্ব্বক কহিলেন, "চিন্তা নাই—নিশ্চয়ই শত্রুজয় করিব। সৈন্যগণ আজ মীরমদনের উত্তেজনায়, রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; দিবাও অবসান হইয়াছে; অদ্য সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাগমন করুক,—কল্য অবশ্যই শত্রুজয় করিব; আপনি নিশ্চিন্ত হউন!"

সিরাজদ্দৌলার মতিচ্ছন্ন হইল, তিনি মীর্‌জাফরের মিষ্ট বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন, এবং সেনাদলকে শিবিরে

প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। মোহনলাল তখনও অমিতবিক্রমে শত্রুসেনা মন্থন করিতেছিলেন*। তিনি নবাবের আদেশ শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন! তিনি সসম্ভ্রমে নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আর অল্পক্ষণ মধ্যেই যুদ্ধশেষ হইবে—এখন শিবিরে গমন করিবার সময় নহে। এখন সমর ছাড়িয়া প্রত্যাগমন করিলেই সর্ব্বনাশ হইবে!—যুদ্ধাদেশ রক্ষা করুন!"

এই সংবাদ পাইয়া মীরজাফর চমকিত হইলেন। মীর্‌জাফর সিরাজকে বহু প্রকারে বুঝাইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। সিরাজ মোহনলালকে বলিয়া পাঠাইলেন, "অদ্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হও! সসৈন্যে শিবিরে প্রত্যাগমন কর!"

মোহনলাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। দুঃখে ও ক্ষোভে অশ্রুকণার সঙ্গে তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল! কিন্তু তিনি আর কি করিবেন? নবাবের আদেশ অমান্য করিতে তাঁহার কি সাধ্য? তিনি সিরাজের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, হতাশ অন্তরে আপন সৈন্য লইয়া, সাশ্রুলোচনে ধীরে ধীরে আপন শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন মীর্‌জাফর সিদ্ধমনোরথ হইয়া সহর্ষে ক্লাইবকে সংবাদ পাঠাইলেন,—বীরবর মীরমদন গতায়ু হইয়াছে; বীর মোহনলাল রণে ভঙ্গ দিয়া শিবিরে প্রবেশ করিয়াছে; আর যাহারা আছেন—সকলেই আপনার মিত্র। আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে এই সুযোগে, অথবা নিশা-

যোগে কার্য্য সিদ্ধ করুন!—আর ইতস্ততঃ করিবার প্রয়োজন নাই।”

একদিকে মোহনলাল সেনা সমভিব্যাহারে শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন, অন্যদিকে মীরজাফরের নিকট হইতে উক্ত সংবাদ পাইয়া ইংরাজ-সেনা আম্রবন পরিত্যাগপূর্ব্বক বিস্তৃত প্রান্তরে মহাপ্রতাপে বাহির হইয়া পড়িল। সিরাজ তখন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, শৈশবাবধি মাতামহের সঙ্গে রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিয়াও এরূপ কখন দেখেন নাই! দেখিলেন, তাঁহারি বেতন-ভোগী সেনাপতিগণ এবং বিপুল সৈন্যবৃন্দ বিনা যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থান করিতেছে এবং ইংরাজেরা গোলা-গুলি বর্ষণ করিতেছে! এই সেনাপ্রবাহের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতেছে! কেহ কেহ বা হতাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে!—তাঁহার বীর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল! তখন তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য আর একবার কাতরকণ্ঠে সৈন্যাধ্যক্ষগণকে শেষ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সেই ব্যাকুল বাক্য, বায়ু সহ আকাশ-গাত্রে বিলীন হইয়া গেল;—কেহ আর সে বাক্যে কর্ণপাত করিল না! বিশ্বাসঘাতকগণ এখন আর তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না! তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া করুণ দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিলেন। সুচতুর রায়দুর্লভ সময় বুঝিয়া তাঁহাকে পলাইবার পরামর্শ দিল। রাজা রাজবল্লভ সেই

পরামর্শে যোগ দিয়া বিধিমতে উত্তেজনা করিতে লাগিল। সিরাজও বিবেচনা করিলেন,—এক্ষণে এই পলাশীক্ষেত্রে জয়ের আশা অসম্ভব; তদপেক্ষা মুর্শিদাবাদে গমনপূর্ব্বক রাজধানী রক্ষায় প্রাণপণে নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। সিরাজদ্দৌলা আর কালবিলম্ব না করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে, নিজের শিক্ষিত হস্তী আরোহণে, যুদ্ধভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বাসঘাতক মীর্‌জাফর সময় পাইয়া ইংরাজদলে যোগদান করিলেন! কেবল্‌ একজনমাত্র রাজভক্ত বিদেশিবীর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি ফরাশী বীর—সিন্‌ফ্রেঁ। সিন্‌ফ্রেঁ নবাব-সেনাগণের প্রতি মহা ঘৃণায় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যার সময় বিরক্ত চিত্তে যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বালকের ক্রীড়াযুদ্ধের ন্যায় পলাশীর যুদ্ধাভিনয় এইরূপে শেষ হইল!

সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসী যে মুষ্টিমেয় ইংরাজজাতি ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বাস করিত, এই ত্রিশকোটী লোকের প্রভু হইবার পূর্ব্বে যাহারা মুসলমান-নরপতিদিগের নিকট অপরিচিত ছিল, শান্ত-শিষ্ট পারাবতটীর মত যাহারা উদরান্নের জন্য ভারতগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদেরই প্রাধান্য রহিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নিয়তির ঘূর্ণায়মান চক্রে ফরাশী, দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি পরাভূত ও দূরীকৃত হইল। এই নিয়তি-চক্র

ভারতের পাঠান, মোগল, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, শিখ প্রভৃতিকে রাজশক্তিচ্যুত করিয়া খণ্ডাকারে কর্ত্তন করিল,—হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের ভারতকে বৃটিষ-রাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া ছিল। ইহারই ফলে বৃটিষ-অধিকার এত বিস্তৃতিলাভ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। বুঝিবা কেহই দোষী নহে।—নিয়তির ফলেই এরূপ হইতেছে!

আবার এই নিয়তির ফলেই ইংরাজ ভঙ্গপ্রবণ মৃত্তিকা-ভাণ্ড আনিয়া, ভুবন-ভূষণ ভারত-রত্ন লাভ করিল! কাচখণ্ড প্রদান পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে—ভারতের অবোধ শিশু ভুলাইয়া—অতুল কোহিনুরে ইংলণ্ডের রাজ-মুকুট শোভিত করিয়া দিল। সোণার ভারতভূমিকে ভিখারিণী করিয়া, নিজ জন্মভূমিকে রত্নময়ী করিয়া সাজাইয়া, জগতে অতুল গৌরবময়ী করিয়া তুলিল! সেই ইংরাজ-জাতি ভারতে সম্রাট্ হইয়াই এখন সমগ্র জগতের অধিপতি হইতে আকাঙ্ক্ষী হইয়াছে!

সকলের ন্যায় সমান অপরাধী হইয়াও, স্বদেশীর চক্রান্তে সিরাজ সিংহাসনচ্যুত হইলেন,—আর বিদেশী ইংরাজজাতি জগৎ-জ্যোতি ভারত-রত্ন বিনা আয়াসে হাসিতে খেলিতে কুড়াইয়া পাইল! সিরাজের বাঙ্গালা ইংরাজের হইল! সকলি নিয়তির ফলে ফলিয়া থাকে। নয়ন ভরিয়া দেখ, আজ ইংরাজের ভাগ্যে কি ফল ফলিয়াছে!

আবার যদি কোন দিন পরাধীন ভারতবাসী পাশ্চাত্য ইতিহাস পার্শ্বে রাখিয়া, সত্য ইতিহাস স্বীয় শক্তিতে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, তখন দেখিয়া বিস্মিত হইবে যে, এই নিয়তির ফলেই সর্ষপপ্রমাণ সিরাজকলঙ্ক ইংরাজ-চিত্রাঙ্কনে পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কররূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! হায়! দুর্ভাগ্য সিরাজ! তোমার পাপের সমুচিত হইতেও ত অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে! তবে কি এখনও নিয়তি-চক্র ঘুরিয়া তোমার মিথ্যা কলঙ্ক ঢাকিয়া ফেলিবে না?—ইহাও কি তোমার নিয়তি?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ছিন্ন-পুষ্প।

পলাশী-ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক, পরদিন প্রাতঃকালে নবাব সিরাজ-দ্দৌলা সাধের মনসুরগঞ্জের রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। রাজ্যেশ্বর সিরাজ সমরপ্রাঙ্গণ ছাড়িয়া আজ সেই স্বজনশূন্য, রাজধানী মুর্শিদা-বাদে সহায়বিহীন হইয়া প্রবেশ করিলেন! তিনি রাজধানী আগমন করিতে না করিতে, তাঁহার পরাজয়-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলেই স্ব স্ব ধন-প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। রাজধানীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল! সিরাজ রাজধানী রক্ষার জন্য পাত্র-মিত্র ও মন্ত্রিবর্গকে বারম্বার সানুনয়ে আহ্বান করিলেন। কিন্তু হায়! কেহই এই অসময়ে তাঁহার ব্যাকুল আহ্বানে কর্ণপাত করিল না। তিনি যুদ্ধ-যাত্রা কালে রাজধানী রক্ষার ভার স্বীয় শ্বশুর সেনাপতি ইরিচ খাঁর হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সেই ইরিচ খাঁও তাঁহার কাতর কণ্ঠধ্বনির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না,—আপনার ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন! দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দময় রাজভবন

আকুল আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইল। সিরাজের হৃদয় সে আর্ত্তনাদে অধীর হইয়া উঠিল।

লুৎফ-উন্নিসা উন্মাদিনীর ন্যায় স্বীয় পিতা ইরিচ খাঁর সম্মুখীন হইয়া, রাজধানী রক্ষার জন্য ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় পিতা দুহিতার সে কাতর প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া, বরং তাঁহাকে আপনার সহিত পলায়ন করিতে উপদেশ দিলেন!

অভিমানিনী লুৎফ-উন্নিসা তখন ক্রোধভরে, পরুষ বচনে কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! রাজদ্রোহি! আমার সম্মুখে তুমি কি বলিতেছ?—জাননা আমি প্রধানা বেগম?"

ইরিচ খাঁ বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া কহিলেন, "আমি রাজদ্রোহী? রাজা কে? সিরাজ এখন সিংহাসনচ্যুত! তাহার অহঙ্কারী মস্তক হইতে যে গর্ব্বিত রাজমুকুট খসিয়া পড়িয়াছে। সে এখন দীন-হীন প্রজা হইতে হীনতর। এই বিশাল রাজ্যে তিলার্দ্ধ ভূমিও তাহার শরীর রক্ষার জন্য আর সে পাইবে না।—লুৎফ, 'আর বৃথা গর্ব্ব কর কেন? তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরদিনের মত অস্ত গিয়াছে। আর তুমি প্রধানা বেগম নও,—তুমি এখন ভিখারিণী হইতেও অধম। চল লুৎফ,—আমার সহিত পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর!"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "সিরাজ রাজ্যেশ্বর, আমি রাজ্যেশ্বরী,—ইহার অন্যথা কে করিবে? বিশ্বাসঘাতক ইরিচ খাঁ! অন্য কেহ হইলে

এখনি এই রাজদ্রোহিতাসূচক বাক্যের সমুচিত প্রতিফল দিতাম ; কিন্তু তুমি—তুমি আমার পিতা! বল পিতা,—তুমি যাহা বলিলে তাহা তোমার মনোগত ভাব নহে, কেবল আমার পরীক্ষা হেতু ঐরূপ বলিয়াছ,—আমি যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, সকলি ভ্রান্তি!”

ইরিচ খাঁ কহিলেন, “লুৎফ, আমি তোমার পিতা বলিয়াই ঐরূপ বলিয়াছি। আমি স্থির বুঝিয়াছি, তোমাদের আর কোন আশা-ভরসা নাই। এ সময় আপনাদিগকে নবাব ও বেগম মনে করা বাতুলতা মাত্র। চল লুৎফ,—আমার সহিত নিরাপদে থাকিবে। আমি অনেক ধন-রত্ন লইয়াছি, সকলই তোমার হইবে; তুমি রাজ্যেশ্বরীর ন্যায় সুখে থাকিতে পারিবে। তুমি আমার প্রিয়দুহিতা, আমার দেল তোমার জন্য কাতর হইতেছে বলিয়াই এত বলিতেছি।”

লুৎফ-উন্নিসা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত কহিলেন, “কি? আমার প্রাসাদে বসিয়া, আমাকে তোমার এই স্পর্দ্ধার কথা শুনিতে হইল? হায়, তুমি আমার পিতা! তোমাকে আর অধিক কি বলিব? আমারই জন্মে শত ধিক্! ঘৃণিত পিতা, স্মরণ রাখিও,— খোদার কৃপায় দিন পাইলে তোমায় একদিন এই শয়তানের প্রস্তাব স্মরণ করাইব!”

ইরিচ খাঁ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন, “যাও তবে, শয়তানের সহগামিনী হও গিয়া!—বুঝিলাম, তোমারও দিন ফুরাইয়াছে!”

"যাও নরাধম, বিশ্বাসঘাতক পিতা, শীঘ্র আপনার প্রাণ লইয়া এ রাজ্য হইতে পলায়ন কর। কিন্তু নিশ্চয় জানিও,—দুনিয়ার বিচারপতি, দণ্ডদাতা খোদা তোমায় এই ঘোর পাপের দারুণ দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন!"

পতিপ্রাণা লুৎফ-উন্নিসা এই বলিয়া, পিতার প্রতি ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, দ্রুতপদে স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন চারিখানি কম্পিত হস্ত একত্র সম্মিলিত হইয়া রাজভাণ্ডারের গুপ্ত ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া দিল। প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত সেনাসংগ্রহের নিমিত্ত অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। শরীর-রক্ষক সৈন্যগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থরাশী গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন রক্ষার জন্য ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অবশেষে অন্যের সহিত পলায়ন করিল। সিরাজদ্দৌলার শেষ চেষ্টাও এইরূপে বিফল হইয়া গেল!

দেখিতে দেখিতে আষাঢ়ের কৃষ্ণমেঘ-কোলে কৃষ্ণ রজনী সমাগত হইল। রাজধানী আর আলোকমালায় বিভূষিত হইল না। বৈতালিকের সঙ্গীত, নানাবিধ সুযন্ত্রসংযোগে নিবদ্ধ হইয়া, আজ আর দূরদূরান্তে মোগল-গৌরব বিঘোষিত করিল না। সে মোহন-সঙ্গীত চিরদিনের মত কালগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। "হীরা ঝিলের" সেই ইন্দ্রালয়তুল্য রাজান্তঃপুর আর রত্নদীপালোকে উজ্জ্বলিত হইল না। হায়! সেই অপরূপসজ্জীভূত প্রমোদ-প্রাঙ্গণ ঘোর তমসে আবৃত হইয়া রহিল! সেই ইন্দ্রালয়তুল্য সুবৃহৎ রাজপুরী

এখন যেন মানব-সমাগম-শূন্য, ভীষণ মহাশশ্মান-সৈকতে পরিণত হইল!

নবাব সিরাজদ্দৌলা ও বেগম লুৎফ-উন্নিসা গণ্ডে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক সজল-নয়নে রত্নখচিত স্বর্ণপালঙ্কে নীরবে বসিয়া আছেন। একটী মাত্র নিষ্প্রভ সুবর্ণ-দীপ তাঁহাদের সম্মুখে ক্ষীণালোকে জ্বলিতেছে। একজন বাঁদী মলিন মুখে দ্রুতপদে আসিয়া কুর্নীশ করিয়া ভীতিময় কণ্ঠে কহিল, "প্রমীলা বেগম-সাহেবা আপনাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন,—তিনি বিষম পীড়িতা!"

"চল প্রিয়তম, সেই পবিত্রা বালিকাকে শেষ দেখা দেখিয়া আসি!" লুৎফ-উন্নিসা সিরাজের হস্ত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।

প্রমীলা স্বীয় কক্ষে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া সরলাকে বলিতেছিলেন, "সরলা! দিদি আমার! আমার জন্য তুমি কি না করিয়াছ? আমার স্নেহে আবদ্ধ হইয়াই, তুমি আপনার জাতি-ধর্ম্ম ও কুল-মান—সব পায়ে ঠেলিয়া এই ভিন্ন জাতির সংসর্গে মিশিয়াছিলে; সন্তান হইতেও তুমি আমায় অধিক স্নেহ করিতে; তোমার ঋণ শোধ করিবার নহে! হায় দিদি! আমি অভাগী, তোমায় কেবল কষ্ট দিয়াই গেলাম!"

"প্রমীলা! আমায় সঙ্গে নিয়া চল! তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না বলিয়াই, আমি সব ছাড়িয়া আসিয়াছি! এই দানব-পুরীর মধ্যে আমায় কার কাছে রাখিয়া যাইতেছ?" সরলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

প্রমীলা কি বলিতে যাইতেছিলেন, পারিলেন না। অশ্রুধারা তাঁহার কোমল গণ্ড বহিয়া উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে অনেক কাঁদিলেন। পরে প্রমীলা মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"প্রাণের দিদি, তুমি গেলে তোমার প্রাণের কুমারকে রাক্ষসের গ্রাস হইতে কে রক্ষা করিবে? আমি থাকিতেও কুমার তোমারি পুত্র ছিল। আমি তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি মাত্র,—আর তাহার কিছুই করি নাই! আমি জানি, তুমি থাকিতে তাহার বিপদ অসম্ভব। আমি তাহাকে তোমার নিরাপদ বক্ষে সংবদ্ধ দেখিয়া গেলাম!—হায়! বাছাকে দেখিবার সাধ আমার এখনও মিটে নাই!"

সরলা দুই হস্তে নয়নধারা মুছিয়া কহিলেন, "তোমায় ছাড়িয়া আমার জীবনধারণ একান্ত অসম্ভব। কুমারকে তোমার কোলে আনিয়া দেই?"

"না দিদি, কুমার সুখে নিদ্রা যাইতেছে,—তাহাকে জাগাইও না!"

এমন সময় সিরাজের হস্ত আপন হস্তে সংবদ্ধ করিয়া, লুৎফ-উন্নিসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সিরাজ আপনার সেই চিরপরিচিত পথে প্রতিপদক্ষেপে পতনোন্মুখ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা—হীনতেজ দীপ সম্মুখে, স্বর্ণ-পালঙ্কে সোণার অঙ্গ ঢালিয়া যেখানে প্রমীলা স্তিমিতপ্রদীপের ন্যায়

হীনপ্রভা হইয়া শুইয়া আছেন—সেখানে বিমর্ষ বদনে উপস্থিত হইলেন। সরলা তাঁহাদিগকে দেখিয়া, "বেগম-সাহেবা, দেখুন—কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!" এই বলিয়া সরোদনে উঠিয়া দাঁড়াইল!

লুৎফ-উন্নিসা হতজ্ঞান হইয়া প্রমীলার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। সিরাজও চৈতন্যহীনের ন্যায় নিস্পন্দভাবে প্রমীলার পুণ্যময় বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা প্রমীলার করপল্লব আপন করকমলে লইয়া, সজল-নেত্রে কহিলেন, "প্রাণের প্রমীলা, এমন প্রাণনাশক কি খাইয়াছ? কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলে?"

প্রমীলার যে পিপাসিত নয়ন দুইটী লজ্জা-পরিশূন্যরূপে সিরাজের মলিন মুখের প্রতি সংবদ্ধ ছিল, বেগমের বাক্যে তাহা নত হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষীণতর মৃদু বচনে কহিলেন, "প্রাণের দিদি আমার! যাহা আমার পক্ষে এখন অমৃত, সেই জহর খাইয়াছি! কেন এমন করিলাম? দিদি, এখনো জিজ্ঞাসা করিতেছ, কেন এমন করিলাম? যে অভয় আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছিলাম তাহা হারাইয়া, এই অসার রূপ-যৌবন লইয়া, ধর্ম্ম-মান খুয়াইয়া, কোন্ দুর্দ্দান্ত দস্যুর আশ্রয় লইতাম? আশীর্ব্বাদ কর, দিদি, লোকান্তরে যেন তোমার ন্যায় ভগ্নীর আশ্রয়ে, আমার ঐ সাধের অভয় কোলে আশ্রয় পাই!" পরে বাষ্পাকুলিত নয়নে, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে আবার সিরাজের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "নাথ, এই

অত্যল্প দিনে তোমায় দেখিবার সাধ আমার কিছু মাত্র মিটে নাই! তোমায় ভালবাসার শেষ তৃপ্তি কোথায়, সখা ?"

লুৎফ-উন্নিসা নয়ন-ধারায় বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন, "সোণার দিদি আমার! তোমার বিচ্ছেদ একান্ত অসহ্য! তুমি না বলিয়া কেন এমন করিলে ?"

"দিদি! আর বলিবার অবসর পাইলাম কৈ? যখন শুনিলাম, নবাব পরাজিত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন, দাদা আমার দুর্দ্দান্ত ইংরাজের নির্দ্দয় হস্তে বন্দী হইয়াছেন, বেইমান্ সামন্ত-সৈন্যগণ রাজভাণ্ডারের অর্থরাশী লুটিয়া প্রস্থান করিয়াছে, তখন এই অমৃতের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে, দিদি? আমার জন্য দুঃখ কি? আমাদের হিন্দুরমণীগণ এইরূপেই ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকে। তুমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিয়া, নবাবকে লইয়া পলায়নপূর্ব্বক রাজ্যোদ্ধারের উপায় কর! উঁহাকে আর কুমারকে তোমার কাছে দিয়া গেলাম!"

আর বলিতে পারিলেন না! সেই ধীর কণ্ঠ আরও, ধীরতায় পরিণত হইয়া আসিল। ঘনশ্বাসে প্রমীলার প্রেমময় বাক্য জন্মের মত নীরব হইল। দেখিতে দেখিতে সেই ঘনশ্বাস মৃদু হইতেও মৃদুতর হইয়া আসিল। ঘনপল্লবযুক্ত আকর্ণ-অক্ষিপত্র ধীরে মুদ্রিত হইল। লোহিত ওষ্ঠাধর কম্পিত হইয়া ধীরে সংবদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে প্রমীলার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ ছাড়িয়া আনন্দময়

অভয় ধামে চলিয়া গেল! সেই সজ্জীভূত গৃহপ্রাঙ্গণ, ক্ষীণালোকে সেই নির্ম্মল দেহ কোলে করিয়া—সকল দিক বিষম শূন্যতায় মগ্ন করিয়া—যেন বিষাদে "হায়! হায়!" করিয়া উঠিল!

"নবাব, কেন এ দেবাকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের পারিজাতটী ছিঁড়িয়া আনিয়াছিলেন?—প্রমীলা,—দিদি আমার! আমায় ফেলিয়া যাইও না!" এই বলিয়া মাতৃসদৃশী সহচরী সরলা উচ্চ ক্রন্দনে গৃহ পূর্ণ করিয়া, ছিন্নমূল লতার ন্যায়, কক্ষতলে লুটাইতে লাগিলেন!

"সত্যই সরলা, আমি দস্যু! প্রমীলার মর্য্যাদা কিছুই বুঝি নাই! হায় প্রিয়ে! কেন তোমায় আনিয়াছিলাম! বিস্মৃতি আমায় তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেও সময় দিল না!" নবাব সিরাজ আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন হইতে বেগে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

হায় নবাব! তোমার কাঁদিবার আর অবসর কোথায়? ধৈর্য্যশীলা বেগম লুৎফ-উন্নিসা প্রমীলার পবিত্র পুষ্পদেহ সমাধিস্থ করিবার ও সিরাজ-বংশধর, প্রমীলার এক বৎসরের শিশু-পুত্রকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া, সিরাজের হস্ত ধরিয়া সেই সন্তাপময় গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দয়তা।

তাঁহারা সবেমাত্র শয়ন-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় সেই শূন্য রাজপুরী বিকম্পিত করিয়া, ইংরাজের বিজয়-পতাকা মস্তকে বহন করিয়া, অদূরে বিশ্বাসঘাতক মীর্‌জাফরের বিজয়োন্মত্ত কামান ভীম গর্জ্জনে ডাকিয়া উঠিল! তৎশ্রবণে নবাব সিরাজদ্দৌলা শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁহার মর্য্যাদাপূর্ণ বীর হৃদয় যুদ্ধাভিলাষে উদ্যত হইল। তিনি কঙ্কালস্থ অসি নিষ্কাষিত করিয়া বেগে গমনোদ্যত হইলেন। সহসা লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি গমনে বাধা পাইয়া লুৎফের বদন প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তখন সমুদয় স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইল। তিনি পুনর্ব্বার বিস্তৃত প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিলেন। সেই জনহীন প্রস্তরময় প্রাসাদ যেন বিশাল বদন বিস্তার করিয়া রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল। তিনি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন মাতামহ আলিবর্দ্দীর বড় সাধের 'হীরাঝিলের' অপূর্ব্ব রাজপ্রাসাদ এবং মোগলের স্বর্ণময়

মণিখচিত সিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া—দীন-হীন ফকিরের ন্যায়—রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন! তদ্গত-প্রাণা, চিরসহচরী লুৎফ-উন্নিসা ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। আর একজন মাত্র অতি দয়ার্দ্রহৃদয় বহু পুরাতন ভৃত্য তাঁহার অনুগমন করিল। সিরাজ স্থলপথে কিছুদূর আসিয়া, নৌকারোহণে শৈশবের লীলাক্ষেত্র জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, উজান বাহিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য এ পলায়ন নহে। তাহা হইলে তিনি এ পথে না আসিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গেলে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইতেন। সিরাজদ্দৌলা আত্মপ্রাণ বিপদার্ণবে মগ্ন করিয়া, কেবল বিলুপ্তপ্রায় মোগল-গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই প্রাণপণে বর্ষার নদীর প্রবল তরঙ্গ ভেদ করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদি কোনরূপে একবার পাটনায় পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলে তথায় প্রভুভক্ত রাজা রামনারায়ণের সৈন্য-সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তিন দিন নৌকায় গত হইল। বেগম লুৎফ-উন্নিসা একখানি মোটা চাদরে অঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। আর সেই নৌকার কঠিন তক্তার উপর একখানি মাত্র সামান্য বস্ত্র বিছাইয়া, রাজাধিরাজ সিরাজ, উপাধানাভাবে বেগমের জানুদেশে মস্তক রক্ষা

করিয়া, ক্ষুধিত ও ক্লান্ত দেহে, মর্ম্মাহত প্রাণে, সংজ্ঞাহীনের ন্যায় শুইয়া আছেন। বাতাস নাই, কেবল অবিশ্রান্ত আষাঢ়ের বারিধারা বর্ষিত হইতেছে। নাবিকগণ সেই তমোময়ী রজনীতে অজস্র বৃষ্টিধারা মাথায় লইয়া ক্রমান্বয়ে নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। নৌকা ক্রমে জাহ্নবীর কোল অতিক্রম করিয়া, কালিন্দী নাম্নী ভাগিরথীর একটী শাখায় প্রবেশ করিল এবং কিছুদূর গিয়াই ঠেকিয়া পড়িল। তখন সেই অন্ধকার রজনীতে নাবিকগণ সেই স্থানেই নৌকা বাঁধিতে বাধ্য হইল।

একদল শৃগাল নিকটস্থ ঘন জঙ্গল মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। লুৎফ-উন্নিসা সভয়ে সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্ধকারসমষ্টি তীরস্থ বৃক্ষরাজিকে যেন গাঢ়রূপে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অজস্র বৃষ্টিধারা সেই অন্ধকারময় বৃক্ষের ঘনপল্লবরাশীর মধ্যে পতিত হইয়া, পল্লব হইতে পল্লবান্তরে ঝরিয়া পড়িতেছে। কোন কোন স্বল্পোচ্চ বৃক্ষের বহুশাখাবেষ্টিত গাত্রের স্তরে স্তরে অসংখ্য খদ্যোৎপুঞ্জ জ্বলিতেছে, নিভিতেছে, আবার জ্বলিতেছে। নিকটস্থ কোন স্থান হইতে অবিরত ভেককুলের ডাক শুনা যাইতেছে,—এবং অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-পতনের শব্দ শ্রুত হইতেছে। সেই ভীতিপূর্ণ, জনমানবশূন্য স্থানে বসিয়া লুৎফ-উন্নিসা ভাবিলেন,—জগৎ বুঝি লোকশূন্য হইয়াছে! জীবকোলাহলশূন্য এরূপ স্থান যে অবনীতে ছিল,

ইহা তিনি কখন কল্পনায়ও ভাবেন নাই! মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজধানীর, এবং বৈভবময়ী রাজভবনের কত চিত্রই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল। তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া, হস্তদ্বয়ে বক্ষ চাপিয়া মর্ম্মভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সিরাজ সে নিশ্বাস-শব্দে চমকিত হইলেন। লুপ্তপ্রায় চেতনা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ডাকিলেন, "লুৎফ!"

লুৎফ প্রেমময় স্বরে উত্তর করিলেন "কেন, প্রিয়তম?"

"তুমি আমার প্রধানা বেগম ছিলে!

"সে তোমারি কৃপায় প্রাণাধিক!"

"এখন?"

"এখনও আমি তোমার প্রধানা বেগম। বৃক্ষতলেও তুমি নবাব—আমি প্রধানা বেগম।"

"ধিক্ আমায়! তোমায় কত কষ্টই দিলাম! কি হইবে, প্রিয়তমে!"

"কষ্ট? যতক্ষণ আমি তোমার পার্শ্বে, ততক্ষণ আমার ন্যায় সুখী এ দুনিয়ায় কে আছে? ধৈর্য্যের কোলে আশ্রয় লইয়া, সর্ব্ববিঘ্নের আশানকারী খোদার নাম স্মরণ কর,—সকল আপদ দূরে যাইবে।"

নিকটস্থ অশ্বত্থবৃক্ষে কালপেচক ঘোর বিকৃত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল! সিরাজ সে শব্দে চমকিত হইয়া, মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার! আলোক

কি চিরদিনের জন্য, জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে ? সিরাজ-ভাগ্যে আর কি সৌভাগ্য-সূর্য্য উঠিবে না ? অন্ধকার ! অন্ধকার ! অসীম অন্ধকার-সমুদ্রে আজ আমি মগ্ন !"

"আল্লার ইচ্ছায় তোমার সকল আপদ দূর হইবে ! অধীর হইও না, প্রিয়তম !"

"প্রিয়তমে, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য ছিল, তাহা আমায় দিয়া তুমি দিবা-রজনী উপবাসে কাটাইলে ! আমি পাষণ্ড, অনায়াসে তাহা ভক্ষণ করিলাম ! হায় ! তোমার ক্লেশ নিতান্তই অসহ্য !"

"প্রিয়তম সিরাজ, আমার জন্য তোমার ক্লেশ ? আমি রাজ-পুরীতে আহার-নিদ্রা সব রাখিয়া আসিয়াছি ! আবার যে দিন তোমায় লইয়া নির্ব্বিঘ্নে তথায় প্রবেশ করিব, সেই শুভদিনে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আবার আহার করিব, সেই সুখময় পালঙ্কে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইব। এখন আমি ক্ষুধায় ও নিদ্রায় কিছুমাত্র কাতর নহি। কিন্তু আমি অভাগিনী,—তোমার ক্ষুধা কি প্রকারে নিবারণ করিব, প্রাণাধিক ? আজ তুমি ক্ষুধায় কত কষ্টই পাইতেছ !"

লুৎফ-উন্নিসার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

"প্রাণাধিকা লুৎফ, তোমায় না পাইলে আমি "এখন কি করিতাম ?"

"প্রাণাধিক সিরাজ, তোমায় না পাইলে এখন আমি কি করিতাম ?"

এইবার প্রেমময়ী লুৎফ-উন্নিসার যত্নসংযত নয়নধারা আর বাধা মানিল না। অজস্রধারে সিরাজের প্রশস্ত ললাটদেশে পতিত হইতে লাগিল।

সিরাজ সে অশ্রুস্পর্শে শিহরিয়া উঠিলেন এবং মস্তক উত্তোলন করিয়া, "লুৎফ, পিয়ারি, তুমি কাঁদিতেছ?" ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার লুৎফের কোলে মস্তক লুকাইলেন,—আপনিও অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ধৈর্য্যশালিনী, অসীম বুদ্ধিমতী লুৎফ-উন্নিসা তখন অশ্রুবেগ সম্বরণ করিলেন, এবং নয়নধারা মুছিয়া মধুর কণ্ঠে সিরাজকে শান্ত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কৃত হইল। সেই ঘনঘোরা রজনী প্রভাত হইল! কিন্তু বুঝিবা সেই তমোময়ী যামিনীই সিরাজ-ভাগ্যে ছিল ভাল।—হা দুর্দ্দৈব! সিরাজ পথভ্রষ্ট হইয়া এ কোথায় আসিয়াছেন? প্রভাতালোকে নাবিকগণ দেখিল,—তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে! সিরাজ কহিলেন, "তোমরা তীরে উঠিয়া, পথের সন্ধান লইয়া আইস,—বৃথা সময় নষ্ট করিও না।"

তাঁহার আদেশে তাহারা পথের সন্ধানে গমন করিল। সিরাজ তাহাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গীয় পুরাতন ভৃত্যকেও পুনর্ব্বার প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু কৈ? কেহই ত এখনও প্রত্যাগত হইল না? বেলা অনেক হইয়া পড়িল। তিনি ক্রমে ক্ষুৎপিপাসায় বড়ই কাতর হইয়া

পড়িলেন। তাহাদের আশাপথ চাহিয়া আর ধৈর্য্যধারণে সক্ষম হইলেন না। "লুৎফ, তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর—আমি খাদ্যদ্রব্য লইয়া এখনি আসিতেছি।" এই বলিয়া বেগমের প্রত্যুত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই এক লম্ফে তীরে উঠিয়া আহার্য্য সংগ্রহের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার গমন-পথে চাহিয়া রহিলেন।

সিরাজ তীরে উঠিয়া লোক-মুখে জ্ঞাত হইলেন গ্রামের নাম—শাহপুর। তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রামে কোন মুসলমান ধর্ম্মমন্দির আছে কি না। সে ব্যক্তি তাঁহাকে নিকটে একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্ দেখাইয়া দিল। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই মস্‌জিদে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রামে ঈদৃশ অতিথির অপরূপ অবয়ব দৃষ্টি করিয়া, গ্রামস্থ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। যদিও আত্মগোপনেচ্ছায়, অতিথি দীন বেশে অঙ্গ আবৃত করিতে ক্রটী করেন নাই, তথাপি তাঁহার অঙ্গভঙ্গীতে ও বাক্যালাপে, মেঘাবৃত ভানুর ন্যায় তেজরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল! মস্‌জিদবাসী ফকির তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যথার্থ তত্ত্ব কিছু পাইলেন না। কিন্তু একি? দীন-হীন অতিথির পদে বহুমূল্য মণিখচিত পাদুকা! ফকির কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—সাদরে আহার্য্য অর্পণ করিলেন। চারিদিন এক প্রকার অনশনে থাকিয়া, রাজাধিরাজ সিরাজদ্দৌলা মুখে সবে মাত্র অন্ন উঠাইয়াছেন,

এমন সময় নির্দ্দয়াবতার মীরকাশিমের কঠিন হস্ত, তাঁহার সেই ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ হস্ত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল—আর আহার হইল না!

সিরাজ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পরাজয় ও পলায়ন-বার্ত্তা এত শীঘ্র এই দূরদেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। সেই অনুমানেই তিনি তীরে উঠিতে এবং এই মস্‌জিদে আশ্রয় লইতে শঙ্কা বোধ করেন নাই। ইংরাজপ্রবর ক্লাইবের অনুকম্পায়, মীর্‌জাফর মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া কোন প্রকারেই যখন পরাজিত সিরাজের সন্ধান পাইলেন না, তখন তাঁহার মনে নানাবিধ সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। তিনি সিরাজকে ধৃত করিবার জন্য সসৈন্যে নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মীরকাশিম প্রভৃতি কতকগুলি লোক সিরাজের অনুসন্ধানে রাজমহল হইতে অতিদ্রুত স্থলপথে এই গ্রামে আগমন করিয়াছিল। তাহাদের আগমন-বার্ত্তা, এবং সিরাজের পলায়ন-সংবাদ, গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সিরাজকে তদবস্থায় দেখিয়া পুরস্কার-প্রত্যাশী লোকে মীরকাশিমকে এই সংবাদ প্রদান করিল। মীরকাশিম কালবিলম্ব না করিয়া, সসৈন্যে তথায় উপনীত হইয়া, সিরাজকে পূর্ব্ব প্রকারে ধৃত করিল।

সিরাজ তখন অসহায়—নিরস্ত্র। তিনি স্বীয় নিমকভোগী, মীরকাশিমের নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি করিলেন এবং অর্থবিনিময়ে আপনার স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন,—

কিন্তু সকলই বিফল হইল! তাঁহার সুকুমার করদ্বয় কঠিন লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ হইল। মীরকাশিমের সৈন্যগণ তখন লুণ্ঠন আশায় উন্মত্ত হইয়া সিরাজের নৌকায় আরোহণ করিল। মীরকাশিমও শৃঙ্খলাবদ্ধ সিরাজকে লইয়া নৌকায় প্রবেশপূর্ব্বক, কোথায় কি ধনরত্ন আছে, তাহার সন্ধান লইতে লাগিল।

লুৎফ-উন্নিসা সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া, লজ্জা-শরমে জলাঞ্জলি দিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন!

সিরাজ এবার বড়ই অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আয়ত-নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, বদনমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি স্বীয় বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইয়া ক্রোধপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "মীরকাশিম, একি স্পর্দ্ধা! বেগম লুৎফ-উন্নিসার নিকট তোমার ধৃষ্টতা? শীঘ্র বেগম-সাহেবার আদেশ প্রতিপালন কর!"

"ওহো! তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছ? এই সামান্য সৈন্যের যে ক্ষমতা আছে, তাহাও যে তোমার নাই!" এই বলিয়া মীরকাশিম পৈশাচিক রবে হাসিয়া উঠিল!

সে বিকট অট্টহাস্যে সিরাজ শিহরিয়া উঠিলেন! "প্রিয়ে, ক্ষান্ত হও, স্বীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধর?" ইহা কহিয়া সিরাজ আবদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে নীরব হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "মহাপ্রাণ আলিবর্দীর রক্ত-মাংস ইহার শরীরে বর্ত্তমান। তোমরা সেই আলিবর্দীকে স্মরণ

করিয়া, ইঁহাকে মুক্ত কর। আমি আলিবর্দ্দীর দোহাই দিয়া, তোমাদের নিকট সকাতরে ও করযোড়ে ভিক্ষা করিতেছি—তোমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও!"

মীরকাশিম কহিল, "আপনি বৃথা অনুরোধ করিবেন না। মীরজাফর এখন মহামান্য নবাব! আমরা সেই নবাব মীরজাফরের হুকুমে ইহাকে বন্দী করিতে আসিয়াছি, মুক্ত করিতে পারিব না!"

মীরজাফরের নাম শুনিয়া, সিরাজ পুনর্ব্বার ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। "মীরজাফর! সেই বিশ্বাসঘাতক, নরাধম মীরজাফর! ওঃ যেমন প্রভু, তাহার উপযুক্ত দাসও তোমরা জুটিয়াছ!" সিরাজের উত্তেজিত কণ্ঠে আর বাক্যনিঃসৃত হইল না। তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে নীরব হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা, কাতরতাপূর্ণ কণ্ঠে পুনর্ব্বার কহিলেন, "মীরকাশিম, আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে! এখনও যাহা আছে—তাহা এক রাজত্বের সম্পদ। তাহা লইয়া তুমি দয়া করিয়া সিরাজকে আমায় ভিক্ষা দাও! খোদা তোমার মঙ্গল করিবেন!"

মীরকাশিম কহিল, "কৈ? আপনার কি আছে—দিন!"

বেগম লুৎফ-উন্নিসা বস্ত্রমধ্য হইতে একটি স্বর্ণময় বাক্স বাহির করিয়া, মীরকাশিমের হস্তে অর্পণ করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার বহুমূল্যের সাধের মণিময় অলঙ্কারগুলি সংবদ্ধ ছিল। মীরকাশিম

বাক্সের আবরণ উন্মোচন করিয়া, সহর্ষে নাবিকদিগকে আদেশ করিল, "সত্বর নৌকা চালাইয়া রাজধানীতে লইয়া চল!"

নাবিকগণ সভয়ে নৌকা খুলিয়া দিল। ছিন্নমূল লতার ন্যায় বেগম লুৎফ-উন্নিসা নৌকা-মধ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিহিংসার প্রতিফল।

পাপকর্ম্মানুলিপ্ত, সন্দিগ্ধ হৃদয় কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মীর্‌জাফর ইংরাজ-অনুকম্পায়, "নবাব"-উপাধি লইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শঙ্কা বিদূরিত হইল না। সিরাজ অথবা তাঁহার শিশু-পুত্রের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তিনি ভীত নেত্রে আপনার প্রতিপক্ষের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও সুস্থির হইতে পারিলেন না। মীর্‌জাফর দেখিতে পাইলেন, আর একজন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যায্য অধিকার লইয়া, তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান!—ঘসেটী-বেগম নওয়াজেসের বালককে পোষ্য-পুত্র লইয়া রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেছেন! ইংরাজগণও ইহার নিকট পূর্ব্বাপর অঙ্গীকার-সূত্রে কিয়ৎপরিমাণে আবদ্ধ আছেন। বিশেষতঃ, ইংরাজগণ মুসলমানদিগকে মৃত্তিকাপুত্তলবৎ নবাব করিতে চাহেন মাত্র; সবলবেষ্টিত রাখিতে, অথবা প্রকৃত রাজক্ষমতা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং এ অবস্থায়

ঘসেটীর নাবালক পুত্রকে "নবাব"-নাম দিয়া, ইংরাজগণ সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নিজের করায়ত্ত করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এই সকল বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক, কোন এক অভিসন্ধি মস্তকে স্থির করিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে ঘসেটীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

প্রেরিত দূত মীর্‌জাফরের উপদেশে ঘসেটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বহু-সম্মান-পুরঃসর কহিল, "নবাবের ইচ্ছা, আপনি সত্বর ঢাকায় গিয়া নিজ রাজ্য অধিকার করুন,—বিলম্বে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।"

ঘসেটী কহিলেন, "তাহাই হইবে। নবাবের সৎপরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি তাঁহাকে বলিও,—তিনি যে আমার হিতচিন্তা করিয়া থাকেন, ইহাতে আমি পরম বাধিতা হইয়াছি।"

দূত কহিল, "এই সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে ভাবিয়া, তিনি আপনার গমনোপযোগী সমুদয় আয়োজন করিতে আদেশ করিয়াছেন। সমস্তই প্রস্তুত, এখন আপনার যাহা অভিরুচি।"

"আচ্ছা, আমি অদ্যই রওনা হইব। এ বিষয়ে আর তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। তুমি আমার অভিপ্রায় তাঁহার নিকট গিয়া প্রকাশ কর।"

দূত অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

দূত গমন করিলে, ঘসেটী-বেগম চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি আপন মনে কহিলেন, "ধূর্ত্ত ইংরাজগণ আমায় প্রলোভনে বশীভূত করিয়া, গৃহসন্ধান অবগত হইয়া, অবশেষে কিনা আমার চিরবাঞ্ছিত রাজ্য অন্যের হস্তে এইরূপে অর্পণ করিল! মীর্‌জাফর এক্ষণে ইংরাজদিগের অনুগত ভৃত্যস্বরূপ। ইংরাজদিগকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদের দ্বারা সকলি সম্ভব। অতএব সম্প্রতি অন্য আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ রাজ্য অধিকার করাই কর্ত্তব্য। মীর্‌জাফর এখন নূতন নবাব। তাহাকে এখন তুষ্ট করাই উচিত। এই কারাগারস্বরূপ অন্তঃপুর হইতে বাহির না হইলে কোন কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পরে মীর্‌জাফর আমার বাধ্য হয় ভাল, নচেৎ রাজবল্লভের সহায়তায় ইহার উচিত প্রতিবিধান করা যাইবে। এই ঘসেটীর কোপানলে পড়িয়াই, প্রিয়তমের হন্তা, অহঙ্কারী সিরাজ ভস্মে পরিণত হইতে চলিয়াছে! আমি চলিলাম,—মীর্‌জাফর! তুমি সাবধানে থাকিও।"

সেই দিনই পাঁচখানি বজ্‌রা আপনার ধন-রত্নে পূর্ণ করিয়া, স্বীয় পোষ্যপুত্র ও স্বগণ সহিত ঘসেটী-বেগম ঢাকা অভিমুখে গমন করিলেন।

ঢাকায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অন্তরে কেমন এক প্রকার সন্দেহের ভাব উপস্থিত হইল। তিনি এত দিন পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগতা হইলেন, কিন্তু কর্ম্মচারিবর্গ অথবা প্রজাগণ কোন

প্রকারেই তাঁহার অভ্যর্থনা করিল না,—ইহার কারণ কি? তিনি নানা প্রকার সন্দেহদোলায় দোদুল্যমানা হইয়া, শিবিকা-রোহণে প্রাসাদে প্রবিষ্টা হইলেন। শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়াই দেখিলেন—সম্মুখে সেই হোসেন-হন্তা মহম্মদী বেগ দণ্ডায়মান! ঘসেটী তাহাকে দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন! কিঞ্চিৎ পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ করিয়াও দেখিলেন, তাঁহার সেই গৃহ, সেই বৈভব, সব আছে,—কেবল তাঁহারই কর্তৃত্ব নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে যাঁহার আদেশ অপ্রতিহতভাবে প্রতিপালিত হইত, এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা আর কেহই করিতেছে না, ঘসেটী অত্যল্পকাল মধ্যেই বুঝিলেন—তিনি স্বগৃহে মীরজাফরের অধীনে বন্দিনী! তিনি মীরজাফরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, অধীরচিত্তে হতচৈতন্যার ন্যায় গৃহতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সহচরীবৃন্দ এবং বালক পোষ্যপুত্র, অন্য গৃহে নীত হইল। দেখিতে দেখিতে কক্ষের কপাট অর্গলাবদ্ধ হইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সকল দিক পূরিয়া গেল। বেগম ঘসেটী ঘোর চীৎকার করিয়া কপাট উন্মুক্ত করিতে বারম্বার আদেশ করিলেন। কিন্তু সে আদেশ সেই রুদ্ধ কক্ষের ভিত্তিগাত্রে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া নিষ্ফল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল,—কেহই কোন প্রতিবিধান করিল না। সেই সম্পদমদগর্ব্বিতা বেগম, আপন প্রাসাদে অসহায়া অনাথার ন্যায়, মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন!

রজনী দ্বিপ্রহরা। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত। জলদজাল বায়ুশূন্য শব্দহীন আকাশের সকল দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে গভীর গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দামিনীলতা সেই ভীষণ আঁধার-গাত্রে পলকে দিক্‌দিগন্তে ছুটাছুটী করিয়া ফিরিতেছে। ভয়ঙ্কর নাদে, দিক্‌বিদিক্ কাঁপাইয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল! ঘসেটী সে ভয়ঙ্কর শব্দে মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিলেন। পরে করদ্বয়ে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া আপন মনে কহিলেন, "আমার বিনা হুকুমে আমার ঘরের দীপাবলী কে নিবাইয়া দিল? বাঁদীগুলা বড়ই বজ্জাত হইয়াছে! সবগুলা গিয়াছে কোথায়?"

ঘসেটী উচ্চকণ্ঠে গৃহ কাঁপাইয়া ডাকিলেন, "সাদী! রোম্‌জানা! কোথায় মরিতে গিয়াছিস্?—শীঘ্র আয়!"

সেই সুবিস্তৃত, অন্ধকারময় শূন্য গৃহে বেগমের বৃথা আহ্বান-ধ্বনি দ্বিগুণ প্রতিধ্বনিত হইয়া গৃহময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! ঘসেটী স্বীয় কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় কণ্ঠের প্রত্যুত্তর পাইলেন না। তখন তাঁহার সমস্ত অবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি কণ্টকিত শরীরে, ব্যাকুল চিত্তে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক চঞ্চল পদে নির্গমন-পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন ক্ষোভে ও রোষে, আবদ্ধা কালসর্পীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং হতচৈতন্যার ন্যায় গৃহতলে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্মৃতির সহায়ে

পুনর্ব্বার আপন ভাগ্যের পরিণাম সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি সাধের জীবনের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন! আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—

"আমার সাধের জীবনের এখনও যে কোন আকাঙ্ক্ষাই পূরে নাই! আমার অতুলং ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করিবে? বিশ্বাসঘাতক রাজবল্লভ! কাফের! তুমি আমার ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া এই বিপদ-সময় নিশ্চিন্ত মনে কোথায় সুখভোগ করিতেছ? কে আমায় উদ্ধার করিবে?—হোসেন! প্রাণাধিক! তুমি এসো! তোমার বড় পিয়ারের ঘসেটীর জীবন, অসহায়রূপে দস্যুর হস্তে বিনষ্ট হইতেছে! তুমি বীর, তুমি আমায় রক্ষা কর! হায়! তুমিও আসিলে না?—শুনিলে না? তুমি কোথায়? ওহো! তুমি নাই! তুমি জীবিত থাকিলে আজ আমি রাজ্যেশ্বরী! কার সাধ্য আমার এরূপ দুর্গতি করে?"

সেই ঘোর অন্ধকারে ঘসেটীর উদ্দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল! ঘসেটী হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন,—

"প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!—প্রতিহিংসা পূরিয়াছে, তোরে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি,—কিন্তু এখনও তোর উচিত দণ্ড দেখি নাই! তোর খণ্ডদেহ দর্শন করিয়া, এখনও ঘসেটীর তাপিত হৃদয় শীতল হয় নাই! তোর মৃত্যুদর্শন মানসে, মীর্‌জাফরকে

তোর পলায়ন-পথ বলিয়া দিয়াছি! এতক্ষণে অবশ্যই তুই ঘৃণিত কুক্কুরের ন্যায়, লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বন্দীবেশে আসিয়াছিস্! কিন্তু কৈ? আমি তোর খণ্ডদেহ দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণে তৃপ্তি পাইলাম কৈ? মীর্‌জাফর! বিশ্বাসঘাতক মীর্‌জাফর! তুই আশা দিয়া শেষে আমারই প্রাণের হন্তা হইলি? সিরাজ যাহা সাহস করে নাই, তুই তাহা করিবি?—আমায় প্রাণে মারিবি? ওঃ! আমার সব শেষ হইল!—রক্ষা কর—রক্ষা কর!"

ঘসেটী ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—আবার মুহূর্ত্তেই ভূমিতে পতিত হইয়া পড়িলেন! মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহার চেতনা হরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া, ঘসেটী সত্রাসে দেখিলেন,—ঘোরকৃষ্ণবর্ণা, লোলচর্ম্মা, দীর্ঘকঙ্কালবিশিষ্টা পিশাচীকুল কোটরপ্রবিষ্ট লোহিতলোচন বিঘূর্ণীত করিয়া, লম্বিত অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে এবং বিকট দশন বিস্তার করিয়া মুহুর্মুহু অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেছে! পিশাচীদের গাত্রের পূতিগন্ধে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে! ঘসেটী চীৎকার করিতে গেলেন,—কিন্তু তাঁহার রসহীন রসনা নড়িল না। ঘসেটী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন,—কিন্তু সে দিকেও সেই সকল প্রেতিনী-মূর্ত্তি! প্রেতিনীগণ এক একবার বিকট শব্দে কাঁদিয়া উঠিতেছে! দেখিতে দেখিতে ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যস্থলে ও কাহার তেজঃপুঞ্জ বিভক্ত মূর্ত্তি ঘসেটীর

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল? বিহ্বলা ঘসেটী! উঁহাকে চিনিতে পারিতেছ না? এই মাত্র যাঁহার হিংসায় উত্তেজিতা হইতেছিলে, উনি যে সেই—রাজ্যেশ্বর সিরাজদ্দৌলা!

সহসা স্বর্গীয় সৌরভে কক্ষপ্রদেশ পূর্ণ হইল! নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ শীতল জ্যোতিতে সেই তমোময় গৃহ ভরিয়া গেল! সে মধুর কিরণে পিশাচীদের বিকট বীভৎস আকৃতি অদৃশ্য হইয়া পড়িল! দেখিতে দেখিতে, স্বর্গীয় দেববালা সমভিব্যাহারে, পুণ্যপুষ্পশোভনা, শুক্লাম্বরধারিণী, বিজয়-মুকুট-শোভিতা, রাজরাজেশ্বরীরূপা একটী রমণী-মূর্ত্তি, করুণা, ক্ষমা, প্রেম ও শান্তিপূর্ণ বদনে আসিলেন, এবং প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া—সিরাজ-মূর্ত্তি সাদরে বক্ষে লইয়া—বায়ুপথে, উচ্চে, মহা উচ্চে, গ্রহতারা ভেদ করিয়া, অমর ধামে চলিয়া গেলেন! আবার অন্ধকারে, ঘোর অন্ধকারে ঘসেটী পতিতা হইলেন! আবার পিশাচীকুল অট্টহাস্যে গৃহ বিকম্পিত করিয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! "লুৎফ! লুৎফ! পুণ্যরাণী! যাইও না—যাইও না! আমি বড় বিপন্না, আমায় উদ্ধার কর!" এই বলিয়া ঘসেটী পুনর্ব্বার অচৈতন্যা হইয়া পড়িলেন।

সহসা সেই সূচীভেদ্য তমোরাশী আরও ঘনীভূত হইল। আবার চরাচর বিকম্পিত করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার-গাত্রে ক্ষণপ্রভা বিকশিত হইয়া আবার চকিতে বিলীন হইয়া গেল। বিকট নিনাদে অশনিপাত হইল। সেই

ভীষণ শব্দে ঘসেটীর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ভীত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন,—এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল ও অন্য হস্তে তীক্ষ্ণধার অসি লইয়া মহম্মদী বেগ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল! ঘসেটী পলক-মধ্যে স্বীয় ভাগ্যফল বুঝিয়া লইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রভূত বলসঞ্চার হইল। তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে উঠিয়া, গর্ব্বভরে মহম্মদীর বক্ষে প্রচণ্ডবেগে পদাঘাত করিয়া, সেই অসাধারণ-শক্তিশালী ঘাতককে ধরাশায়ী করিলেন! মহম্মদীও মুহূর্ত্ত-মধ্যে উঠিয়া, ঘসেটীর সেই গর্ব্বিত বক্ষে শাণিত অসি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল! ছিন্নমূল, পুষ্পাকীর্ণ পলাশবৃক্ষের ন্যায় ঘসেটীর সুন্দর বপু মৃত্তিকাশায়ীত হইল। ঘসেটীর হৃদয় হইতে উষ্ণ শোণিত নির্গত হইয়া, তাঁহার অতি যত্নের যৌবনগর্ব্বিত দেহ ভাসাইয়া দিল। ঘসেটীর সাধের জীবন প্রতিহিংসায় প্রতিফল পাইয়া, জানি না কোন্ অপরিজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল!

মীর্‌জাফরের কণ্টক দুর হইল। নওয়াজেস-মহিষীর বিপুল ঐশ্বর্য্য মীর্‌জাফরের করকবলিত হইল। কেবলমাত্র বিদ্রোহের আশঙ্কায়, নূতন নবাব এই বীভৎস কার্য্য সাধন করিলেন।

তামস নিশার অবসান হইল। কিন্তু পরদিন ঢাকার রাজপুরীতে আর কেহ সেই শমনাবতার মহম্মদী বেগকে দেখিতে পাইল না। কে জানে কোন্ দেশে, আবার কোন্ ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধনোদ্দেশে সে চলিয়া গিয়াছে!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ নৃশংসতা।

আর পারি না! আমার কালীমুখো কলম, যে কাহিনী এখন বিবৃত করিতে হইবে, তাহা প্রকাশ করিতে নিতান্ত নারাজ হইতেছে! কিন্তু কি করিবে? যখন এতদূর আসিয়াছে, তখন তাহাকে এই ভীষণ চিত্র কৃষ্ণরেখায় চিত্রিত করিতেই হইবে!

অভিলষিত বন্দী লইয়া, মীরকাশিমের নৌকা মন্থর গতিতে, প্রভাত-হিল্লোলে হেলিতে দুলিতে, বিজয়ভেরী বাজাইয়া, রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিল। পূর্ব্বেই তাঁহার সৈন্য-সামন্তবর্গ স্থলপথে আসিয়া এই বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাদের আগমন-সংবাদে বহু লোক নানা ভাবে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। অনেক সৈন্য-সামন্তও আসিল। একখানি শিবিকা নৌকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মীরকাশিমের আদেশে, দুইজন সৈনিক বেগম লুৎফ-উন্নিসার করদ্বয় নির্দ্দয় হস্তে ধারণ করিয়া, সেই শিবিকা-মধ্যে উঠাইল। লুৎফ-উন্নিসা মীর-কাশিমের বন্দিনী হইয়া অবধি অনেক সময়ই অচৈতন্যাবস্থায়

ছিলেন; এক্ষণে সৈনিকের নিষ্ঠুর করস্পর্শে চেতনা পাইয়া, পার্শ্বস্থিত ম্রিয়মান, শৃঙ্খলাবদ্ধ সিরাজের বদনের প্রতি কাতর নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইল,—কিন্তু কথা আর ফুটিল না! আবার তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। লুৎফ-উন্নিসার তৎকালীন অবস্থা, সেই সকরুণ দৃষ্টি সিরাজের অন্তরে বিষম আঘাত করিল। সিরাজ বিস্মৃতের ন্যায় কহিলেন, "প্রাণেশ্বরি আমার! তোমার পার্শ্বে আমি এতক্ষণও ভাগ্যবান্ ছিলাম! কিন্তু এখন ঘোর দুর্ভাগ্য-সমুদ্রে পতিত হইলাম! হায়! প্রাণাধিকে! তোমার অতুল প্রেমের ঋণ আমি কিছুমাত্র শোধিতে পারিলাম না! আমার হৃদ্‌পিণ্ডের পরিবর্ত্তেও কি আর কেহ তোমায় আমার তাপিত বক্ষে ফিরাইয়া দিবে না?"

হায়! কেহই হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার করুণ বিলাপে কর্ণপাত করিল না। বাহকগণ মূর্চ্ছিতা লুৎফ-উন্নিসাকে লইয়া শিবিকা উত্তোলন করিল। রাজ্যেশ্বরী লুৎফ-উন্নিসা রক্ষিবেষ্টিতা হইয়া নিজ অন্তঃপুর মধ্যে নীতা হইলেন! সিরাজ তখন উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বেগম-সাহেবার অবমাননা! পাষণ্ডগণ, শীঘ্র আমার বন্ধন খুলিয়া দে,—আমি কাপুরুষ দস্যুদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করি! বিলম্ব করিতেছিস্? সত্বর খুলিয়া দে।—আমার হুকুম অমান্য?—আমি রাজাধিরাজ সিরাজদ্দৌলা!"

তাঁহার তেজপূর্ণ কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবীতীরস্থ শত শত ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঐ রাজাধিরাজ সিরাজ!" সিরাজ সে শব্দে চমকিত হইলেন! তাঁহার তখন নিজ অবস্থা স্মরণে উদিত হইল। তিনি আপন ভ্রান্তি বুঝিলেন ও সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান বদন অবনত করিলেন।

সর্ব্বসাধারণের সিরাজের প্রতি সদয় ভাব দেখিয়া, মীরজাফর-পুত্র মীরণ সৈন্যসমভিব্যাহারে নদীতটে উপস্থিত হইয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ সিরাজকে কঠোর বাক্যে আঘাত করিয়া নৌকা হইতে উঠাইল। হায়রে নিষ্ঠুর কাল! তোর বিকট করাল বদনে, কি না গ্রাস করিস্? তোর সাধ্যাতীত কি আছে? তোর কবলে পড়িয়া, শত শত প্রাণীর রক্ষক, নবাব সিরাজদ্দৌলা আজ আপন রাজ্যে নিজের বেতনভোগী রক্ষিগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অপরাধীর ন্যায় চালিত হইতে লাগিলেন! সেই মহাপ্রতাপান্বিত আলিবর্দ্দীর স্নেহের দুলাল সিরাজের তেজঃপুঞ্জ সুকুমার দেহ, আহার-নিদ্রা-বর্জ্জিত হইয়া দারুণ ক্লেশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! তাঁহার সেই সুবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম রুক্ষ ও অসংযত অবস্থায় প্রশস্ত ললাট ছাইয়া স্কন্ধদেশ বেষ্টন করিয়াছে! নয়নকোলে কৃষ্ণ রেখা পড়িয়াছে! নির্দ্দয় দুর্দ্দিন তাঁহার সমগ্র অবয়বে বিষাদ-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে! দুই দিন পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার পাদুকাচুম্বন-প্রত্যাশায় সতত উদ্‌গ্রীব থাকিত, তাহারা আজ উপহাসপূর্ব্বক তাঁহার

পদদ্বয় হইতে সেই বহুমূল্য পাদুকা উন্মোচন করিয়া লইয়াছে, এবং কোমল করে বেষ্টিত লৌহ-নিগড় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে! প্রতিপদক্ষেপে পথের কঙ্করে কোমলপদদ্বয় রুধিররঞ্জিত হইতেছে! তাঁহার তৎকালীন হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখিয়া, প্রজাপুঞ্জ মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার বিপক্ষগণও এই সময়ে অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

তিনি ক্রমে রাজপথ অতিক্রম করিয়া,—অজস্র অর্থব্যয়ে ও বহু আয়াসে আপন অবস্থানোপযোগী যে সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, দুই দিন পূর্ব্বে যেস্থানে অসীম প্রভুত্বে ও অতুল প্রতাপে বিরাজিত ছিলেন,—সেই গর্ব্বোন্নত সৌধের সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দ্বারপালগণ সসম্ভ্রমে কুর্নীশ করিয়া আজ আর কৃতার্থম্মন্য হইল না! কেবল কেহ কেহ সে মর্ম্মঘাতী দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া নীরবে অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিল।

তিনি ক্রমে—যেস্থানে গৌরবময় রাজমুকুট শিরে শোভিত করিয়া ভীত প্রাণে মীরজাফর সমাসীন ছিলেন—সেই রাজসভায়, উপনীত হইলেন। তিনি আপন আসনে মীরজাফরকে সম্রাট্‌বেশে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "মীরজাফর, তোমার একি স্পর্দ্ধা! আমার সিংহাসনে তুমি?"

তাঁহার তেজপূর্ণ বীরোচিত বাক্য শ্রবণে মীর্জাফরের পারিষদ-বর্গ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মীর্জাফরও তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া চকিত হইলেন! তিনি ঘোর বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড হইয়াও, স্থির নয়নে আর এ দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। তিনি নয়ন আবৃত করিয়া মুখ ফিরাইলেন, এবং স্বীয় পুত্র মীরণকে কহিলেন, "আর দেখিতে পারি না! মীরণ! শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া যাও!"

মীরণ সিরাজকে লইয়া রক্ষিগণকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং পিতার সিংহাসনের নিকটে আসিয়া, সিরাজের প্রতি কিরূপ দণ্ডের আদেশ হয়, শুনিতে চাহিলেন। মীর্জাফর মৃদু বচনে কহিলেন, "সিরাজকে এক্ষণে কারাগারে যত্নে রক্ষা কর। পরে ক্লাইভ প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয় করা যাইবে।" মীরণ সত্বর সিরাজকে লইয়া মীর্জাফরের আদেশানুরূপ কার্য্য করিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে সিরাজ মহা অপরাধীকে বিচারের পূর্ব্বে যে স্থানে বন্দী রাখিতেন, সেই বায়ুহীন, সূর্য্যতাপরহিত, ঘোর অন্ধকারময় রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন কারাগারে আজ তিনি স্বয়ং বন্দী হইলেন। আলিবর্দ্দীর অতুল-স্নেহ-পালিত নবাব সিরাজদ্দৌলা সেই পূতি-গন্ধপূর্ণ কারাগারে প্রবেশমাত্রই মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন! পরে চৈতন্যোদয়ে, একে একে পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার হতাশ অন্তরে সমুদিত হইতে লাগিল। কত অতীত সুখ-সম্পদাদির স্মৃতি বায়ুপ্রবাহের

ন্যায় তাঁহার হৃদয়তরঙ্গ দিয়া মুহূর্ত্তে বহিয়া গেল। ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা ম্লানতর হইয়া ভাসিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় চেতনা হারাইয়া পড়িয়া রহিলেন!

তিন দিন অতীত হইয়া গেল। নবাব সিরাজদ্দৌলা অর্দ্ধমৃতের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর কারাগারে, প্রহরিপ্রদত্ত নিকৃষ্ট খাদ্য যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া, কোন প্রকারে জীবিত আছেন মাত্র। এই তিন দিন বিহ্বলের ন্যায় কাটাইয়া অন্য একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। ক্রমে পুনর্ব্বার নানাপ্রকার ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল। প্রাণাধিকা লুৎফ-উন্নিসার সেই বিদায়কালীন সকরুণ নয়ন মনে পড়িল। এবার আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই ভীষণ অন্ধকারময় শূন্য গৃহ আলোড়িত করিয়া আকুল কণ্ঠে কহিলেন, "লুৎফ! সিরাজের সর্ব্বময়ী প্রাণেশ্বরি! এসো প্রিয়ে, এ তাপিত বক্ষ তুমি ভিন্ন আর কে শীতল করিবে? তোমায় পাইলেই সিরাজ সকল পাইবে! তোমায় পাইলে সে আর কিছুই চাহে না!"

কিছুক্ষণ পরে ব্যাকুল কণ্ঠে, শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয়ে বক্ষ চাপিয়া, পুনর্ব্বার গদ্‌গদ্ মৃদুভাষে কহিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমে! সর্ব্বস্বে বঞ্চিত থাকিয়াও শুধু তোমায় লইয়াই সুস্থির ছিলাম। তোমায় কাড়িয়া লইবার পূর্ব্বে পাষণ্ডেরা আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিল না কেন? আমি জানি, আমার বিচ্ছেদে তুমি মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে

পারিবে না। না জানি দুর্ম্মতিগণ তোমার কত দুর্দ্দশাই করিতেছে! হায়! প্রিয়ে! আমা দ্বারা তোমার এই দুর্দ্দিনে কোন উপকারই হইল না!”

সিরাজের কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি কিছুক্ষণ পরে আবার কহিতে লাগিলেন,—

“আমার এই সুবিশাল বঙ্গরাজ্য-মধ্যে, এই প্রিয় জন্মভূমির কোলে, আমার এই অঙ্গ রক্ষার জন্য তিন-হস্তপরিমিত ভূমিও কি ইহারা দিতে পারে না? তাহা হইলেও, প্রিয়ে, আমি তোমার ন্যায় অমূল্য রত্ন বক্ষে করিয়া, আপনাকে অসীম সৌভাগ্যবান্ রাজরাজেশ্বর ভাবিয়া, সুখে জীবন কাটাইতে পারিতাম! না—না! ইহারা আমায় কিছুতেই এ জগতে স্থান দিবে না! তোমার অতুল-প্রেম-সম্ভোগে আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই! এসো, প্রিয়তমে, যেখানে বিচ্ছেদ-নির্দ্দয়তা নাই সেই রাজ্যে গিয়া, তোমার পবিত্র-প্রেম-সম্ভোগে কৃতার্থ হই! হে বেহেস্তের অধিপতি খোদা! তোমার দাসের এই অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ করিও!”

সিরাজের ভাগ্য নির্ণয় করিবার জন্য এই তিন দিন পর্য্যন্ত, নূতন নবাব মীরজাফর, তাঁহার কর্ণধার ক্লাইব ও পাত্র-মিত্রগণ নানাবিধ মন্ত্রণায় ব্যাপৃত ছিলেন। সিরাজের পরম শত্রুবর্গও তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দিতে পারিলেন না; তাঁহাদেরও মতে সিরাজ আজন্ম কারারুদ্ধ থাকেন—ইহাই উচিত বলিয়া বোধ হইল।

কিন্তু মীর্‌জাফরের পুত্র, সপ্তদশবর্ষীয় বালক মীরণ, নবাবের অন্তরের ভাব বুঝিয়া, মস্তক আন্দোলিত করিয়া কহিল,"না---না, তাহা হইতে পারে না ! তাহা হইলে কখনও সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে না !"

চতুর ক্লাইব মীরণের হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি সানন্দে মীরণের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক, সহাস্যে মীর্‌জাফরকে কহিলেন, "নবাব সাহেব, যুবরাজ মীরণ বালক হইলেও বুদ্ধিমান! ইহারই উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করুন !" এই বলিয়া মীরণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কেমন যুবরাজ, আশা করি, আপনি একার্য্যে বিফল হইবেন না !"

মীরণ সগর্ব্বে কহিল, "নিশ্চয়ই না !"

গুপ্ত মন্ত্রণা শেষ হইল। সামন্তবর্গ বিষণ্ণ অন্তরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ক্লাইবও তৃপ্ত অন্তরে স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মীরণ সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া, গোপনে ঘাতকদিগকে একে একে ডাকিয়া, তাহাদিগকে বহু অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কিন্তু সকলেই এই ভীষণ প্রস্তাব শুনিয়া, "তোবা ! তোবা !" বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক সরিয়া গেল। মীরণ কিছু চিন্তিত হইল। ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা এ সংসারে সদসৎ সকল কার্য্যই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। মীরণের পাপ অন্তরে শেষে একজনের বীভৎস চিত্র প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। এ ব্যক্তি সেই সিরাজের অনুগৃহীত, আবাল্য-

সহচর, নবাব আলিবর্দ্দীর স্নেহপালিত, নররক্তলোলুপ—মহম্মদী বেগ! মহম্মদী বেগ, ঢাকার ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া, মুর্শিদাবাদে আসিয়াই মীরণের আহ্বানে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত মীরণও শিহরিয়া উঠিল! পরে আত্ম-সম্বরণপূর্ব্বক, অতি সঙ্গোপনে তাহাকে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। মহম্মদী বেগও এই ভীষণ কার্য্যে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

যামিনী দ্বিপ্রহরা। সিরাজদ্দৌলা কারাগৃহে বসিয়া আপন ভাগ্য-লিপি পাঠ করিতেছেন। এমন সময় এক হস্তে শাণিত কৃপাণ ও অন্য হস্তে একটী দীপ ধারণ করিয়া, কালান্তকযমসদৃশ মহম্মদী বেগ তাহার অন্নদাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! সেই স্বল্পালোকে মহম্মদীর হস্তের তরবারি সিরাজের নয়ন ঝল্‌সাইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল! তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সিরাজ অতি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফেলিল। তাঁহার বদন হইতে এক আকুল আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইল! তিনি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"মহম্মদী বেগ! তুমি?—তুমি? তুমিই আমার জীবনের শেষ ফল দিতে আসিয়াছ? কেন মহম্মদী, কোন্ দোষে তোমার কাছে আমি দোষী?"

আবার নবাব সিরাজদ্দৌলার আত্মমর্য্যাদা ফুটিয়া উঠিল। তিনি মহম্মদীর মুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন,—

"না—না! আমি কাহারও নিকট কোন প্রার্থনা করিতে পারি না। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, একবার অন্তিমের দেবতার নিকট শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি! একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহার শান্তিময় নাম উচ্চারণ করিয়া লই!"

ঘোরনারকী, পাপাত্মা মহম্মদী সে পবিত্র নামের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, সিরাজের রসনায় দেববাঞ্ছিত নাম সংযুক্ত থাকিতেই, প্রচণ্ড বেগে তাঁহার স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিল! সবেগে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল! তিনি রুধিরপ্লাবিত কক্ষ-মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন! নবাব সিরাজদ্দৌলার অমর আত্মা, অত্যাচারী পাপাত্মাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া, অনন্তশান্তিময় রাজ্যে, অমরধামে চিরপ্রস্থান করিল!

পাষণ্ড মীরণ পরদিন এই শুভ সংবাদ পাইয়াই কারাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক—সিরাজের খণ্ড খণ্ড শবদেহ সিরাজবাহন হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া—রাজপথে সর্ব্বসাধারণ-সম্মুখে উপস্থিত করিল!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী ও সহগামিনী।

এখন যাহারা এই ভবারণ্য মাঝে অসীমপরাক্রমশালী সিংহ রূপে প্রকাশমান, একদিন তাহারাই মূষিক রূপে বিদ্যমান থাকিয়া, সুতীক্ষ্ণ খল-দন্ত দ্বারা পুরুষব্যাঘ্র সিরাজদ্দৌলাকে এইরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিল!

নবাব-অন্তঃপুরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সোফিয়া-বেগমের মহল হইতে যামিনা, মতিয়া প্রভৃতি সখীগণ সহসা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "রুধির! রুধির! বেগম-সাহেবা কি করিলেন? কে আছ, শীঘ্র এসো!—রক্ত যে বন্ধ করিতে পারিতেছি না!"

সহসা সেই বিষাদময় কক্ষে, ধীরপদক্ষেপে, শুভ্রবসনাবৃতা একটী পবিত্র মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া সোফিয়ার শিয়রে সমাসীনা হইলেন, এবং সোফিয়ার পাংশু বদনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মৃদু বচনে কহিলেন, "যাইতেছ, সোফি? যাও, যাওয়াই ভাল!"

স্বর্গীয় মন্ত্রধ্বনির ন্যায় সোফিয়ার কর্ণে সে শব্দ পৌঁছিল। তাহার যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সোফিয়া অনেক চেষ্টার

পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া, সেই দেবী-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "আসিয়াছ, লুৎফ! পাপিষ্ঠাকে দর্শন দিতে আসিয়াছ?—আমার মদের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে!—তোমায় চিনিয়াছি!"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "সোফি, কেন এমন করিলে?"

"কেন এমন করিলাম? তোমায় রাণী দেখিয়া—হিংসায়—মদের নেশায়—রাক্ষসী ঘসেটীর নিকট সিরাজের পলায়ন-পথ বলিয়া দিয়াছি—প্রাণাধিক সিরাজের সোণার হাতে শিকল পরাইয়াছি! এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছ—কেন এমন করিলাম? ওঃ—সি—রা—জ!"

আর বলা হইল না! প্রিয়তমের বাঞ্ছিত নাম জড়িত জিহ্বায় সংযুক্ত রাখিয়া, রক্তাপ্লুত যাতনাময় দেহ ছাড়িয়া, সোফিয়া বেগমের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল! মতিয়া প্রভৃতি সহচরীবৃন্দ হাহাকার করিয়া উঠিল!

লুৎফ-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ব্যথিতা সহচরী জেহন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লুৎফ কিছুক্ষণ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে, নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, ধীর বচনে কহিলেন, "জেহন, জগৎবাসীর পাপ দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয় না, দস্যু-তস্কর যাহাকে তুচ্ছ করে,—সেই দেবপ্রিয় পবিত্র পুষ্পের অলঙ্কারে আজ আমায় শেষ সাজে সাজাইয়া দাও! আজ আমারও যাইবার দিন!"

. বেগম লুৎফ-উন্নিসার আদেশ অমান্য করিতে জেহনের সাধ্য হইল না। জেহন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তা হইল!

সিরাজ-জীবন হরণ করিয়া কালনিশা সরিয়া গেল! যে গেল, সে-ই গেল! আবার পাখী ডাকিল, ফুল ফুটিল, বাতাস বহিল, প্রভাত হইল, অরুণ উঠিল। কিন্তু যাহার এই রাজৈশ্বর্য্য, সে অসংখ্য কার্য্যের নিদর্শন রাখিয়া কোথায় গেল?

নূতন নবাব সবেমাত্র রাজবেশে সজ্জিত হইয়া, সভাগৃহে রত্নসিংহাসনোপরি সমাসীন হইয়াছেন, এমন সময় কালান্তক-যমসদৃশ মহম্মদী বেগ তাঁহার সম্মুখে কুর্নীস্ করিয়া দাঁড়াইল! নবাব তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরাইলেন। পরে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে কহিলেন, "তুমি কি চাও?"

মহম্মদী বেগ কহিল, "পুরস্কার! আপনার শত্রু বিনাশ করিয়াছি। কিন্তু এ কার্য্যে রাজ্যশুদ্ধ আমার বিদ্রোহী হইয়াছে। এক্ষণে এ রাজ্যে বাস করা আমার পক্ষে নিরাপদ নহে। যুবরাজ মীরণ বলিয়াছিলেন, কার্য্যোদ্ধার হইলে আপনি আমাকে কোন রাজ্যদানে পুরস্কৃত করিবেন। আমি এক্ষণে সেই পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছি!"

মীরজাফরের বদন আরক্তিম হইল। তিনি ক্রোধবিস্ফারিত নেত্রে, রুক্ষ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তুই পুরস্কারের যোগ্য পাত্রই বটে! তুই নবাব সিরাজের আবাল্যসহচর ছিলি। তাঁহারই অন্নে